ĀNANDA VĀRTĀ

অমর আত্মা—অমর পক্ষি স্বয়ম্ আপনাতে আপনি।

VOL VI] FEBRUARY 1959 [NO. 4

—মাতৃ-বাণী—

(বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন)

(১৯১)

যতক্ষণ বিচার ততক্ষণই ব্যভিচারের কথা। যতক্ষণ একমাত্র সেই-ই সর্ব্বভাব, রূপ বা অরূপে প্রকাশ না হয় ততক্ষণ একনিষ্ঠার প্রয়োজন। একনিষ্ঠ হওয়া একমাত্র ইষ্টই—এই প্রকাশের জন্য। সেবা জ্ঞানে সকলের মধ্যে সকলের জন্য ক্রিয়া করা।

(১৯২)

দুই বেলা সন্ধ্যা করার সময় জপ সমর্পণ করাই। অন্য সময় আত্মোন্নতির জন্য জপ তাহা আর সমর্পণ করিতে হইবে না। যদি কোন সময় মনে হয় আজ বেশী জপ করব তবে সেই সময়েতে সঙ্কল্পিত জপ করিয়া সমর্পণ করিয়া দেওয়া। চলতে ফিরতে খেতে শুতে মন্ত্ররূপ ভগবান্ তাহাকে হৃদয়ে স্মরণে রেখে চলা।

(১৯৩)

কত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম থাকে। যেমন এক সময় খাওয়া খুব অন্যায় অত্যাচারের মত হইল, হজমের স্থান খারাপ করিয়া ফেলিল, পরে পরিমিত নিয়মিত খাইলেও তাহার ফল উপস্থিত দেখা যায় না। যখনকার যে কর্ম্ম করিলেও পূর্ব্বের সঞ্চিত অনেক কর্ম্মফল ইহার ভিতরে ভোগ করিতে হয়। ভগবানের রাজ্যে নিখুঁত বিচার কি না। সৎকর্ম্ম করিলে সুফল আর অনীতি কর্ম্ম করিলে তাহার যা ফল ইত্যাদি ভোগ করিবার জন্য এ জাতীয় ভোগদেহ অর্থাৎ শরীর। উপস্থিত যাহারা অন্যায় অনীতি করে তাহার

ফল কোথায় যাইবে? ভোগ করিতেই হইবে। পূর্ব্বের সঞ্চিত ভাল কর্ম্মের ফল ভোগ করছে, আবার দুষ্কর্ম্মের ভোগও করিতে হইবে। অনেক সময় শুভকর্ম্ম ক্ষীণ হইলে অন্যায় কর্ম্মের ফল তাড়াতাড়িও দেখা যাইতে পারে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। মানুষের সৎকর্ম্ম শুভ ইচ্ছা রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছায় সবই সম্ভব। কেবল তাঁহার চরণ শরণ।

(১৯৪)

একটি সাহেব শ্রীশ্রীমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উহার অনুবাদ এবং মায়ের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রঃ। ধর্ম্মই যদি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আদর্শ হয় তবে যাহারা জীবদ্দশায় ইহা লাভ করিতে না পারে তাহাদের কি গতি হয়?

উঃ। যাহারা পারে না তাদের মৃত্যুগতি। যাহারা পারে তাদের অমৃতত্বের প্রকাশ।

প্রঃ। যেখান হইতে আমরা আসিয়াছি সেইখানে ফিরিয়া যাওয়াই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে এ জীবনের সার্থকতা কি? সেই সত্তা হইতে আমরা বিচ্ছিন্নই বা কেন হইলাম?

উঃ। তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহারই এ স্বভাব—এ বিধান। নিজকে নিয়ে খেলা—নিজেই স্বয়ং।

প্রঃ। কখনও কি মানুষ নিজকে এবং জগতকে ধ্বংস করিবে?

উঃ। মানুষের সৃষ্টি স্থিতি করবার শক্তি কোথায়? যাঁ'র খেলা তাঁ'র সব কিছু সম্ভব। নিজে ধ্বংস মানেই পৃথিবীও ধ্বংস। এই নিজ যেখানে পৃথিবীও সেখানে। স্বভাবতঃই যেখানে জগতের দিক—যা' নষ্ট হওয়ার—সেখানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যায়, যাবে। আর যেখানে একমাত্র সেই সেখানে কে কা'কে ধ্বংস করে। ধ্বংসের প্রশ্ন কোথায়? সেই নিজ কোথায়? ভাব। আত্মার ত ধ্বংস নাই। সেই নিজকে জানাই মানুষের নিরন্তর চেষ্টা কর্ত্তব্য।

প্রঃ। দুইটি জীবের মধ্যে কি প্রেম হয় না? প্রেম মাত্রই কি প্রথমে ভগবৎ প্রেম হইয়া পরে জীবের প্রতি প্রেম হয়?

উঃ। জীবে জীবে খাঁটি ভালবাসা, প্রেম হতে পারে না। যেখানে ভালবাসা ও শুদ্ধ প্রেম হলে পূর্ণতা সেখানে আর এই প্রশ্ন উপস্থিত কোথায়? তিনি কে? একমাত্র ভগবান্।

(১৯৫)

সর্ব্বরূপে সর্ব্ব রকমারিতে স্বয়ং তিনিই কিনা। অনন্তরূপ, অনন্তপ্রকাশ, অনন্তগতি, অনন্তস্থিতি, অনন্তজাতি, অনন্তপ্রকারের ভেদ আর অভেদও স্বয়ং তিনিই কিনা। রাগ কাহার উপরে? যখন যে স্থিতিতে যে থাকে তখন সেই স্থিতিতে যে যা বলে সবই ঠিক। কারণ সে স্থিতিতে যাহা দেখা যায়, যাহা বুঝা যায়, সে তাহাই ত বলিবে। এক তাঁহারই ত প্রকাশ—তাঁহারই রূপ।

(১৯৬)

লৌকিক রাজ্যে অলৌকিক ব্যবহার সব সময়ের জন্য এই শরীরের কাছে চাহিলে এইরূপই বিফল মনোরথ হওয়ার। এই ছোট্ট মেয়েটা ত নিজের খেয়ালে চলে, যখন যেমন হইয়া যায়। অথবা এই ছোট্ট মেয়েটাকে দিয়া যে যতটুকু সেবা করাইয়া নেয়। যাহার যে ভাব সেই ভাবেই এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিবে। আনন্দ! × × × ×

এক হয় পূর্ণাঙ্গীন মনের একাগ্রগতিতে যে লক্ষ্য তাহাতে স্থির থাকিতে পারিলে সব কিছু বিরুদ্ধ দিক হইতে বাঁচা। যে রাজ্যে বাস করিবে সেই রাজ্যের অনুকূল সঙ্গ যেমনটি হয় সেই প্রভাবেই তাহাকে আচ্ছন্ন করা স্বাভাবিক। বাস্তবিক গুরু বলিয়া যেখানে ধরা হয় তিনি যদি ধরা দেন তাহা হইলে নিজেদের উপর আর কোন কর্ম্মের ভার থাকে না। তিনি সব কিছু করিতে পারেন বলিয়া। তিনি কাহাকে কি ভাবে লইবেন—ছোট্ট শিশুকে হাত ধরিয়াও কখন হাঁটা শেখান, কখনও নিজের উপর ছাড়িয়াও হাঁটা শেখান। লক্ষ্য অবশ্য তাঁহার সব সময়ে সব কিছুর উপরেই সমভাবে থাকে। অর্থাৎ তাঁহারই কিনা— তিনিই সব করান। তাঁহার সন্তানকে তিনি যে ভাবে ইচ্ছা, যে রাস্তায় যাহার অনুকূল সেই ভাবেই তাঁহার কাছে টানিয়া নিবেন। এই ত তাঁহার স্বাধীন স্বভাব। যাহারা নিজের উপর ভার লইয়া নিজের স্থিতিতে দেখিতে চায় উহার যা ফল তাহাই প্রাপ্ত হয়। সাধারণের সব বিষয় বুঝা কঠিন কিনা। কিসের জন্য কি কর্ম্মটি জানা নাই কিনা। সেইজন্য বিফল যে তাহারই প্রকাশ সেইরূপে দর্শন দেন।

"মানুষ মাত্রেরই সুসময় দুঃসময় একভাবে যায় না। ঐ ভাল সময়ও যেমন থাকে নাই, এই সময়ও কি থাকবে? উপস্থিত ধৈর্য্যের আশ্রয়ে ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া চলবার চেষ্টা করা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ত। তাঁহাকেই সর্ব্বাবস্থায় স্মরণ রাখবার কেবল চেষ্টা।"

"মা"

ফল কোথায় যাইবে ? ভোগ করিতেই হইবে। পূর্ব্বের সঞ্চিত ভাল কর্ম্মের ফল ভোগ করছে, আবার দুষ্কর্ম্মের ভোগও করিতে হইবে। অনেক সময় শুভকর্ম্ম ক্ষীণ হইলে অন্যায় কর্ম্মের ফল তাড়াতাড়িও দেখা যাইতে পারে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। মানুষের সৎকর্ম্ম শুভ ইচ্ছা রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছায় সবই সম্ভব। কেবল তাঁহার চরণ শরণ।

(১৯৪)

একটি সাহেব শ্রীশ্রীমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উহার অনুবাদ এবং মায়ের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রঃ। ধর্ম্মই যদি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আদর্শ হয় তবে যাহারা জীবদ্দশায় ইহা লাভ করিতে না পারে তাহাদের কি গতি হয় ?

উঃ। যাহারা পারে না তাদের মৃত্যুগতি। যাহারা পারে তাদের অমৃতত্বের প্রকাশ।

প্রঃ। যেখান হইতে আমরা আসিয়াছি সেইখানে ফিরিয়া যাওয়াই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে এ জীবনের সার্থকতা কি ? সেই সত্তা হইতে আমরা বিচ্ছিন্নই বা কেন হইলাম ?

উঃ। তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহারই এ স্বভাব—এ বিধান। নিজকে নিয়ে খেলা—নিজেই স্বয়ং।

প্রঃ। কখনও কি মানুষ নিজকে এবং জগতকে ধ্বংস করিবে ?

উঃ। মানুষের সৃষ্টি স্থিতি করবার শক্তি কোথায় ? যাঁ'র খেলা তাঁ'র সব কিছু সম্ভব। নিজে ধ্বংস মানেই পৃথিবীও ধ্বংস। এই নিজ যেখানে পৃথিবীও সেখানে। স্বভাবতঃই যেখানে জগতের দিক—যা' নষ্ট হওয়ার—সেখানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যায়, যাবে। আর যেখানে একমাত্র সেই সেখানে কে কা'কে ধ্বংস করে। ধ্বংসের প্রশ্ন কোথায় ? সেই নিজ কোথায় ? ভাব। আত্মার ত ধ্বংস নাই। সেই নিজকে জানাই মানুষের নিরন্তর চেষ্টা কর্ত্তব্য।

প্রঃ। দুইটি জীবের মধ্যে কি প্রেম হয় না ? প্রেম মাত্রই কি প্রথমে ভগবৎ প্রেম হইয়া পরে জীবের প্রতি প্রেম হয় ?

উঃ। জীবে জীবে খাঁটি ভালবাসা, প্রেম হতে পারে না। যেখানে ভালবাসা ও শুদ্ধ প্রেম হলে পূর্ণতা সেখানে আর এই প্রশ্ন উপস্থিত কোথায় ? তিনি কে ? একমাত্র ভগবান্।

(১৯৫)

সর্ব্বরূপে সর্ব্ব রকমারিতে স্বয়ং তিনিই কিনা !— অনন্তরূপ, অনন্তপ্রকাশ, অনন্তগতি, অনন্তস্থিতি, অনন্তজাতি, অনন্তপ্রকারের ভেদ আর অভেদও স্বয়ং তিনিই কিনা। রাগ কাহার উপরে ? যখন যে স্থিতিতে যে থাকে তখন সেই স্থিতিতে যে যা বলে সবই ঠিক। কারণ সে স্থিতিতে যাহা দেখা যায়, যাহা বুঝা যায়, সে তাহাই ত বলিবে। এক তাঁহারই ত প্রকাশ—তাঁহারই রূপ।

(১৯৬)

লৌকিক রাজ্যে অলৌকিক ব্যবহার সব সময়ের জন্য এই শরীরের কাছে চাহিলে এইরূপই বিফল মনোরথ হওয়ার। এই ছোট্ট মেয়েটা ত নিজের খেয়ালে চলে, যখন যেমন হইয়া যায়। অথবা এই ছোট্ট মেয়েটাকে দিয়া যে যতটুকু সেবা করাইয়া নেয়। যাহার যে ভাব সেই ভাবেই এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিবে। আনন্দ! × × × ×

এক হয় পূর্ণাঙ্গীন মনের একাগ্রগতিতে যে লক্ষ্য তাহাতে স্থির থাকিতে পারিলে সব কিছু বিরুদ্ধ দিক হইতে বাঁচা। যে রাজ্যে বাস করিবে সেই রাজ্যের অনুকূল সঙ্গ যেমনটি হয় সেই প্রভাবেই তাহাকে আচ্ছন্ন করা স্বাভাবিক। বাস্তবিক গুরু বলিয়া যেখানে ধরা হয় তিনি যদি ধরা দেন তাহা হইলে নিজেদের উপর আর কোন কর্ম্মের ভার থাকে না। তিনি সব কিছু করিতে পারেন বলিয়া। তিনি কাহাকে কি ভাবে লইবেন—ছোট্ট শিশুকে হাত ধরিয়াও কখন হাঁটা শেখান, কখনও নিজের উপর ছাড়িয়াও হাঁটা শেখান। লক্ষ্য অবশ্য তাঁহার সব সময়ে সব কিছুর উপরেই সমভাবে থাকে। অর্থাৎ তাঁহারই কিনা— তিনিই সব করান। তাঁহার সন্তানকে তিনি যে ভাবে ইচ্ছা, যে রাস্তায় যাহার অনুকূল সেই ভাবেই তাঁহার কাছে টানিয়া নিবেন। এই ত তাঁহার স্বাধীন স্বভাব। যাহারা নিজের উপর ভার লইয়া নিজের স্থিতিতে দেখিতে চায় উহার যা ফল তাহাই প্রাপ্ত হয়। সাধারণের সব বিষয় বুঝা কঠিন কিনা। কিসের জন্য কি কর্ম্মটি জানা নাই কিনা। সেইজন্য বিফল যে তাহারই প্রকাশ সেইরূপে দর্শন দেন।

"মানুষ মাত্রেরই সুসময় দুঃসময় একভাবে যায় না। ঐ ভাল সময়ও যেমন থাকে নাই, এই সময়ও কি থাকবে? উপস্থিত ধৈর্য্যের আশ্রয়ে ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়া চলবার চেষ্টা করা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ত। তাঁহাকেই সর্ব্বাবস্থায় স্মরণ রাখবার কেবল চেষ্টা।"

"মা"

নামাবলী

এক

উৎসর্গ

সব নামে মা'র নাম
আছে ছড়ায়ে,
"নামাবলী" মা'র গায়ে
দিনু জড়ায়ে।

মায়ের গলায় জনৈক ভক্ত কাশীর আশ্রমে একদিন ১০৮-টি জবাফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। মায়ের সেদিন কী যে অপরূপ রূপ খুলেছিল তা' ভাষাতে বলা যায় না, ছবিতে তোলা যায় না। ফুলের মালা পরিয়ে দিলে অনেক সময় নিমেষের মধ্যে মায়ের রূপ যেন ফুটে ওঠে ফুলেরই মতন—ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে, মৌন মধুর হাসির ভিতর দিয়ে। কতো সন্তান মাকে মালা দিচ্ছে দেখে মনে মনে সাধ হ'ল—আমি-ও ফুলের মালা দিয়ে সাজাই মাকে; এমন মা আমার! কিন্তু মনের-মতন ফুল পেলাম না। কী উপায়? কেন, নাম তো রয়েছে! ভগবানের সব নাম-ই যে মায়ের-নাম; নাম-সংকলন ক'রে, মাকে "নামাবলী" নিবেদন করি। "নামাবলী"-টি কাছে পেলেই মা সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের গায়ে জড়িয়ে নেবেন। তখন এই "নামাবলী"-র আশ্রয়ে আমি-ও নিজেই মানসলোকে জড়িয়ে থাকবো মায়ের কোলে, মায়ের বুকে, মায়ের সর্ব্ব অঙ্গে। হয়তো বা মিশিয়ে যাবো, মিলিয়ে যাবো আমার মায়ের আন্তর লোকে। তখন সারা বিশ্ব খুঁজে খুঁজে আমাকে কেউ আর পাবে না! তখন শুধু মা, আর আমি; আমি আর মা। এই অবস্থাটি কল্পনা ক'রে-ই কতো আনন্দ! জানি—কল্পনা মনের ধর্ম্ম; মন লয় না হলে আসল জিনিস পাওয়া যায় না—সেকথা-ও জানি। কিন্তু উপায় কি? আমাদের তো মন লয় হয়নি। কল্পনাটাকেই মা-ময় করা যায় না?

দুই

নাম-ফুলে মাতৃপূজা

তাঁর অসংখ্য নাম। নিজের মনের-মতন নাম বেছে বেছে আপনমনে ভক্ত গাঁথে নামের-মালা। সেই মালা ক্রমে কীর্ত্তনের পদ হয়ে ওঠে। একজন ভক্তের আদরের ডাক হাজার কণ্ঠে দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আদরের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ভক্ত-মনের ভালবাসাটুকু, যেমন ক'রে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে বাগানের চারিদিকে, আকাশে, বাতাসে, সর্ব্বত্র। যারা নাম-কীর্ত্তন করে তারা যেন ভক্তির ফুল পথে-ঘাটে ছড়িয়ে বেড়ায়। যারা কীর্ত্তন শোনে, তারা কিছু না জেনে-ও, কিছু না বুঝে-ও, নামের মহিমায়, সুরের দোলনে অজ্ঞাতসারে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। মা বলেন—ভাল না লাগলে-ও নিয়ম ক'রে নাম ক'রে যেতে হয়। ১৩৬২ সালে বৃন্দাবনে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মা ব'লেছিলেন:—

"মাগো! আমাকে তোমরা রোজ একটু একটু খেতে দিও, আমাকে খেতে দিলে-ই তোমরা সব পাবে।" নামেই মায়ের নির্ম্মল ভোগরাগ রচিত হয়, নামেই মায়ের নীরাজনা রচিত হয়, ধূপের

ধোঁয়ার মতো নাম-ই মায়ের সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সমবেত কীর্ত্তনের ঝঙ্কারে যে-স্পন্দন সৃষ্টি হয়, তাতেই মা প্রসন্ন হন। তাকে-ই মা বলেন "জম্‌-জমা কীর্ত্তন।" রহস্যময়ী মায়ের অধিকাংশ কথাই বুঝতে পারি না। কিন্তু স্নেহময়ী মায়ের একটি নির্দ্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজ—শ্বাসে শ্বাসে দিবানিশি মনটাকে নাম-রসে সিঞ্চিত করো।

তিন

"মাগো তুমি এসো এসো"

মা বলেছেন—"মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পরিপূর্ণ ক'রে যে বলতে পারে—মাগো তুমি এসো এসো, তোমাকে ছাড়া আর দিন চলে না—তখন দেখ্‌তে পাবে সত্যই মা নিজ স্বরূপে দেখা দেবেন, তাঁর কোলে তাকে তুলে নেবেন।"*

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যা পাওয়া যায়, কলিতে একমাত্র নাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল পাওয়া যায়।† নাম কীর্ত্তন করতে করতে নামে রতি জাগে। নামে রতি হ'লে কৃষ্ণপ্রেম হয়। কৃষ্ণপ্রেম হ'লে নাম ছাড়া থাকতে পারা যায় না। সেই অবস্থাতেই ভক্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে বলতে পারে—মাগো তুমি এসো এসো, তোমাকে ছাড়া আর দিন চলে না। আর তখনই মা তার কাছে ধরা দেন। তখন নাম তার কাছে নাম-মাত্র থাকে না; নাম তখন তিনি স্বয়ং হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ সেই অবস্থায় ভক্তের কাছে নাম শুধু কথার কথা থাকে না; নাম ও নামী এক অভিন্ন হয়ে দেখা দেন। যে নাম করে নামী তার বন্ধু হয়ে যান এবং বন্ধুরই মতন তার সমগ্র জীবন জুড়ে বসেন তার সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে থাকেন, তার যোগক্ষেম বহন করেন। এ সবই শাস্ত্রের কথা—মা যা'কে বলেন "টাইম্‌-টেব্‌ল্‌"।‡ এইবার পরিবেশন হবে মায়ের মুখের কথা:—"নামীকে পাবার জন্য নামই আশ্রয় করতে হয়। আর, দেখ আগুনের স্বভাবই এই, সব জিনিষকেই নিজের স্বরূপ করিয়ে দেয়। সেইজন্যই তাঁর নামের সঙ্গ করলেই তাঁকে স্বরূপে পাওয়া যাবে। তোমাদের মেয়ের এই ভিক্ষা, তোমরা যতো পারো তাঁর সঙ্গ করো, তাঁর নাম করো। শুধু নাম। আমি জানি নামেই সব হয়।" ¶

মাতৃ-আজ্ঞা পালন করবার জন্য, মাকে ভোগ দেবার উদ্দেশ্যে এই "নামাবলী"-র আয়োজন। এর পরের তিনটি পরিচ্ছেদে থাকবে গৌরচন্দ্রিকা; তার পরের কয়েকটি পরিচ্ছেদে নাম-প্রসঙ্গ; উপসংহারে প্রণাম।

---

* "মৌন-মিলনী"-র ১১ নং কার্ড।

† শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৫২

‡ টাইম টেবল কী বলে? যে পথ দিয়ে রেল যাবে, সেখানে উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলির নামের সন্ধান দেয় মাত্র; সে সব জায়গার পূর্ণ পরিচয় তো দেয় না। জায়গাগুলিকে ভাল ক'রে জানতে হ'লে শুধু টাইমটেবল্‌ নিয়ে থাকলে কিছু হবে না, সেখানে যেতে হবে, তার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে, রেলের শরণাপন্ন হতে হবে। একবার আত্ম-সমর্পণ ক'রে রেলে উঠতে পারলে, তখন নিশ্চেষ্ট হবার সুযোগ এবং অধিকার পাওয়া যাবে। তখন রেলই নিয়ে যাবে ঈপ্সিত গন্তব্য স্থানে। টাইমটেবল্‌ যেন শাস্ত্র; পাথেয় সংগ্রহ করাটাই যেন সাধনা, রেল যেন গুরু, গন্তব্য স্থান যেন মা।

¶ "মৌন-মিলনী"-র ৯ নং কার্ড।

চার

গৌর-চন্দ্রিকা

নদীয়ার শ্রীহরি

জয় শচীনন্দন জয় গৌর হরি
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ নদীয়া-বিহারী।

শ্রীহরি এসেছিলেন নবদ্বীপে, গৌরাঙ্গ অবতার রূপে। শচী-মায়ের দুলাল তিনি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ। বাঙলা-মায়ের যুগযুগান্তরের সাধনার ধন এই গৌরাঙ্গ সুন্দর, যাঁর অপর নাম নিমাই—"বাঙলার হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে কবি চণ্ডীদাস এই দেব-মানবের আসন্ন লীলার পূর্ব্বাভাস পেয়েছিলেন। যমুনা পুলিনের বাঁশীর রেশ মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে তাঁর মনপ্রাণকে আকুল করেছিল। সুরধুনি-কূলের বাঁশী তখনও অনাগত, তখনও অনাহত। কিন্তু ভাবি-কালের সেই মুরলী-ধ্বনির পূর্ব্বাভাস পৌঁছেছিল নান্নুরের কবির কানে। অপরূপ একটি রূপ ভেসেছিল ক্রান্তদর্শী কবির চোখের সামনে। চণ্ডীদাস দেখেছিলেন কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে; তার চূড়াও রয়েছে। কিন্তু এ কি! এতো বৃন্দাবনের সেই কালোবরণ শ্যামরায় নয়। এর যে আলো-করা গৌরবরণ! ইনি আবার কোন্ দেশে আসছেন? ভক্ত-কবির অন্তরের অনুভূতি ছন্দে রূপ পেয়েছিল:—

"আজু কেগো মুরলী বাজায়
এতো কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌর বরণ করে আলো
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল।
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে
এ-রূপ হইবে কোন্ দেশে!"

সার্থক ভবিষ্যদ্ বাণী; সার্থক জননী বঙ্গভূমি; সার্থক কলিযুগ। চণ্ডীদাসের অনবদ্য রচনাতে রূপ পেয়েছিল শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মধুর-প্রেম ও দিব্যোন্মাদ। বৃন্দাবনের সেই নিত্যলীলা নতুন ক'রে তরঙ্গায়িত হ'ল শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-বারিধি-বক্ষে।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়
কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

—এই কথাটি মা বলে থাকেন অনেক সময়ে।

পাঁচ

গৌরাঙ্গ-শরণ

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নামরে
যে-জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণরে।।"

এই ছিল গৌরগতপ্রাণ লোচনদাসের ব্যাকুল নিবেদন কলি-ক্লিষ্ট জীবের কাছে। মানুষের দুঃসহ দুঃখে এই বৈষ্ণব-কবির মন কেঁদেছিল। তিনি জানতেন সে-দুঃখের একমাত্র প্রতিকার—গৌরাঙ্গ-শরণ। গৌরাঙ্গ যে জীবের বন্ধু, প্রেমের ঠাকুর। জীবকে উদ্ধার করা যে তাঁর-ই দায়।

কাঁচা সোনার রঙ, প্রসন্ন গম্ভীর মুখ, দুই চোখে দরদর ধারা—গৌরাঙ্গের "সেই ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি" যে একবার দেখেছে সে-ই তাঁকে ভালবেসে ফেলেছে; আর তারই ফলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভগবদ্ভক্তির স্ফূরণ হয়েছে। গৌরাঙ্গই যে ভগবান; আর ভালবাসাই তো ভক্তি।

যা'রা গৌরাঙ্গকে চোখে দেখেনি, কেবল তাঁর নাম ও লীলা শুনে তাঁকে ভালবেসেছে; যারা তাঁর লৌকিক লীলার যুগে জন্মায়নি, অনেক দিন পরে তাঁর কথা শুনে বা প'ড়ে তাঁকে ভালবেসেছে—

তা'রাও কেবল ঐ এক পুণ্যেই ভগবানকে ভালবাসতে শিখেছে, নিজেরা ধন্য হয়েছে।

নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের প্রেম অফুরন্ত, অহৈতুকী। সেই অনুপম প্রেমের সঙ্গে আপন প্রেমের মাধুরী মিশিয়ে মা তারই মহিমা কীর্ত্তন করেন :—

"নিতাই ডাকে আয় আয়, গৌর ডাকে আয়
প্রেম কলসে কলসে ঢালে
তবু না ফুরায়,
প্রেম.............................."

ছয়

পতিতপাবন অধমতারণ নাম

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।"

বাঙ্গলা দেশের দুই ঠাকুর—নিমাই ও নিতাই—হরিনামের গোড়ার কথা। ভগবানকে কেমন করে ভালবাসতে হয়, কি ভাবে তাঁকে প্রাণ ভ'রে ডাকতে হয়—এইটুকু শেখাবার জন্য তাঁরা যেন এসেছিলেন ধরাধামে। এমন করে সহজভাবে ভগবানকে ভালবাসতে ইতিপূর্ব্বে কেউ কখনো শেখাননি। এঁরা জীবকে দেখিয়ে দিলেন যে ভগবানের ভালবাসা পাবার জন্য, ভগবানকে ভালবাসবার জন্য, বনে না গেলেও চলে, কঠিন তপস্যা না করলেও চলে। নাম, শুধু নাম। নামেই শান্তি, নামেই শক্তি, নামেই আনন্দ।

দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিত শাস্ত্রচর্চ্চার চূড়ান্ত করলেন এবং দেখলেন যে শুধু লেখাপড়ার জোরে হয়তো সভা জয় করা সম্ভব কিন্তু আসল জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভগবানকে পাবার জন্য তাঁর প্রাণ মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল। তিনি পুঁথি জলে ফেলে দিলেন। সোনার সংসার ভাসিয়ে দিয়ে চব্বিশ বছর বয়সে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে। তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হ'ল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর সঙ্গের সাথী নিতাই—ভাল নাম নিত্যানন্দ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা-সহচর—দ্বাপরে যেমন বলরাম ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচর।

গৌরাঙ্গ* যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন বাঙ্গলার বড় দুর্দ্দিন। রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান শাসনের অত্যাচার। সমাজ-জীবনে অন্তঃসারশূন্য "গোড়া হিঁদুয়ানি"-র প্রাদুর্ভাব, ধর্ম্মজীবনে তন্ত্রের নামে দেশব্যাপী ব্যভিচার। ধর্ম্ম-বিষয়ে জনগণকে সৎপথে পরিচালিত করবার দায়িত্ব বহু শতাব্দী ধরে যাঁদের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তখন বসে বসে কেবল বিচার করছেন ন্যায়ের সূত্রে—"পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র।" দেশে ভাল লোক ছিলেন না, তা নয়। অনেক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত সাধন ভজন নিয়েই তৎপর থাকতেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সংস্পর্শ ছিল অল্প, তাদের জন্য তাঁদের প্রাণ হয়তো সে রকম কাঁদত না। ব্রাহ্মণরা চোখ রাঙিয়ে বলে দিয়েছিলেন—শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নেই; আরও বলেছিলেন তাঁরা :—যম নিয়মাদি† অভ্যাস না করলে ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ নিষেধ। এই কঠিন নিয়মের ফলে সাধারণ মানুষ নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ

* খৃঃ ১৪৮৫—১৫৩৩ সাল।

† যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান।
—পাতঞ্জল যোগদর্শন।

হ'য়ে পড়েছিল। তারা হতাশ হ'য়ে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। ফলে সমগ্রদেশের প্রাণশক্তি যেন একটি বদ্ধজলাশয়ের মতন হ'য়ে পড়েছিল। তাতে স্রোত ছিল না, স্বাধীনতা ছিল না, ছিল শুধু চারিদিকে বন্ধন আর পূতিগন্ধ।

বাঙলার এ হেন দুর্দ্দিনে অবতীর্ণ হলেন গৌরাঙ্গদেব, ব্যাপক বন্যার দুর্দ্দাম শক্তি নিয়ে। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণরসের প্রবাহ সঞ্চারিত করলেন দেশবাসীর ক্ষীয়মান চিত্ত ধারায়। তিনি পাপ-পুণ্যে-মেশানো জীবকে জীব বলেই গ্রহণ করলেন; কাকেও বর্জ্জন করলেন না, কাকে-ও উপেক্ষা করলেন না। জীবের মধ্যে শিব আছেন এবং সেই শিবকে জাগ্রত করা যায়—এই চেতনা মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত করলেন জনগণের মধ্যে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে, তুচ্ছ আচার ও সংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে, তিনি নিতান্ত অধম দীনজনকে-ও দিলেন একটি মর্য্যাদার আসন। হোক্ সে পাপিষ্ঠ, হোক্ সে লম্পট, হোক্ সে দুরাচারী, তাহলে-ও সে মানুষ তো। আপামর সাধারণ সকলেরই যে নামে অধিকার রয়েছে। নাম করলে তার সব পাপ কোথায় ভেসে যাবে।

জীবের কি সাধ্য আছে এতো পাপ করে
এক কৃষ্ণ নামে যাহা হরিতে না পারে?

"আগে ভাল হও; তবে ধর্ম্মপথে আসবার অধিকার পাবে" ব্রাহ্মণদের এই কঠিন বিধানের মধ্যে শাসন আছে, দরদ নেই। এ রকম সর্ত্ত থাকলে, কজন ধর্ম্মপথে আসতে পারবে? তাই, মহাপ্রভু দিলেন নতুন পথের সন্ধান—ভালোই হও অথবা মন্দই হও, যেমন আছো চলে এসো; শুধু নাম করো। তারপরে যা' কিছু করবার, তা করবেন—নাম-ই, নামরূপী তিনিই। এইটি হল গৌর-লীলার নতুন কথা, নতুন ভাব। এই অপূর্ব্ব নতুন সত্যটি মুমূর্ষু জাতির চিত্তধারায় মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মতন কাজ করেছিল।

মায়ের কাছেও ভাল-মন্দ সকলের অবারিত দ্বার। অনেক সময়ে দেখা যায় লোকদৃষ্টিতে যে মন্দ, মার কাছে সে-ই বেশী আদর পায়, হয়তো আশ্রয় পায়, প্রশ্রয়ই পেয়ে গেল। হাঁসপাতাল যদি বলে—"রোগীর এখানে প্রবেশ নিষেধ" তাহলে রোগী-ও নিরুপায়, সে-রকম হাসপাতাল-ও নিরর্থক। মা নিজে মুখে বলেছেন:—

"যারা কিছু করতে অক্ষম, ধর্ম্মজীবনে কোনও সহায় যাদের নাই, সব চেয়েই বেশী তাদের আমার প্রয়োজন।"*

ক্রমশঃ

* "মৌন-মিলনী"-র ১৬ নং কার্ড।

আনন্দম্

"বিভু"

(৩)

তবু কিনি মোর ব্যথার মূল্য দিয়া
মিথ্যায়-গড়া ক্ষণিকের সান্ত্বনা ঃ
আঁধার ঘরের আলোক-মাণিক মোর
ক্বচিৎ-খুসির এতটুকু ছোট কণা।
আমি কি জানি না এই খেলাঘরে
তোমারে রাখিতে পারি নাই ধরে—
নয়নের জলে হাসি মিলাইয়া
জানি না কেন যে আঁকি এই আল্পনা।

হোক সে অলীক স্বপনের বুদ্বুদ,
তাহারি আলোকে পথ চলি গান গেয়ে,
মনেরে বুঝাই—অনেক পেয়েছি আমি
তোমার আসার আনন্দ-পথ চেয়ে।
কিছু নাহি যার, তার সব আছে—
চাওয়া পাওয়া সব তোমারি ত কাছে,
আমি মনে জানি, তাই খুসি হয়ে
অনুখন করি আপনারে বঞ্চনা।

(৪)

যতটুকু চোখে ধরে
ততটুকু ধরে আছি,
যতটুকু আছো কাছে
ততটুকু আমি আছি।
অশেষের সীমা নাই—
যেটুকু পেয়েছি, তাই
ক্ষণ বরষার জল—
তাই নিয়ে আমি বাঁচি।

সীমাহীন তব দান
রাখিবার কোথা ঠাঁই ?
সাগরে উঠিলে ঢেউ
আমি যে হারায়ে যাই।
এতটুকু পরশন—
কণার ভিখারী মন,
যতটুকু মোর সয়
ততটুকু শুধু যাচি।

মাতৃসঙ্গে পুরীধামে

ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম

৩০শে মে (১৯৫৮), শ্রীশ্রীমা রাঁচী হইতে পুরীধাম যাইবেন শুনিয়া আমাদের পুরী যাইবার ইচ্ছা হইল, ছোট মেয়ে দুইটিও যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের আগ্রহে আমাদের মনে যে দ্বিধাভাবটুকু ছিল তাহা কাটিয়া গেল এবং ঐ দিন পুরী এক্সপ্রেসে আমরা রওনা হইলাম। ষ্টেশনে দেখিলাম পরিচিত আরও অনেকে মাতৃসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় পুরী যাইতেছেন। মা রাঁচী হইতে খড়্গপুরে আসিয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সকলেই ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে কখন গাড়ী খড়্গপুরে আসিবে। গাড়ী ষ্টেশনে আসিবামাত্র সকলেই মার রিজার্ভ গাড়ীর দিকে ছুটিল। আমার ছোট মেয়ে দুইটি ত একেবারে দৌড়িয়াই চলিল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলের মুখ ম্লান হইয়া গেল, মার গাড়ী তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কি যে নৈরাশ্য, কি যে বেদনা সেই গভীর রাত্রে মাতৃ-সন্তানদের হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহারা কলিকাতা হইতে ফুলের মালা ইত্যাদি শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে নিবেদন করিবেন বলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মালা শুকাইয়া গেল, চোখ জলে ভরিয়া গেল, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সবই যেন বিফল হইল—আনন্দময়ীর অদর্শনে সবই নিরানন্দ বোধ হইল।

পুরীধামে মাতৃসঙ্গ একটি বিশিষ্ট জিনিস, সর্ব্বত্রই মা 'মা' তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি পুরীতে যেন শ্রীশ্রীমার একটি বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়।

"সর্ব্বত্র পাবনী গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু সুদুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ তথা সাগরসঙ্গমে॥"

গঙ্গা সর্ব্বত্রই পাবনী, তথাপি গঙ্গাদ্বারে, প্রয়াগে এবং গঙ্গাসাগরে কিছু বিশেষ আছে। পূর্ব্বে তারাপীঠে এবং কঙ্কেস্ বাজারে মাকে পাইলে যেমন আনন্দ হইত এখন পুরীতে মাকে পাইলে যেন সেই রকম অথবা ততোধিক আনন্দ হয়। মার সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেই সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিতে না পারিলেও, একটা সম্বন্ধ যে আছে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

শ্রীশ্রীমার শাস্ত্রনিষ্ঠা অসাধারণ। শাস্ত্র আদিষ্ট আচার ব্যবহার নিখুঁতভাবে বিনা বিচারে পালন করা উচিত, এ কথা মা শুধু মুখে বলেন না, নিজেও সর্ব্বদা লোক শিক্ষার জন্য তাহা পালন করিয়া চলেন। কোন সময়েই মার জীবনে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। কিন্তু আবার শ্রীক্ষেত্রে যে উচ্ছিষ্ট বিচার করিতে নাই, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ যে এক অভিনব বস্তু, বিনা বিচারে যে এই দুর্লভ প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত, পুরুষোত্তমক্ষেত্র যে গুণাতীত ধাম, সন্ন্যাস আশ্রম যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উর্দ্ধে অবস্থিত পুরুষোত্তম ধামও যে তেমনি ত্রিগুণের পারে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ও পুরুষোত্তমধামকে যে কি

দৃষ্টিতে দেখা উচিত—ইহা মায়ের সঙ্গে একদিনের জন্য পুরীতে থাকিলেই কতকটা বুঝা যায়। যাঁহারা পূর্ব্বে কখনও পুরী যান নাই, তাঁহাদিগকে মন্দিরে দর্শন করাইবার জন্য মার কত আগ্রহ, প্রত্যুষে জগন্নাথদেবের মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবণ প্রভৃতি দর্শন করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দান প্রভৃতি দেখিলে বোঝা যায় যে মা জগন্নাথদেবকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন এবং শাস্ত্রমর্য্যাদা মা কেমন অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করিতে সচেষ্ট।

আমরা যেদিন পুরীতে পৌঁছিলাম তার পরদিনই ছিল 'স্নানযাত্রা'। সকলের যাহাতে ঐদিন স্নান-বেদীতে ঠাকুর দর্শন হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য কতই মা ব্যস্ত, এত ব্যস্ততা সংসারী লোকের সাংসারিক বিষয়েও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিয়াও প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি গুণাতীত ভূমিতেই সম্ভব। যাহাতে জীবের কল্যাণ হয় তাহা করিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই অতন্দ্রিত—আহার নাই, নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, অবসাদ নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দ্বিধা নাই, বিচার নাই, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, অনবরত জীবের কল্যাণ সাধন করিয়াই চলিয়াছেন। রাত্রি ২টার সময় মা 'প্রাইভেট' করিতেছেন, ভোর ৪টার সময়ও মা 'প্রাইভেট' করিতেছেন, দ্বিপ্রহর বেলা ১টার সময়ও মা 'প্রাইভেট' করিতেছেন, সকল সময়েই কল্যাণকারী ব্যক্তির সংশয় নিসরন করিতেছেন, তাহার গন্তব্য পথের সন্ধান দিতেছেন, তাহাকে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার উপায় বলিয়া দিতেছেন। মা নিজেই একদিন সমুদ্রতটে বসিয়া সমুদ্রকে দেখাইয়া বলিতেছিলেন—দেখ, কেমন অক্লান্তকর্ম্মী, কেমন নিষ্কাম কর্ম্মী। ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই, আপন মনে কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়াছে। কেহ দেখিল কি না, কেহ ভাল বলিল কি মন্দ বলিল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে—বিরাম নাই, অবসর নাই; অবসর চাহে না, ফল কামনা করে না, নিন্দাস্তুতির ধার ধারে না, কেবল কাজ করিয়া চলিয়াছে; কাজ করাতেই আনন্দ, চলাতেই আনন্দ। মহোদধিই নিষ্কাম কর্ম্মীর আদর্শ, মহোদধিই অচলপ্রতিষ্ঠ, কতজন আসিল কতজন গেল তাহার হিসাবের দরকার নাই—ইহা যেন কমেও না বাড়েও না—ন বর্দ্ধতে ন কনীয়ান্। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন "আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥" যাঁহার মধ্যে সকল কামনা প্রবিষ্ট হইয়া যায়, যিনি কাম্যবস্তু কামনা করেন না—তিনিই শান্তির অধিকারী। ইহার দৃষ্টান্ত মহাসমুদ্র। সব জল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সমুদ্র অচলপ্রতিষ্ঠ। ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, চাঞ্চল্য নাই, ইহা কি এক মহাপ্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত, চাঞ্চল্য যা কিছু দেখা যায়—সে সব তরঙ্গের মধ্যে, সে সব উপরে, সে সব বাহিরে। চাঞ্চল্য সমুদ্রের অন্তরের স্বভাব নহে। কি এক স্থিরতা, কি এক প্রশান্তবাহিতা, কি এক পরমা প্রতিষ্ঠা, কি এক শাশ্বতী শান্তি, কি এক পরমা প্রশান্তি, কি এক অচঞ্চল গাম্ভীর্য্য, কি এক নিস্তব্ধতার অনুপম সৌন্দর্য্য, কি এক চিরনবীন মাধুর্য্য মহোদধির অন্তরে বিরাজিত তাহা বলা যায় না। সত্যই ইহা অনির্ব্বচনীয়। অসীম অনন্ত যেন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে সমুদ্রের দর্শনে।

স্নানযাত্রার দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আমরা অনেকে সমুদ্রের বেলাভূমির উপর দিয়া হাঁটিতেছিলাম। এক একবার এক একটী তরঙ্গ আমরা যেখান দিয়া চলিতেছিলাম সেই পর্য্যন্ত আসিতেছিল। আমাদের অনেকেরই মনে হইল ঐ শুভ তিথিতে মহাসমুদ্র যেন মহোল্লাসে শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণযুগল ধৌত করিয়া দিবার জন্যই মহাব্যস্ত। যখনই ঢেউগুলি আসিতেছিল মাও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া যেন তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল তরঙ্গগুলি যেন মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করায় ধন্য হইল। সত্যই সেদিন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, ভাবুকেরা নিশ্চয়ই এই দৃশ্যদর্শনে ভাবমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে কবি নহে তাহার মধ্যেও যেন কবিতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

আমার ভাগ্যে যে তিনজন মহাপুরুষের দর্শন ঘটিয়াছে তাঁহারা সকলেই মহোদধিকল্প। তাঁহারা সকলেই অক্লান্তকর্ম্মী এবং অচলপ্রতিষ্ঠ। ১৯১৩ সালে দর্শনলাভ করিয়াছিলাম শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের। করণীবাদ আশ্রমে সর্ব্বদাই মহারাজকে কর্ম্মব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইত। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা যে তাঁহারা জড়ের মত বসিয়া থাকেন, কোনও কর্ম্ম তাঁহাদের থাকে না, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি। ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥" এ কথা অতি সত্য, তত্ত্ববিৎ যুক্ত পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাসগ্রহণ, কথা, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষযুক্ত হইয়াও "কিছুই আমি করি নাই" এইরূপ মনে করেন। তিনি অবধারণ করেন যে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র। মা যে বলেন "এ শরীর (আমি) কোথায়ও যায় না, কাহারও কিছু খায় না, কাহাকেও কিছু বলে না, কাহারও কথা কিছু শোনে না" এ সব হেঁয়ালী নহে—ইহা খাঁটি সত্য—ইহার মধ্যে মিথ্যার এতটুকু সংমিশ্রণ নাই। সঙ্কল্পপ্রসূত যে কর্ম্ম—"আমি ইহা করিব" এইরূপ সঙ্কল্প হইতে সাধারণ লোকের যেরূপ কর্ম্ম হয়, তাহা জীবন্মুক্ত পুরুষের কখনও হয় না—হইতে পারে না। যেখানে 'আমি কর্ত্তা' এই বোধ থাকে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়ার ভেদ জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যেখানে ত্রিপুটি বিলয় হয় নাই, সেখানে জ্ঞান কোথায়? সমস্ত ভেদজ্ঞান অজ্ঞান-প্রসূত—তাই ভেদজ্ঞান থাকিলেই বুঝা যায় যে অজ্ঞান যায় নাই; জ্ঞানের উদয় হয় নাই। গীতায় যে বলা হইয়াছে—"সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ" এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে "সঙ্কল্পপ্রভবান্" কথাটী। অজ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম হইবে কেমন করিয়া? ভেদজ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে মনে করেন জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর কর্ম্ম থাকিতে পারে না, তিনি হয়ত জড়ের মত অবস্থান করেন, নতুবা জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই তাঁহার দেহপাত হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা, শ্রীভগবান্ জ্ঞানী নহেন কিম্বা মুক্ত নহেন ইহা বোধ হয় অতি বড় কুতার্কিকও বলিতে সাহসী হইবেন না। ঈশ্বর সদৈব মুক্ত, ঈশ্বরের কোনও দিনই বন্ধন ছিল না—তিনি নিত্যমুক্ত, সদামুক্ত। অথচ শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু

লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥” ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য অর্থাৎ করণীয় বলিয়া কিছুই নাই, আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি। শুধু কর্ম্ম করি তাহাই নহে, “অতন্দ্রিতঃ” অনলস হইয়া কর্ম্ম করি, কখনও আলস্যপ্রযুক্ত কর্ম্মবিরতি আমার নাই। শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে কর্ম্ম করিতে দেখিলেই কর্ম্মকর্ত্তাকে অজ্ঞানী মনে করলে ভুল হইবে। দেওঘরে করণীবাদ আশ্রমে মহারাজকে সর্ব্বদা কর্ম্মব্যস্ত থাকিতে দেখিয়া অনেকে মনে করিত মহারাজের বুঝি পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল না। আবার কর্ম্ম এমন নিপুণভাবে মহারাজ করিতেন যে সাধারণ লোকের মনে হইত জ্ঞানী কর্ম্ম করিলেও এমন খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই কর্ম্ম করিতে পারেন না। কিন্তু এ ধারণা যে ভ্রান্ত—ইহাও গীতাই বলিয়াছেন—“অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ”। ভগবানের প্রিয় জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত পটু হন। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ শুধু নিরলস কর্ম্মী নহেন, শুধু নিষ্কাম কর্ম্মী নহেন, তিনি অত্যন্ত দক্ষ অর্থাৎ পটুও বটেন। জ্ঞানী মহাপুরুষ বলিতে অলস, অকর্ম্মা, সংসারানভিজ্ঞ, অপটু লোককে বুঝায় না। মহারাজের কর্ম্মনিপুণতাকে কেহ কেহ সংসারাসক্তি বলিয়া ভুল করিত। এমন ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বোধ হয় কাঠিয়াবাবার জীবনীতে পড়িয়াছিলাম যে শ্রীযুক্ত তারাকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে এক পয়সার শাক কিনিবার সময় দরদাম করিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন “এ আবার কেমন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! এক পয়সার শাক কিনিতে দর করিতেছেন!” মহারাজকে বাহিরে দেখিলে মনে হইত লোহার মত কঠিন শরীর। কঠিন আসন ইত্যাদি করিবার সময় বুঝা যাইত শতাধিক বৎসর বয়সেও মহারাজের শরীর কেমন দৃঢ় ছিল। কিন্তু যাঁহারা মহারাজের পদসেবার সৌভাগ্য একদিনের জন্যও লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে মহারাজের শরীর একেবারে তুলার মত নরম ছিল। বাহিরে দেখিতে কঠিন, ভিতরে একেবারে নরম—ইহা শুধু শরীরের গঠনে নহে, ব্যবহারেও এইরূপ ছিল। আশ্রমের সর্ব্ববিধ কার্য্যে মহারাজের দৃষ্টি থাকিলেও কখনও নিজের লক্ষ্য হইতে এতটুকুও দূরে থাকিতেন না। আমরা দেখিয়াছি গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে হঠাৎ মহারাজ বলিলেন, “নলিনী, এইখানেই শেষ কর।” ইহা বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেলেন। শ্বাসের দিকে মহারাজের এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল যে শ্বাস পরিবর্ত্তনের সময় হাজার কাজে ব্যাপৃত থাকিলেও তখনই মহারাজ অন্তর্মুখ হইয়া যাইতেন। মহারাজ নিজেও আমাকে বলিয়াছিলেন যে, নিদ্রাতেও এই লক্ষ্য তাঁহার স্থির থাকিত। যাঁহারা শ্রীশ্রীমাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে শ্বাসের দিকে দৃষ্টি মার কোনও অবস্থাতেই লোপ পায় না। মার কর্ম্মব্যস্ততা, প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সকলের সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথাবার্ত্তা, সকলের সাংসারিক বিষয়ের খোঁজ খবর লওয়া ইত্যাদি দেখিলে সময়ে সময়ে কাহারও মনে হইতে পারে মা বুঝি সাধারণ লোকেরই মত একজন। কিন্তু তাঁহার নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা, সুখে দুঃখে সমতা, দেখিলে সকলেরই উপলব্ধি হয় যে তাঁহার সুখ দুঃখ নাই, তাঁহার শরীর ও মন নাই, তাঁহার লাভ নাই অলাভ নাই, জয় নাই পরাজয় নাই, শত্রু নাই মিত্র নাই, নিন্দা নাই স্তুতি নাই, তিনি থাকিয়াও নাই, তিনি সর্ব্ব বিলক্ষণ,

তিনি আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক প্রহেলিকা। তাঁহাকে বুঝা যায় না, ধরা যায় না, তিনি ধরা দিয়াও ধরা দেন না, কখনও মনে হয় যেন তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী, আবার পরক্ষণেই তিনি তাঁহার মহামায়া স্বরূপের পরিচয় দেন। সব ভুলাইয়া দেন, এমন হাসি হাসেন যাহাতে বলিয়া দেন যেন তিনি কিছুই না, তিনি অতি সাধারণ। অথবা তাঁহার হাসির অর্থ "আমাকে কি বুঝিবে ?"

আর একজন মহাপুরুষ—যিনি আমার সর্ব্বস্ব—যিনি ঢাকাতে ১৯২৪ সালে আমাকে মাতৃদর্শন করাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় (তখন ঢাকার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল)—তাঁহাকেও দেখিয়াছি মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ। আসক্তি নাই কামনা নাই, অথচ ধৃতি সমন্বিত, উৎসাহযুক্ত। কামনা নাই, কিছু পাইবার আশা নাই, অথচ এমন উৎসাহ কেমন করিয়া আসে তাহা তখন বুঝিতাম না। এখন বুঝি ইহাই মহাপুরুষের লক্ষণ। প্রতিদিন রাত্রি ২টার সময় শয্যাত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, এক মিনিট সময় ব্যর্থ কাটাইতে দেখি নাই, সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা লইয়া থাকিতে দেখিয়াছি, অসাধারণ গুরুসেবা ও নির্ব্বিচারে গুরুবাক্য পালন করিতে দেখিয়াছি। সত্যের একনিষ্ঠ সেবা দেখিয়াছি, শ্রীভগবানের নামোচ্চারণে অবিরাম অশ্রুধারা দেখিয়াছি, জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে সমাধিলাভ করিতে দেখিয়াছি। সহস্র আলোচনার মধ্যে এবং সহস্র কাজের মধ্যেও শ্বাস পরিবর্ত্তনের সময় শ্বাসে লক্ষ্য দিতে দেখিয়াছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও লোককে জ্ঞানদান করিবার প্রচেষ্টা দেখিয়াছি। বিশেষ কোনও লোক জানিত না, চিনিত না, খবর রাখিত না—তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের উন্নতির। ইহাতে বুঝা যায় যে শুধু এ জন্মে নয়, জন্মজন্মান্তরেও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে কোনও কামনা বাসনা স্থান পায় নাই। তাঁহাকে মহারাজ বলিতেন "শুক্ল সন্ন্যাসী"। সত্যই দেবাদিদেব মহাদেবের মতন তিনিও ছিলেন "সর্ব্বসিত"। তাঁহার সবই ছিল শুভ্র, শ্বেত, স্বচ্ছ, সুন্দর। কোনও কলুষ, কোনও কালিমার চিহ্ন সেখানে ছিল না। অসাধারণ ছিল তাঁহার শরণাগতবাৎসল্য। তিনি ছিলেন বজ্র হইতেও কঠোর, কুসুম হইতেও কোমল।

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

আজ যে সময়কার কথা বলতে যাচ্ছি সে সময় শ্রীশ্রীমা প্রায়ই প'ড়ে থাকতেন আপনভাবে সমাহিত হ'য়ে। ডাকাডাকি করেও মার মুখ থেকে সহসা কোন কথার উত্তর পাওয়া যেতো না, না জানি তিনি কোন আনন্দের সাগরে ডুবে থাকতেন বিভোর হ'য়ে। বহু ডাকাডাকি ক'রে যদিও বা একটু সাড়া পাওয়া যেতো ক্ষণিকের তরে, আবার যেন ডুবে যেতেন কোন সুধাসমুদ্রের গভীর অতলতলে। সাধন, ভজন কিংবা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে হয়তো কোন সময় দু একটার উত্তর দিতেন খুব সংক্ষেপে, আবার কখনও বোঝা যেতো প্রশ্ন তাঁহার কর্ণে প্রবেশই করে নাই, তাই কোন উত্তরও পাওয়া যেতো না। তখন তাঁর ব্যবহারে বুঝতেই পারতুম না তিনি আমাদের মতো জগতের জীবকে চেনেন কিনা। কয়েক বছর মার কাছে যাতায়াত করার পরও দেখেছি মা আমার নামও জানেন না। যাক্, তবুও মাকে দেখবার জন্যে, মার সঙ্গ পাবার জন্যে মনটা বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে থাকতো। কখন যে মা আবার কাশীতে আসবেন এই সংবাদ পাবার জন্যে প্রায়ই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী যেতুম, কারণ তাঁ'রাই পেতেন বা রাখতেন মায়ের খবরাখবর।

একবার (বোধ হয় ১৯২৯ খৃঃ হ'বে) যখন মার জন্যে মনটা খুব খারাপ হ'য়ে উঠলো তখন কর্ম্মস্থল থেকে তিন মাসের বিদায় নিয়ে মার কাছে ঢাকা যাবার জন্যে রওয়ানা হলুম। সেটা হ'বে দুর্গাপূজোর আগে পিতৃপক্ষে। বহুকাল পরে অর্থাৎ প্রায় পচিশ ত্রিশ বছর পর পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় যাচ্ছি। কোলকাতায় কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা থেকে রাত্রি ৮টার ঢাকা মেলে (Dacca Mail) রওয়ানা হ'লুম। অনেক আগ্রহ ক'রেও একটি দিন আমাকে কোলকাতায় রাখতে পারলেন না আমার সেই আত্মীয়েরা। তা'র জন্যে তাঁ'রা বিশেষ দুঃখিতই হ'য়েছিলেন। মাকে প্রথম প্রথম দেখে মানুষের মন যে কি রকম ব্যাকুল হয় তাঁর জন্যে তাহা আজ মনে করে বাস্তবিকই অবাক ও বিস্মিত হচ্ছি। সেই মা-ই আছেন আর আমিও প্রায় সেই মানুষই আছি, কিন্তু মার জন্যে আমার সেই ব্যাকুলতা আর নাই। সময় মানুষকে কতই না পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলে। ঠিক ঠিক চিত্তশুদ্ধ না হ'লে ভগবৎ প্রেম হৃদয়ে স্থায়ী হয় না।

শিয়ালদহ থেকে ঢাকা মেল (Dacca Mail) ছাড়বে রাত আটটায়, আমি তার বহু পূর্ব্বেই গিয়ে গাড়ীতে বসেছি। প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পর পরই কেবল ঘড়ি দেখছি আটটা বাজতে আর কত দেরী। আমি যতই অস্থির হ'য়ে উঠছি ততই যেন সময়ের পরিমাপটা দীর্ঘ হয়ে উঠছিল। যাক্, যথাসময়ে গাড়ী তো ছাড়লো শিয়ালদহ থেকে, কিন্তু পথ যেন আর শেষ হয় না। ঢাকা মেলের গতিটা যেন

আমার কাছে বোধ হচ্ছিল মাল গাড়ীর মত। ভোর বেলা সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছলো গোয়ালন্দ ঘাটে। গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি ক'রে নেমে ষ্টিমারে গিয়ে স্থান গ্রহণ করলুম। যথাসময়ে ষ্টিমার ছাড়ছে না দেখে আমার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। একটু বিলম্ব করেই ষ্টিমার ছাড়ল, তাই যথা সময়ের প্রায় আধ ঘণ্টা পর ষ্টিমার এসে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলো। হুড়োহুড়ি করে ষ্টিমার থেকে নেমে আবার গাড়ীতে এসে বসলাম এবং যথাসময়ে ঢাকা পৌঁছলাম। সেখান হতে ঘোড়ার গাড়ী করে আশ্রমের দিকে চল্লুম। আমাকে নবাগত দেখে আমার নিকট হইতে ন্যায্যাতিরিক্ত ভাড়া যে আদায় করল তাহা বেশ বুঝতে পারলুম

যাক্. শেষে গাড়োয়ান আমাকে রমনার মাঠের গেটের কাছে নামিয়ে দিয়ে ৺কালীমাতার মন্দির দেখিয়ে দিল। পুকুর পারে এসে দেখি দুটি মন্দির —একটি পুরাতন বড় মন্দির পুকুরপারে আর একটি ছোট নূতন মন্দির একটু দূরে। ছোট নূতন মন্দিরটিই যে মায়ের আশ্রমের মন্দির তা বুঝতে পারলুম, কারণ তখনও মন্দিরটির কাজ শেষ হয়নি। এই সংবাদ কাশী থাকতেই শুনেছিলুম।

মায়ের আশ্রমের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি মায়ের সেই সময়কার বর্ষীয়সী সেবিকা মরণিদি পুকুরের দিকে আসছেন। আমাকে দেখেই তিনি হেসে বল্লেন—আপনি যে এখানে দাঁড়িয়ে?

আমি—হ্যাঁ, এইমাত্র গাড়ী থেকে নামলুম—মার দর্শনের জন্যে এসেছি। মা কোথায়?

মরণিদি—কাল রাত্রিতে মা বলছিলেন—একজন খুব ব্যাকুল হ'য়ে এই শরীরটার কাছে আসছে—এখন বুঝলুম আপনার কথাই মা কাল বলছিলেন। যান, মা এখনও বাইরেই বসে আছেন—দর্শন করুন গিয়ে।

তিনি আমাকে আশ্রমের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে স্নান করতে পুকুরে গিয়ে নামলেন। মা যে আমাদের মনের ভাব জানতে বা বুঝতে পারেন তার নিদর্শন পেলুম আজ মরণিদির মুখে। গত রাতের আমার মনের অবস্থা মা এখান থেকেই বুঝেছিলেন তা জানতে পেরে আমার যে সেই সময় কি আনন্দ হয়েছিল তা আর কি বলব।

আশ্রমের গেট পার হয়েই দেখি সম্মুখে শ্রীশ্রীমাতা অন্নপূর্ণার মন্দির। উহার পূর্ব্ব-উত্তর কোণে একখানা ছোট্ট খড়ের ঘর, তার চারদিকেই বারান্দা। সেই বারান্দায় মা আশ্রমটি আলো করে বসে আছেন। তাঁর পরিধানে বড় লাল কস্তা-পেড়ে শাড়ী, ললাটে বড় সিন্দুরের টিপ, মাথায় অল্প ঘোমটা এবং দু হাতে সোনার চুড়ি ও শাঁখা। মা আমার রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে আশ্রমে বিরাজিতা। মন্দিরে তাঁহারই প্রতীক সুবর্ণনির্ম্মিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা বিগ্রহ। মায়ের চরণে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিতেই আমার সারা রাতের কষ্ট ও ব্যাকুলতা যেন এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে গেল। প্রণাম করে মাথা তুলতেই মা জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কেমন আছ?

আমি—তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে যেমন থাকা উচিত তেমনি আছি।

মা—পুকুরে গিয়া স্নান কইরা আইস।

মাকে প্রণাম ক'রে পুকুরে গেলুম স্নানাদি সারতে। স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণাদি সেরে আসতে আমার কিছু বিলম্ব হলেও দেখি আমার জন্যে খাবার

নিয়ে বসে আছেন মটরী পিসীমা অর্থাৎ বাবা ভোলানাথের ছোট ভগ্নী।

পরদিন খুব ভোর বেলা উঠে আশ্রমের সম্মুখের মাঠে পায়চারি করতে করতে ব্রুশ (Tooth brush) দিয়ে দাঁত মাজ্‌ছিলুম। এমনি সময় দেখি একজন মধ্যবয়স্ক গৌরবর্ণ শ্মশ্রুবিহীন অর্থাৎ clean shaved ভদ্রলোক আশ্রমের দিকে আসছেন—তখনও বেশ অন্ধকার। তার পরিধানে সাদা ধপ্‌ধপে ধুতি, গায়ে সাদা শার্ট, পায়ে সাদা মোজা এবং সাদা ক্যানভাসের খড়িমাখা জুতো। দেখেই মনে হচ্ছিলো লোকটি মার্জ্জিত রুচির আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি। আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে ওরি মধ্যে তিনি একটু বক্রদৃষ্টিতে এক ফাঁকে যে আমাকে দেখে নিলেন তাও আমার চোখে পড়ে গেল। আমি যে তাঁকে লক্ষ্য না করলুম তাও নয়—কারণ তাঁর বেশভূষা ও চেহারার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ললাটটি খুব প্রশস্ত ও বেশ উঁচু এবং দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটু অসাধারণত্ব। আশ্রমের ভেতর ঢুকে মায়ের কুটিরের কাছে গিয়েই একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে আবার বাইরে গেটের কাছে এসে আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন—"সাধু হ'তে এসেছেন এখনও টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা ছাড়তে পারেন নি ?" ভদ্রলোকটি অকারণে আমার ওপর কটাক্ষ করে এই রকম মতামত প্রকাশ করাতে আমি ভেতরে ভেতরে রাগ করলেও হেসে হেসে তাকে বল্লুম—"আপনি আমাকে একেবারে ভুল বুঝেছেন। আমি সাধু হ'তে এখানে মোটেই আসিনি। মাকে ভাল লাগে, তাই মাকে দেখতে এসেছি।" আমার উত্তর শুনে তিনি আরও গম্ভীর হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন - "কাল এসেছেন বুঝি ?" আমিও খুব অল্প কথায় উত্তর দিলুম—"হ্যাঁ"। কথা বলতে বলতেই তিনি চকিতের মধ্যে আশ্রমের ভেতর আবার চলে গেলেন। আমিও মুখ ধুতে আশ্রমের মধ্যে যেতেই দেখি মা তাঁর শয়নকক্ষ থেকে বেড়িয়ে সোজা মাঠের দিকে যাচ্ছেন আর ঐ ভদ্রলোকটি মার পেছনে পেছনে যেতে যেতে মাকে স্পর্শ না করেই একখানা এণ্ডির চাদর মায়ের গায়ের উপর ফেলে দিলেন। মা চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে আশ্রমের বাইরে মাঠে চলে গেলেন। আমি মাকে দূর থেকে একটি ক্ষুদ্র প্রণাম করে মুখ ধুতে গেলুম। পরে জেনেছিলুম ইনিই স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়, মায়ের একনিষ্ঠ পরমভক্ত, পরে যিনি "ভাইজী" নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

একদিন জ্যোতিষবাবু খুব ভোরে রমনা আশ্রমে এসে দেখেন মা তখনও ওঠেননি বিছানা থেকে, তাই তিনি পঞ্চবটীর কাছে ব্রহ্মচারীদের থাকার একখানি খড়ের ছোট্ট ঘরে গিয়ে বসেছিলেন। আমি মায়ের ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় স্নানাদি সমাপন করে নিজের কাজ করছি। আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা যার যার নির্দ্দিষ্ট নিত্য কাজে ব্যস্ত। আশ্রম প্রাঙ্গণে কোন জনপ্রাণী নেই। সূর্য্যদেব উদয় হয়ে গেছেন দেখে জ্যোতিষবাবুও নিজের বাড়ীতে ফিরে গেছেন, কারণ রোদ উঠে গেলে মা বড় মাঠে বেড়ান না। এমনি সময় একটি ব্রাহ্মণ একখানি নামাবলী গায়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন মায়ের ঘরের পশ্চিম দিককার দরজার সম্মুখে। তাঁর বয়স হবে অনুমান পঞ্চাশ। খালি পায়েই এসেছেন—দেখা গেল তাঁর পা দুখানাই একেবারে ধূলায় ধূসরিত। পরিধানে স্বল্প বহরের সাদা থানধুতি। তাঁহাকে দেখেই মনে হচ্ছিল মাতৃ-দর্শনের জন্যে অনেক দূর থেকে তিনি এসেছেন।

চুপচাপ করে একদৃষ্টিতে মায়ের ঘরের দরজার পানে চেয়ে রয়েছেন। আমি নিজের সন্ধ্যাদি করছিলুম ব'লে ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, তিনিও আমাকে মার সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন করেন নি। তিনি ঐভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ মায়ের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেয়ে আমিও মাকে প্রণাম করবার জন্যে মার কাছে গিয়েছি, আর ঐ ব্রাহ্মণটিও মার নিকটে উঠে এসেছেন বারান্দায়। আমি মায়ের সান্নিধ্যে পৌঁছুবার আগেই তিনি মায়ের কাছে এগিয়ে গেছেন। মা আমাদের দুজনকেই মার দিকে এগুতে দেখে দাঁড়িয়ে গেছেন। মার ডান পা-খানি দরজার চৌথাটের ওপর আর বাঁ পা-খানি পেছনে ঘরের মধ্যে। মা কালী যেমন দক্ষিণ চরণখানা এগিয়ে দিয়ে বাম চরণখানা পেছনে ক'রে দাঁড়ান ঠিক সেই রকম ক'রে মা দাঁড়িয়ে আছেন। মার ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো সবই চৌখোট থেকে বাইরে, শূন্যে। মায়ের মাথায় কাপড় নেই, কারণ তখুনি তিনি বিছানা থেকে উঠেছেন—কেশরাশি মার পিঠের ওপর আলুলায়িত। চোখ দুটি মার ঢুলুঢুলু ও লালিমাযুক্ত। একদৃষ্টিতে ঐ ব্রাহ্মণের দিকে মা চেয়ে আছেন।

হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণটি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ পরিত্যাগ ক'রে মায়ের দক্ষিণ চরণের বুড়ো আঙ্গুলটি নিজের মুখের মধ্যে দিয়ে চুষতে আরম্ভ করলেন। জননী আমার ধীর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে। তিনি বারবার মায়ের আঙ্গুলটি চুষছেন আর ঢোক গিলছেন। যেমন বাছুর গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে টানে ও মাঝে মাঝে ঢুঁস দিয়ে দুধ বের করে বাঁট থেকে—ঠিক তেমনি ক'রে তিনি ঢুঁস দিয়ে দিয়ে মার বুড়ো আঙ্গুল থেকে যেন সুধা নিষ্কাশন করছিলেন আর আকণ্ঠ পরিমাণে পান করছিলেন। এইভাবে মিনিট খানেক কি দু মিনিট মার চরণ-সুধা পান ক'রে প্রণাম কর লন তারপর মায়ের মুখের দিকে একবার করুণদৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে ধীরে নিজের গন্তব্য স্থানে চলে যাবার সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলুম, তিনি বিক্রমপুরের কোন গণ্ডগ্রামের অধিবাসী, ঢাকা এসেছেন মালিবাগে তাঁর কোন যজমানের বাড়ীতে দুর্গাপূজা করতে। তারপর আর এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সেই লোকটিকে কখন দেখিনি।

ক্রমশঃ

মাতৃ-বাণী

ব্রহ্মচারী শ্রীশৈলেশ

(১)

বিজিত প্রাণের পরাভব লিপি
মৃত্যুর মুখে ভাসে।
মায়ের বাণীর উড়িছে কেতন
প্রভাত সূর্য্য হাসে।
মাটির এ ধরা নিকষিত হেম,
দেহের দেউলে বিকশিত ক্ষেম,
আলাপে-প্রলাপে বিগলিত প্রেম
অনন্ত মধু-মাসে।
জ্যোতির সায়ক ছোটে ক্ষণে ক্ষণে
মোহের তিমির নাশে।

(২)

দাঁড়ায়েছে উষা পূর্বাচলের
শিখরের চূড়া 'পরে ;
জ্ঞান-অজ্ঞান-রঞ্জিত আঁখি
ফুটে ওঠে থরে থরে !
খোলে জীবনের উদার আকাশ,
সুস্থ সবল প্রেমের বিকাশ,
মর্মে শান্ত স্নিগ্ধ প্রকাশ
পূর্ণের উপচারে।
সরল আলোর ঋজু ভংগিমা
তমঃ গুণ্ঠন হরে।

(৩)

উদিত সূর্য্য ঢালিছে কিরণ ;—
ঝরিছে আলোর ধারা।
চল-চঞ্চল ঝর্ঝর রোলে
কালকূট কোথা হারা !
মহাভাব রসে হয়ে নিমগন
গোকুলে আকুলি' ভিড়িছে ভুবন ;
মত্ত হৃদয় মধু-গুঞ্জন
গানে হ'ল মাতোয়ারা !
জ্ঞান-কর্মের ভক্তি-প্রেমের
ঝরিছে মিলিত ধারা।

(৪)

চির উজ্জ্বল ঐ যে সূর্য্য
ভাতিছে মধ্যাকাশে,
জেরুজেলাম আর মদিনা মক্কা
উহারি আলোতে হাসে।
মন্দিরে জ্বলে মাটীর প্রদীপ,
মস্‌জিদে ঝাড়, আলো ঝিক্‌মিক্
গীর্জার দ্বারে বিজুলী ঝিলিক্
নিবিড় তিমির নাশে।
চির ভাস্বর একক সূর্য্য
ভরে সব প্রাণ-রসে!

(৫)

অপরাহ্নের পথে হেলে পড়া
বাণীর সূর্য্য জাগে।
নিঃশেষে মোছে গ্লানির আঁধার ;—
পুণ্য আলোক লাগে!
জীবনের পথে জাহ্নবী প্রায়
আলোর বন্যা নামে মহিমায়,
অঞ্জলি ভরি' সবে লয়ে যায়
প্রীতি-প্রেম-অনুরাগে!
বিজয়ী প্রাণের মহা-গৌরবে
বাণীর সূর্য্য জাগে!!

"যাঁকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, একমাত্র তাঁকেই ভাবা উচিত। তাঁর নাম ভজনে সর্ব্বরোগ আরোগ্য হয়।"

"মা"

অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

স্মৃতি কাহাকে বলে, ভগবৎ স্মৃতি কি, অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির স্বরূপ কি প্রকার এবং এই প্রকার স্মৃতির ফলই বা কি এই সব বিষয়ের যথাশক্তি আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্মৃতি বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় স্মরণ। অনুভূত বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে। যে বিষয় কখনও অনুভূতিগোচর হয় নাই তাহা স্মরণ করা যায় না। শাস্ত্রোক্ত গুরূপদিষ্ট বা মহাজনগণের প্রদর্শিত প্রণালীতে অথবা আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব-বিচারের ফলে যে বোধ উদিত হয় এখানে তাহাকেই অনুভব বলা হইতেছে। এই অনুভব হইতে তজ্জন্য সংস্কারের উদ্দীপন বশতঃ স্মরণ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। সাধারণতঃ স্মরণের উৎপত্তি এই প্রকারেই ব্যাখ্যাত হয়। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা হইতে যে বীর্য্য উৎপন্ন হয় উহার ধারণের ফলেই স্মৃতি উদ্ভূত হয়, যাহাকে শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থানে উপাসনা বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারই পরিপক্ক অবস্থা সমাধি। সমাধি হইতে প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়। স্মৃতিটি ধ্যানের অবস্থা বা একতান-ভাব। ইহা একাগ্রতার পূর্ব্বাভাস। শ্রদ্ধা কিংবা বিশ্বাস ইহার মূলে থাকা আবশ্যক। সন্তান-বৎসলা জননী যেমন অঙ্কগত শিশুকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন সেই প্রকার মাতৃরূপা শ্রদ্ধা দেবীও শ্রদ্ধালু সাধককে বিঘ্ন ও বিপদরাশি হইতে রক্ষা করেন।

প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিতেন যে শ্রদ্ধার প্রভাবে চিত্ত নির্ম্মল হইলে উহাতে শ্রদ্ধেয় বস্তুর প্রতিবিম্ব সঞ্চারিত হয়। চিত্তের যে পাঁচটি প্রসিদ্ধ নীবরণ বা আবরণ-গ্রন্থি আছে সেইগুলি শ্রদ্ধার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হইয়া যায়। অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব না থাকিলে কোনও প্রকার পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। এই শ্রদ্ধা যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস মাত্র নহে—ইহা শুধুই মানিয়া নেওয়া নহে। বৌদ্ধ সাধকগণ আরও বলিতেন, সাধন ক্ষেত্রে স্মৃতি শব্দের তাৎপর্য্য সাধারণ স্মৃতি নহে, কিন্তু সম্যক্ স্মৃতি, কুশল আলম্বনকে স্মরণ করা, অকুশলকে স্মরণ করা নহে। যাহাকে স্মৃতি বলে তাহা ঠিক ঠিক গঠিত হইলে চিত্তে অকুশল অবস্থা জাগিবার অবকাশই পায় না। বুদ্ধদেব স্মৃতিকে "সর্ব্বাথিকা" বলিয়াছেন; কারণ ইহা যাবতীয় কুশল উদ্দেশ্যের সিদ্ধির মূল। আলম্বনে নিমজ্জন অর্থাৎ ডুবিয়া যাওয়া স্মৃতির মুখ্য লক্ষণ, প্রমাদনাশ অথবা অবিস্মৃতি অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকা (awareness) ইহার মুখ্য কৃত্য এবং ইহার মুখ্য ফল হইল আলম্বনের অভিমুখীভাব। স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুশীলনের বিষয়। তাহা না হইলে ইহা ঠিক ঠিক গঠিত হয় না। শ্রুতিতে আছে, আহার-শুদ্ধি হইতে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে ধ্রুবাস্মৃতির উদয় হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের আহরণই আহার। সুতরাং বিষয়ের আহরণ বা গ্রহণ শুদ্ধ হইলে বিনা চেষ্টাতেই চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। তখন স্মৃতি ধ্রুব অথবা অবিচ্ছিন্ন রূপ ধারণ করে।

অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির ফল সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ।

স্মৃতি ভগবৎ বিষয়ক হওয়া চাই এবং অখণ্ড হওয়া চাই, তবেই তাহা হইতে মহৎ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। জপ, অর্চন, নামকীর্ত্তন, ভজন, ধ্যান প্রভৃতি ভগবৎ স্মৃতিরই অন্তর্গত। কারণ এই সকল কার্য্য ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকূল। সাধক নিজের যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে এই সকলের মধ্য হইতে যে কোনও কার্য্যই করুক না কেন যদি সে মনে প্রাণে ভগবৎ অভিমুখ হইয়া তাঁহাকেই হৃদয়দেবতা রূপে হৃদয়ে বসাইয়া এই সব অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে তাহাকে স্মৃতি-সাধক বলা যাইতে পারে। স্মৃতির মূলে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস ত থাকিবেই, তদ্ব্যতীত আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তাও থাকিবে। স্মৃতির অনুষ্ঠানে ভাবনারই প্রাধান্য। ইহা ক্রিয়ারূপ অর্চ্চনাদিতে ও স্থূল জপাদিতে প্রথমেই পরিস্ফুট না হইলেও পরে অবশ্যই হয়, যখন সব কিছু ভাবরূপে ফুটিয়া উঠে। বৈষ্ণবগণের ক্রিয়া-ভক্তি যেমন ভাব-ভক্তিতে রূপান্তরিত হয় ইহাও অনেকটা সেই প্রকার। স্মৃতির অখণ্ডতা মানে ভাবনার অবিচ্ছিন্নতা। ক্রিয়ার স্তরে ইহা সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইলেও ভাবের স্তরে উন্নীত হইলে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ ভাব প্রথমে সঞ্চারী অথবা অস্থায়ী থাকিলেও অনুশীলনের ফলে উহা স্থায়ীরূপ ধারণ করে। উহা তখন অন্তঃসলিলা স্বচ্ছ ফল্গুধারার ন্যায় সমগ্র চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যদিও প্রারম্ভকালে অহোরাত্রের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট সময় অভ্যাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় তথাপি প্রতিদিন ঐ বিশিষ্ট সময়টি লঙ্ঘন না করিলে নিয়মিত অভ্যাসের ফলে একটি শুভ সংস্কার উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। গাঢ়তার প্রভাবে স্বভাবতঃই অভ্যাসের ক্রিয়াংশ অলক্ষ্য ভাবে ভাবরূপ ধারণ করে। তখন পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়ও ঐ নবোদিত ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়; অর্থাৎ অন্য সময়ে চর্য্যা ও ক্রিয়ার অভাব থাকিলেও ভাবের অভাব থাকে না। সমগ্র অহোরাত্রই তখন এই অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবিত হয়। ইহা স্বভাবের নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। তখন খণ্ড খণ্ড ক্রিয়ার মধ্যে অখণ্ড রূপে একটি ব্যাপক ভাব সূত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে প্রণালীতে অহোরাত্রের ২৪ ঘণ্টা এক ভাবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র রচিত হয় সেই প্রণালীতেই একদিন ও অন্য দিনের, এক মাস ও অন্য মাসের, এবং এক বৎসর ও অন্য বৎসরের কালগত ব্যবধান যখন মিটিয়া যায় তখন এক অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকালের প্রকাশ হয়। বস্তুতঃ ইহা খণ্ডভাবের অন্তরস্থ যোগরূপী মহাভাবেরই আবির্ভাব। মহাভাব উদিত হইলে ভাবাতীতকে আর দূরে বলা চলে না। যদিও বাস্তবিক পক্ষে ভাবাতীত কালের অতীত দেশের অতীত এবং সর্ব্বলীলার অতীত হইয়াও সদাসর্ব্বত্র সকলের নিত্য সন্নিহিত, তথাপি খণ্ড ভাব মহাভাবে পরিণত না হওয়াতে উহা সন্নিহিত থাকিয়াও এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও খণ্ডভাবের দৃষ্টিতে অপ্রকটই থাকে।

যাহা বলিলাম তাহা ব্যক্তিগত একটি সাধকের দিক্ হইতে বিচার করিয়া। এক মহাশক্তির ইঙ্গিতে বহু সাধকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐ অহোরাত্রব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন ভাবের অভ্যুদয় অপেক্ষাকৃত সহজ হয় যদি ঐ বিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট সময়খণ্ডগুলির মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান না থাকে; অর্থাৎ একজনের ক্রিয়ার

দ্বারা না হইলেও বহুজনের সমবেত উদ্যমের দ্বারা দিবারাত্রির সমগ্র সময়টি আপূরিত হওয়া আবশ্যক। ইহার ফলে সমগ্র কর্ম্মী সাধকের শক্তি পরস্পর যুক্ত হইয়া পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে অবসর পায়, যাহার ফলে প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প উদ্যমে অধিক ফলের ভাগী হইতে সমর্থ হয়। ইহা সম্ভবপর হয়, কারণ সকল আত্মার মূলে একই মহাশক্তির ইঙ্গিতরূপ প্রেরণা কার্য্য করিতেছে। আরও এক কথা। এক ক্ষেত্রে ক্রিয়া ভাবরূপে পরিণত হইলে অন্য ক্ষেত্রেও এই পরিণামের শুভফল প্রসূত হয়। তাই সেখানেও অল্প আয়াসে ক্রিয়া হইতে ভাবের অভিব্যক্তির সূত্রপাত হয়। নিরপেক্ষ চেষ্টায় প্রয়াস অধিক আবশ্যক হয়। তাহার পর আরও একটু বিবেচনার বিষয় আছে। যে মহাশক্তির ইঙ্গিতে বহু সাধক এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাঁহার আদেশ যথাশক্তি পালন করিতে পারিলে, অন্ততঃ সরল প্রাণে পালনের চেষ্টা করিলে, মহাকৃপার অবতরণ অনুভব অবশ্যম্ভাবী।

(২)

সুতরাং অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির যে কি মহাফল তাহা প্রকারান্তরে বলা হইল। এই ফলটি আর কিছু নহে—নিজেকে নিজে জানা, আত্মার জ্ঞানলাভ। আত্মাই ভগবান্, আত্মাই মহেশ্বর, আত্মাই পূর্ণব্রহ্ম। সকলের আত্মাই একই আত্মা। সুতরাং আত্মজ্ঞান মানে পূর্ণত্বের জ্ঞান, স্বয়ংই যে পূর্ণ তাহা উপলব্ধি করা।

আত্মার স্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন নিরাবরণ প্রকাশ। এই প্রকাশে অনন্ত শক্তিচক্রঘটিত মহাশক্তি অভিন্ন সত্তা লইয়া বিদ্যমান আছেন। ইনি আত্মার স্বাতন্ত্র্যশক্তি। ইনি আছেন বলিয়াই আত্মা শিবরূপী ও চৈতন্যস্বরূপ। ইনি না থাকিলে প্রকাশরূপী আত্মাকেও অপ্রকাশরূপী বলিতে হয়। কিন্তু না থাকার প্রশ্ন উঠে না। ইনি আত্মার স্বরূপ-শক্তি, স্বভাবতঃই চিদানন্দস্বরূপা। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ইঁহারই প্রসারমাত্র।

এই যে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি ইহাই আত্মার পূর্ণ ভগবত্তা—এই মহাপ্রকাশের কোলে কোনও স্থিতিতে অখণ্ড শক্তিচক্রচুম্বিত অনন্ত ভাব দ্বারা অভিব্যক্ত অনন্ত খণ্ড প্রকাশ নিরন্তর আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। এই সকল ভাব বীজস্বরূপ বা কারণ, আর এই সকল খণ্ড প্রকাশ অঙ্কুরস্বরূপ বা কার্য্য। এই সব খণ্ড প্রকাশ শুদ্ধ মহাপ্রকাশ ব্যতিরেকে খণ্ড শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাবরূপে মায়িক অহংএর নিকট প্রকাশিত হইতেছে, যাহার ফলে মায়িক অহংএর দৃষ্টিতে শুদ্ধ প্রকাশ বা স্বাত্মা স্ফুরিত হইতে পারিতেছে না। এই অবান্তর প্রকাশ সকল ব্যবধান স্বরূপ থাকিয়া শুদ্ধ প্রকাশকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জড় চেতনাদি যাবতীয় ভেদ এখানে ভাসিয়া ওঠে। তবে ইহাও সত্য যে ইহারও মূলে মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্যলীলা কার্য্য করিতেছে, যদিও গুপ্তভাবে। কারণ প্রকটভাবে বহিঃশক্তি বা ভাবেরই কারণতা দৃষ্ট হয়। মূল কারণ মায়িক প্রমাতার নিকট ঢাকা থাকে। লৌকিক ব্যবহারে যে আমরা দেখিতে পাই একটি নিষ্পাদ্য ও অপরটি নিষ্পাদক অথবা একটি অভিব্যঙ্গ্য ও অপরটি অভিব্যঞ্জক ইহা এই মায়িক রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এমন স্থিতিও আছে যেখানে স্বীয় আত্মার প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ অকুণ্ঠিত অবারিত ও অপ্রতিহত। এই শুদ্ধ প্রকাশে মায়ীয় অবান্তর প্রকাশের ব্যবধান থাকে না। সেখানে জাগতিক কার্য্য-কারণ ভাবের

খেলা নাই, নিয়তি নাই, কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলাও নাই। সেখানে আত্মরূপী ভগবানের মহা-ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যই একমাত্র কারণ। অবান্তর শক্তির খেলা সেখানে চলে না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যাপার এই পরম স্থিতির বৈশিষ্ট্য।

অখণ্ড বা নিরাবরণ প্রকাশই চরম সাক্ষাৎকার। উহাই পরম দর্শন। উহাই স্বরূপ স্থিতি। ঐ প্রকাশে আবরণ থাকে না বলিয়া আবরণেরও প্রকাশ উহাতে হয়, অপ্রকাশেরও প্রকাশ হয়। আবরণকে আবরণরূপে, অপ্রকাশকে অপ্রকাশরূপে, দূরকে দূররূপে, অতীতকে অতীতরূপে যে প্রকাশ করে, যাহা মায়ায় ও খণ্ড প্রমাতাতে হইয়া থাকে তাহাও ঐ মহাপ্রকাশে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। ওখানে অণু নাই, মহান্ নাই, এক মহাপ্রকাশ মাত্র আছে, অথচ সেই প্রকাশে প্রকাশের অখণ্ডতা অব্যাহত থাকিয়াও অণু ও মহানের এবং তদ্গত ব্যবধানেরও প্রকাশ থাকে। আরও স্পষ্টভাবে বলা চলে, পরমেশ্বররূপী আত্মাই যাবতীয় তত্ত্বরূপে তত্ত্বাতীতরূপে জ্ঞাতারূপে জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানরূপে, আবার এই সকলের অতীতরূপে, একই সঙ্গে ভাসমান হইতেছেন। অনন্ত বৈচিত্র্যময় ভাবময় বিশ্বও তিনি, আবার বৈচিত্র্যহীন অদ্বিতীয় ভাবাতীত বিশ্বাতীত প্রকাশও তিনি—তাঁহাতে বা সেই মহাপ্রকাশে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এই কল্পিত ভেদের প্রশ্ন ওঠে না। সামান্যরূপে তাঁহার প্রকাশ, বিশেষরূপেও তাঁহারই প্রকাশ—তাঁহার অর্থাৎ নিজের বা স্বীয় আত্মার। কোথাও লেশমাত্র আবরণ নাই, আবার যেখানে অনন্ত প্রকার আবরণ আছে সেখানকার সেই সকল আবরণও এই অনাবরণ প্রকাশেই প্রকাশমান।

সেই মহাপ্রকাশ খুলিয়া গেলে সব স্থিতিই পরম স্থিতি। কারণ একই সত্তা যে এক থাকিয়াও অনন্ত সত্তারূপে বিরাজ করিতেছে ও তদুচিত অনন্তভাবে খেলা করিতেছে এবং এই সত্তাই যে প্রত্যেকের নিজ সত্তা তাহা তখন অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পায়। বিশ্ব তখন আপন হইয়া যায়, পর তখন আপন হয়। বস্তুতঃ তখন দেখা যায় স্বয়ংই নিজের অপ্রতিহত ইচ্ছায় বিশ্ব সাজিয়াছে ও পর হইয়াছে। সব খেলা আনন্দের খেলা, নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা—সবই এক বিচিত্র অভিনয়। নিজেই পর সাজিয়াছে, আবার পরকে নিজ করিয়া কোলে লইতেছে। বিরহও রসের পুষ্টি করে, মিলনও তাহাই করে। রসের আস্বাদনের জন্য লীলার অভিনয় হয়। আবার মূলে দেখিতে গেলে একই-এক—মিলন কোথায়, বিরহই বা কোথায়?

সত্যের খেলা তাই সত্য। মিথ্যারূপে যে প্রকাশ তাহাও সত্যের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইলে দেখা যায় যে সত্যেরই প্রকাশ। ভাবাতীতের শান্তবক্ষে অচল উৎসঙ্গে মহাভাবের প্রকাশ রহিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত খণ্ডভাবলহরী ক্রীড়া করিতেছে। অবশ্য প্রথমে খণ্ডভাব হইতে ত্যাগের পথে মহাভাবে উঠিতে হয়। মহাভাবে ভোগের চরম সিদ্ধি ঘটে। তাহার পরে ভাবাতীতে সকল সমাধান। সেখানে মহাভাব আছে, খণ্ডভাব আছে, আবার কোনও ভাবই নাই। নাই, ছিল না, হবেও না, এমন একটি স্থিতি—যুগপৎ সবই। যুগপৎও ঠিক বলা যায় না। কারণ এক ও বহুর দ্বন্দ্বের প্রশ্নই সেখানে ওঠে না।

এই যে নিজেকে পাওয়া ইহাই প্রেমের অভিব্যক্তি, মহাজ্ঞানের পরিপক্ক দশাতে যাহা অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বাত্মভাব না হইলে বা সর্ব্বত্র

আত্মভাব দেখিতে না পাইলে অর্থাৎ সকলকে আপন রূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে প্রেমের উদয়ের ও বিলাসের অবকাশ কোথায়? জ্ঞান ও প্রেমে পার্থক্য থাকে না। নিরাকারে যাহা জ্ঞান সাকারে তাহাই প্রেম। একই সত্তা একই সময়ে যেমন নিরাকার ও সাকার উভয়ই, তদ্রূপ একই সময়ে উভয়েরই অভিন্নরূপে স্ফুরণ হয়। ইহাই চিৎ ও আনন্দের অভেদানুভব।

(৩)

এই যে আত্মার কথা বলা হইল ইনিই ঈশ্বর বা ভগবান্। বলা হইয়াছে ইনি স্বাতন্ত্র্যময় খেয়ালী পুরুষ। অনন্ত ভাবেই ইঁহার প্রকাশ হইতেছে, সুতরাং অপ্রকাশ রূপেও ইঁহার প্রকাশ আছে। এই অপ্রকাশ রূপ স্থিতিতে কিছুরই প্রকাশ নাই—জড় শূন্যতা মাত্র। এইটি মহাশূন্যের অবস্থা। কিন্তু কিছুরই যে প্রকাশ নাই সেই অপ্রকাশেরও প্রকাশ আছে। না থাকিলে অপ্রকাশের সন্ধান কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে? অথবা অপ্রকাশ রূপে যে প্রকাশ উহা প্রমেয়রূপে অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটপটাদি রূপে প্রকাশ। আবার প্রকাশ রূপেও ইঁহার প্রকাশ আছে। ইহা অবিভক্ত অখণ্ড প্রকাশ রূপেও হইতে পারে কিংবা বিভক্ত খণ্ড প্রকাশ রূপেও হইতে পারে। অবিভক্ত প্রকাশের নামান্তরই শিব—যিনি অখণ্ড চিৎস্বরূপ। ইহা শুধু প্রকাশই প্রকাশ। এই স্থিতিতে অপ্রকাশ কিছু থাকে না। কিন্তু ইহা অখণ্ড প্রকাশ হইলেও, পূর্ণ নহে—শিব হইলেও পরম শিব নহে,—পরমতত্ত্ব হইলেও তত্ত্বাতীত নহে। বিভক্ত প্রকাশের মধ্যেও দুইটি স্থিতি আছে। একটি হইতেছে পরস্পর ভিন্ন রূপে। জীব মাত্রই প্রমাতা রূপে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ তাহারা ভেদজ্ঞানের মূল মায়ার আশ্রিত বলিয়া নিজেদের পরস্পর ভেদ অনুভব করে, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ অনুসারে প্রমেয় বা জ্ঞেয় পদার্থের ভেদ অনুভব করে। অর্থাৎ নিজ আত্মা হইতে জ্ঞেয়ের ভেদ, নিজ আত্মা হইতে পর আত্মার ভেদ, এক জ্ঞেয় হইতে অন্য জ্ঞেয়ের ভেদ, পরমাত্মা হইতে জ্ঞেয়ের ভেদ এবং পরমাত্মা হইতে নিজ আত্মা ও পর আত্মা উভয়ের ভেদ ইহাদের অনুভব সিদ্ধ। শুধু মানুষ নহে উর্দ্ধে দেবকুল ও নিম্নে অসুরকুল মোট চৌদ্দ প্রকার ভূতসর্গ এই শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। বিভক্ত প্রকাশের দ্বিতীয় স্থিতিতে যে প্রকাশ হয় তাহা পরস্পর অব্যতিরিক্ত রূপে। মন্ত্র মহেশ্বর প্রভৃতি শুদ্ধ জগতের উর্দ্ধলোক নিবাসী মহাপুরুষগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা সকলেই অভেদদর্শী, পূর্ব্ব শ্রেণীর ন্যায় ভেদদর্শী নহেন। এই চারি প্রকার স্থিতি হইতে অতিরিক্ত আরও স্থিতি আছে। পঞ্চম স্থিতিতে কাহারো কাহারো অংশতঃ ভিন্ন ভাবে প্রকাশ থাকে। ইঁহারা বিজ্ঞেশ্বর নামে পরিচিত। ইঁহাদের নিজ আত্ম বিষয়ে ভেদদৃষ্টি থাকে না ইহা সত্য, কিন্তু জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে ভেদদৃষ্টি থাকে। কারণ ইঁহারা সকলেই জ্ঞেয় বিষয়কে নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপে দর্শন করেন। আবার এমন স্থিতিও আছে যাহাতে কাহারো কাহারো অংশতঃ অভিন্ন ভাবে প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকলেই জ্ঞেয় সত্তাকে শুদ্ধ বোধাত্মক ও স্বাভাবিক ভেদশূন্য দেখিয়া থাকেন। ইঁহারাই কেবলী পুরুষ। প্রাচীন সিদ্ধ সম্প্রদায়ের পরিভাষা অনুসারে এই জাতীয় মুক্ত পুরুষকে "বিজ্ঞানাকল" নামে বর্ণনা করা হয়। ইঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই বটে, কিন্তু জড়

প্রকৃতি বা মায়া হইতে আত্মস্বরূপের বিবেক সিদ্ধ হইয়াছে। অশুদ্ধ স্থিতিতেও ইহারা কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্ত চক্র হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত। শুদ্ধাবস্থাতে ইহারা মহামায়া নামক বিশুদ্ধ অচিৎ তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইহাদের সকলেরই শিবজ্ঞানের অভাব। ইহারা সকলেই বিদেহী। এই শ্রেণীকে ষষ্ঠ স্থিতি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ইহার পর যে স্থিতি আছে তাহাই পরম স্থিতি। উহাই পূর্ণত্ব বা পরম শিবের অবস্থা। পূর্ণের মধ্যে যাবতীয় খণ্ড স্থিতি সকল নিহিত থাকিলেও পূর্ণ পূর্ণই, কারণ উহা নিজের মহিমাতে চির উজ্জ্বল।

এই সকল স্থিতিই স্বাতন্ত্র্যময় আত্মারই স্থিতি। নিজেকে জানিয়া নিজেকে প্রাপ্ত হইলে নিজেরই বিশ্বরূপতার দর্শন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিশ্বাতীত পরম সত্তাও জাগ্রত হয়। অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির ইহাই ফল নির্দ্দেশ।

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বভাবে সর্ব্বরূপে তিনি। সর্ব্বনাম তাঁহার নাম, সর্ব্বরূপ তাঁহারই রূপ, সর্ব্বগুণ তাঁহারই গুণ, সর্ব্বভাব তাঁহারই ভাব। সত্যলাভের অনুকূলে গুরুরূপে, ইষ্টরূপে, মন্ত্ররূপে, ভাবরূপে যাহার কাছে যে ভাবে তিনি প্রকাশ হন।"

"মা"

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

৬ই পৌষ, শনিবার, বাং ১৩৫৮ সন—

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ বিন্ধ্যাচল হইতে মা হঠাৎ রাজগীর রওনা হইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে মাত্র সামান্য কয়েক জন লোক। প্রায় কেহই জানে না মা কোনদিকে গেলেন। আমিও মাকে মির্জ্জাপুর ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া এলাহাবাদ হইয়া লক্ষ্ণৌর দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। কাজ সমাপ্ত হইলে আমিও রাজগীরে আসিয়া মার চরণে মিলিত হইলাম। আমার সঙ্গে আসিল ব্রহ্মচারী কমল, আমেদাবাদের কান্তিভাই মুনশী, এলাহাবাদের জিতেন দাদা এবং নবাগত মার্কিন যুবক জ্যাক আঙ্গার।*

রাজগীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম মা স্থানীয় মহাবীর ধর্ম্মশালায় আছেন। প্রথমে রাজগীর কুণ্ডের পাশেই একটি ছোট ঘরে আসিয়া ২।১ দিন ছিলেন। তাহার পরে ধর্ম্মশালার কর্ত্রী নিজে বিশেষ আগ্রহ করিয়া মাকে তাঁহার ধর্ম্মশালায় লইয়া আসিয়াছেন। মার প্রতি দেখিলাম তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব। এবারই প্রথম ইনি মায়ের দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। প্রথম দর্শনের সময় হইতেই তিনি মার নিকটে থাকিয়া গেলেন। তাঁহার নানা রকম অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া মা তাঁহাকে বারবার ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি মাকে সঙ্গে না লইয়া আর ধর্ম্মশালাতে ফিরিবেন না ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। অগত্যা মাকেই তাঁহার ধর্ম্মশালাতে উঠিয়া আসিতে হইল।

ভদ্রমহিলা মহারাষ্ট্র দেশীয়া—খুব ধর্ম্মপরায়ণা এবং বেদান্তবাদী। নিজের বাড়ীতে না থাকিয়া ইনি স্বামী সহ ধর্ম্মশালার এক কোণে বানপ্রস্থী জীবনযাপন করিতেছেন। সাধুসেবাতে খুব আগ্রহ। মায়েরও যে কিভাবে সেবা করিবেন তাহা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

৮ই পৌষ, সোমবার—

আজ বিকালে একজন ভদ্রলোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন যে জপ করিয়া সমর্পণ করার উদ্দেশ্য কি?

মা বলিলেন—"দেখ, ছেলে-মেয়েরা যদি কোনও ভাল জিনিষ পায় আর যদি নিজেদের কাছে রাখে তবে উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কারণ তাহারা ত জিনিষটির প্রকৃত মূল্য হয়ত বুঝিতেই পারিল না। কিন্তু তাহারা যদি ঐ জিনিষটি তাহাদের মায়েদের কাছে রাখিয়া দেয় তবে মা উহার মূল্য বুঝিয়া উহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দেন। পরে সন্তান বড় হইলে এবং ঐ বস্তুর মূল্য বুঝিবার সামর্থ্য হইলে মা তাহাদের জিনিষ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তখন অবশ্য তাহারা উহা নানা কাজে লাগাইয়া লাভবান হইতে পারে। সেইরূপ জপ করিলেই তাহার একটি শুভ ফল আছে। কেহ জপ করিয়াই জপের ফল যদি ভগবানকে সমর্পণ করে তবে আর উহা নষ্ট হয় না। ভগবান সময় মত আবার উহার ফল তাহাকে ফিরাইয়া দেন। অর্থাৎ সে যখন দেখিতে পারে যে তাহার কামনা বাসনা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে

* ইনি প্রায় আট বৎসর হয় আমাদের আশ্রমে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেছেন। মা নাম দিয়াছেন 'জয়ানন্দ।'

তখন সে বুঝিতে পারে যে ভগবান তাহাকে জপের ফল দিতেছেন। ইহাই হইল জপ সমর্পণ।

"তাহার পর আবার দেখ, জপ সমর্পণ করিয়া ভগবানের চরণে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম কি? না, তাঁহার চরণে মাথা লুটাইয়া দিতে হয়। উহা করিলে কি হয়? না, সেবকের মাথা ও ভগবানের শ্রীচরণ এক হইয়া যায়।"

বিকালেও বেড়াইতে বেড়াইতে কি কথা প্রসঙ্গে মা বলিতে লাগিলেন—"তোমরা দুশ্চিন্তা বল না? দুশ্চিন্তা কেন হয় জান? ভগবানকে দূরে রাখিলেই দুশ্চিন্তা হয়। দুর্ব্বুদ্ধির অর্থও তাহাই। ভগবানকে দূরে রাখার নাম দুর্ব্বুদ্ধি অথবা তিনি দূরে এই যে বুদ্ধি ইহাই দুর্ব্বুদ্ধি।

"হাতে কাজ করিয়া মনে মনে তাঁহার নাম করিতে হয়। হাতের কাজ হইল মুদ্রা, ঐ মুদ্রায়ই তাঁহার নাম করা। রোগীর সেবা যা' কিছু সবই তাঁহার সেবা, তাঁহারই কর্ম্ম এই ভাবটা মনে রাখা। মানামানি নিয়াই সুখ দুঃখ কিনা। মানামানির পারে যদি যাইতে হয় তবে তাঁহাকে মান। কিন্তু তাহা না করিয়া আরও কত কিছু করিয়া রাখা হয়। অজ্ঞানের পরদা যেমন আছে, তেমনি আবার জ্ঞানের দরজাও আছে। চেষ্টা করিলে খোলা যায়। যাহার বন্ধন সেই জীব। বন্ধন থাকিলে ত দুঃখ হইবেই।"

১৫ই পৌষ, সোমবার—

আজ সকালে মা রাজগীর হইতে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোটরে বখ্‌তিয়ারপুর আসিয়া ট্রেন ধরিয়া হাওড়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে পুরীর ট্রেনে পুরী রওনা হইলাম। কলিকাতার ভক্তবৃন্দ মার সম্বন্ধে কোনও সংবাদই পাইল না।

পুরীর পথে ট্রেনে বসিয়া বসিয়াই মা বলিতেছেন —"দেখ, দিদি, গোপীবাবাকে* দেখছিলাম (বলা বাহুল্য সূক্ষ্মে)।" ঐ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিলেন। তাহা এখনই প্রকাশ করা গেল না।

১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার—

আজ ভোরে পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই মুক্তি মহারাজের একটি দুর্ঘটনার কথা জানিলাম। মুক্তি মহারাজ গতকাল এখানে পৌঁছিয়া জগন্নাথ মন্দিরে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিল ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, জ্যাক আঙ্গার ও শ্রীমতী রমা সাক্সেনা। মন্দিরে পাণ্ডাদের সঙ্গে ঘটনাচক্রে কোনও বচসা হওয়ায় পাণ্ডারা মুক্তি মহারাজকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় তাঁহার উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। মা এই সংবাদ পাওয়া মাত্র হাসপাতাল অভিমুখে রওনা হইলেন। মুক্তি মহারাজকে দেখিয়া পরে আশ্রমে আসিলেন।

১৭ই পৌষ, বুধবার—

পুরীতে মুক্তি মহারাজের সেবার ও চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা হইবে না মনে হওয়ায় মা নিজে আজ সকালে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন। সুধীন দাদা,† সোপোরী ভাই¶ এবং

* মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ।

† ডাঃ সুধীন মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অফ্ হেল্থ্। গত বৎসর আকস্মিক ভাবে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

¶ কাশ্মিরী ভক্ত শ্রীশ্যামসুন্দর নাথ সোপোরী। Deputy General Manager, Associated Cement Companies.

ডাঃ দাশগুপ্ত* সকলেই মুক্তি মহারাজের কিসে সুব্যবস্থা হইবে সেইজন্য খুবই আগ্রহান্বিত। তাঁহারাই ব্যবস্থা করিয়া প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। মা-ও নিজে সকলকে বলিয়া দিলেন—"ইহারা সাধু। ইহাদের ত আর নিজস্ব ঘর বাড়ী নাই। ইহাদের সেবার জন্য ঘরে ঘরেই ত সকলে আছে।" হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার অনিল মৈত্রের সঙ্গেও আমাদের আলাপ পরিচয় হইল। খুবই সজ্জন, অমায়িক ও সেবাপরায়ণ দেখিলাম। কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ত কথাই নাই।

২৯শে পৌষ, সোমবার—

মুক্তি মহারাজের সেবার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া মা গত ২১শে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আজ কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন—"তিনি আছেন, তাই না আমি আছি। তিনি না থাকলে আমি কই। তিনি ত আমাকে ছুয়ে আছেন। এই ভাবটা নিতে নিতে দেখবে একেবারে তিনিই। আমি যদি থাকি—সেবক সেবিকা। তাই আর দূর-বুদ্ধি রইল না। এই ভাবটা আনবার জন্য নিরন্তর জপ চাই। যতটা ইষ্টতে মন রাখবে ততই নিষ্ঠা বাড়বে। বহু দিকে মন না দিয়ে একাগ্র হতে চেষ্টা কর। ভয় ভাবনা কেন? অভয়কে ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায়?"

আবার কি কথায় কথায় বলিলেন—"দেখছি যে ব্যাপারটা কি। যখন শরীরটা একটু খারাপ বলে তোদের দৃষ্টিতে তোরা দেখিস্ তখনই তোদের সঙ্গে মেলামেশাটা বেশী করে দেখিস্। আবার যখন শরীরটা তোদের দৃষ্টিতে সুস্থ বলিস্ তখন তোরা বলিস্ ঐ দিকে **"টারন্"**। তোদের যে আলাদা ভাব আছে তাই ঐ জাতীয় কথা। এ শরীরের ত যা হয়ে যায় তাই। ওদিক-এদিক নাই। নাইও নাই—যা বল তাই। তোরা মানে তেরা-মেরা কিনা। 'তেরা-মেরাইত' তোদের ব্যারাম। প্রভু, নিত্যদাস—এই সব কথা না কিন্তু।"

আজ সন্ধ্যায় মা মুক্তি মহারাজকে দেখিবার জন্য পুনরায় কলিকাতা রওনা হইলেন।

১লা মাঘ, মঙ্গলবার—

আজ হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলেই শ্রীরামপুরের পুরাতন ভক্ত ত্রিগুণাদাদা মাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সোপোরী ভাইর গাড়ীতে শ্রীরামপুর লইয়া গেলেন। বিকালে কলিকাতায় ফিরিয়া সোজা হাসপাতালে চলিয়া গেলেন মুক্তি মহারাজকে দেখিতে। হাসপাতালে পর্য্যন্ত মার উপস্থিতিতে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এত লোকজনের ভিড় দেখিয়া ডাক্তারগণ সকলেই অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে—"কে ইনি?" আর যাঁহারা পূর্ব্ব-পরিচিত বা মায়ের নাম শুনিয়াছেন তাঁহারা আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করেন। রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায়ই আসিয়া মাকে বিনীত অনুরোধ জানান—"কৃপা করে একটু দেখে আসবেন, মা?" মা-ও তাঁহাদের কথামত ঘরে ঘরে গিয়া রোগীদের দর্শন দেন। কাহাকেও স্নেহভরে সামান্য স্পর্শ করেন। কাহারো মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেন। করুণাময়ী মা-র এই করুণাতে সকলেই যেন কৃতার্থ হইয়া যান। বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরিতে ঘুরিতে মা বলেন—"এ ও ত দেবমন্দির। রোগরূপেও ত তিনিই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতা দর্শন দিতেছেন।"

* অবসরপ্রাপ্ত Director of Health Services শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

মা মুক্তিবাবার ঘরে বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি মেম সাহেব আসিয়া মায়ের কাছে বসিলেন। রুগ্না তিনি—ভাল মত চলিতে পারেন না। একটি ঠেলাগাড়ীতে করিয়া মার কাছে লইয়া আসিয়াছে। মেম সাহেব কাতরভাবে মার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন তাঁহার ওয়ার্ডে একবার চরণধূলি দিবার জন্য।

৪ঠা মাঘ, শুক্রবার—

দুই একদিন আগের কথা। মা হাসপাতালে গিয়াছেন মুক্তি মহারাজের নিকট। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণও আজকাল প্রেসিডেন্সি হাসপাতালেই আছেন একটি অপারেশন করাইবার জন্য। যেদিন তাঁহার অপারেশন হয় সেই দিনই বিকালে তাঁহাকে দেখিবার মার একটি বিশেষ খেয়াল হইল। অপারেশনের পরে তখনও জ্ঞানলাভ করেন নাই। এই অবস্থায় কাহাকেও ঘরে যাইতে দেওয়া হয় না। মার খেয়াল; তাই ডাঃ দাশগুপ্ত মাকে নিজে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কেবিনে চলিলেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের সেবায় নিযুক্ত দুইটি নার্স ছিল। তাহাদের আদৌ ইচ্ছা নয় যে মাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু ডাঃ দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে বাধাও দিতে পারিতেছে না। অগত্যা তাহারাও মার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া খাটের দুই পাশে হাত দিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বোধ হয় উদ্দেশ্য যে মা যাহাতে রোগীকে স্পর্শ না করিতে পারেন। কিন্তু মা যে কোন ফাঁকে তাহাদের হাতের নীচ দিয়াই ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের বিছানা একটু স্পর্শ করিয়া আসিলেন তাহা কেহ ধরিতেই পারিল না।

তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাঁহাকে মার আগমন সংবাদ প্রদান করিলে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া অনেকের মুখে মাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। মা যে কি ভাবে কখন কাহাকে কৃপা করেন তাহা বুঝা কঠিন। রাধাকৃষ্ণণজী যে হাসপাতালে আছেন এবং তাঁহাকে দেখিতে যাওয়া সম্বন্ধে আমরা মাকে কেহই কিছু বলি নাই, তবু মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া আসিলেন। ইহাকেই বলে অহৈতুকী কৃপা। কে বলিতে পারে যে রাধাকৃষ্ণণজীর ভাগ্যে কি লেখা ছিল?*

মার অহৈতুকী কৃপার আরও একটি আধুনিক নিদর্শনের কথা মনে পড়িতেছে। কাশীতে একবার একটি গরীব মহিলা আসিয়া আশ্রমে আশ্রয় নিল। তাহার নাম কমলা। কিন্তু সে গোপালের সেবা পূজা লইয়া থাকে বলিয়া মা তাহার নাম দিয়াছেন "গোপালের মা।" সে আশ্রমে থাকিত বটে; কিন্তু তাহাকে আশ্রমের কাজকর্ম্ম খুব বেশী করিতে দেখা যাইত না। আমাদের সঙ্গেও তাহার তেমন আলাপ ছিল না। অথচ দেখিতাম যে তাহার উপর মায়ের যথেষ্ট কৃপা। মা একদিন আমাকে বলিতেছিলেন—"গোপালের মা লোকটা খু-ব ভাল। কাজকর্ম্মও বেশ পরিষ্কার করে কিন্তু।" মার মুখে এই সব প্রশংসার কথা শুনিয়া আমরা হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"কই? আমরা ত দেখি না।" মা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়া বলিলেন—"তা হোক্। বেচারা বড় গরীব। কেউ নেই। যা পারবে তাইত করবে।"

অপর একদিন মার শরীরটি বেশ অসুস্থ মনে

---

* ইহার পরে রাধাকৃষ্ণণজী মার নিকট আরও আসিয়াছেন এবং দিল্লীতেও তাঁহার ভবনে মাকে একবার বিশেষ আগ্রহ সহকারে লইয়া গিয়াছিলেন।

হইতেছে ; রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। হঠাৎ মার খেয়াল হইল গোপালের মার কথা। গোপালের মাকে খবর দেওয়া হইল। সে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র মা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে, আশ্রমে থাকতে কেমন লাগছে ?"

গোপালের মা মার কথায় উদাস ভাবে কি একটি জবাব দিল। মা ইহা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ্, এখানেই গঙ্গার তীরে পড়ে থাক। সাধন-ভজন করবি আর যতটুকু পারিস সেবা করবি। আশ্রমের সকলেই তোকে দেখবে, তুইও তাদের একটু দেখবি, কেমন ?" মার প্রতিটি শব্দ যেন করুণায় মাখা।

মার অসুস্থতার ভাব একটু কমিলেই মা একদিন নিজে গিয়া গোপালের মার ঘরে তাহার থাকার এবং পূজার জায়গা সব গুছাইয়া দিয়া আসিলেন। করুণাময়ী মা করুণা বিতরণে কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। না জানি গোপালের মার পূর্ব্বজন্মের কতই না সুকৃতি বলে আজ সে মার আশ্রয়ে আসিয়া মার অহৈতুকী কৃপা লাভ করিতেছে।

* * * *

১৯শে মাঘ, শনিবার—

মার সহিত কলিকাতা হইতে কাশী হইয়া আমরা কানপুর চলিয়াছি। কানপুরে একটি সাধু সম্মেলনের কথা। প্রভুদত্তজীর আহ্বানেই মা যাইতেছেন। আমরা গিয়া ডাঃ জগদীশদার বাসায় উঠিলাম।

২০শে মাঘ, রবিবার—

আজ সকালে আমরা চক্রপাণিজী ও প্রভুদত্তজীর সহিত কাশীপুর অভিমুখে মোটরে রওনা হইলাম। রাস্তা দেখিলাম খুবই খারাপ। এতটা যে খারাপ তাহা বোধ হয় প্রভুদত্তজীও জানিতেন না। অতিকষ্টে মাকে লইয়া কতকটা মোটরে কতকটা হাঁটিয়া উৎসবের স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু উৎসবের ব্যবস্থা ঠিক সুবিধাজনক মনে হইল না, তাই প্রভুদত্তজী স্বয়ং মাকে একটু পরে আবার কানপুর ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা পুনরায় জগদীশদার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের আবার দেখিয়া জগদীশদার কি আনন্দ !

২১শে মাঘ, সোমবার—

আজ আহারাদির পরেই মোটরে মাকে লইয়া লখ্নৌ রওনা হইলাম। পথিমধ্যে অনেকেই মার দর্শনের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উনাও পার হইয়া রাস্তার পাশে একটি গ্রাম দেখিয়া মা আমাকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ্ দিদি, কেমন সুন্দর গ্রামটি !

মার কথা শুনিয়া আমি চাহিয়া দেখিলাম যে দূরে গাছপালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যাইতেছে। তবে বিশেষত্ব কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আবার একটু পরে মা বলিলেন—"ত্মাখ্, ঐ গাছটি কি সুন্দর !" ইহাতে আমি বলিয়া উঠিলাম —"চল না, গাছটি দেখিয়া আসা যাক্।"

মা যেন একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন—"গাড়ী যে অনেক দূরে এসে পড়েছে।" আমি ব্যগ্র ভাবে বলিলাম—"তাহাতে কি হয়েছে ? যাই না কেন ?"

ড্রাইভারকে বলিয়া গাড়ী ফিরাইয়া লইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে ক্ষেতের মধ্য দিয়া কতকটা খোলা জায়গা আছে। গাড়ী সোজা গ্রাম পর্য্যন্তই যাইতে পারিবে।

গাড়ীটি গ্রামের নিকটে পৌঁছিতেই মা গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে ছুটিয়া একটি বাড়ীর দিকে

চলিলেন। আমি যতই মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—"মা কোন গাছটির কথা বলেছিলে?" কিন্তু মা আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়াই আমাকে আদেশ করিলেন—"গাড়ীতে যে ফুলের মালা এবং ফলের ঝুড়ি আছে ঐগুলি নিয়া আয়।"

ঐগুলি গাড়ী হইতে লইয়া আসিয়া মার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রায় ছুটিতে লাগিলাম। কিছু দূরে যাইয়া দেখি একটি বাড়ীর নিকটে জলের একটি ডোবা—তাহার পাড়ে ছোট্ট দুইটি বট ও নিম গাছ। পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মা নিকটে গিয়াই বৃক্ষ দুইটিকে এমনভাবে আদর করিতে লাগিলেন যে আমরা সকলে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। বৃক্ষের গায়ে নিজের মাথা ও মুখ লাগাইয়া লাগাইয়া মা বলিতেছেন—"আচ্ছা, তোমরা এই শরীরটাকে নিয়া এসেছ।" বুঝিলাম বৃক্ষ দুইটি বাহিরে দেখিতে সেরূপ কিছু না হইলেও—সতেজও তেমন না—পাতাও বেশী নাই—আকারও ক্ষুদ্র, কিন্তু তবু ভিতরে অলৌকিক কিছু আছে যাহাতে আজ তাহাদের উপর মার এই কৃপা।

মায়ের এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া গ্রামবাসীরা আসিয়া আমাদের চারদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই গ্রামটির নাম কি?"

উত্তর হইল—"ভবানীপুর।"

মা—"এই গাছ দুইটি কে লাগাইয়াছে?"

জনৈক গ্রামবাসী—"দ্বারকা।"

প্রশ্নে জানিলাম মালিক বাসায় নাই। সকলে তাহার স্ত্রীকে দেখাইয়া দিল। মা বৃক্ষ দুইটির নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এই গাছ দুইটিকে তোমরা যত্ন এবং পূজা করিও। তোমাদের ভাল হইবে।"

এই বলিয়া মা সঙ্গের মালাগুলি সব বৃক্ষ দুইটির উপরে নিজ হস্তে সাজাইয়া দিলেন। সঙ্গের ফলগুলিও উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলাইতে লাগিলেন।

বাড়ীর কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মেয়ে আছে?"

বেচারা এ সব কিছুই বুঝিতেছে না। গ্রাম্য স্ত্রীলোক, মাথায় এক হাত ঘোমটা। মার এই সব কার্য্যকলাপ দেখিয়া যেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা তাহাকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিলেন—"তোমাকে আমি মা করিয়া গেলাম; এইটা তোমার মেয়ে।"

মোটর অভিমুখে ফিরিতে ফিরিতে মা বলিলেন—"নিম আর বট। হরি হর।"

আমি বলিলাম—"গাছ দুইটির বুঝি এই নামকরণ হল? বেশ ত!"

মোটরের নিকটে আসিয়া দেখি সেখানেও লোকের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের ভাল করিয়া বলিয়া দিলাম—"গাছ দুইটির তলা তোমরা লেপিয়া রাখিও।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা ভগবানের নাম কর ত? রোজ ত পারিবে না। তবে মাঝে মাঝে ঐ গাছ দুইটির তলায় একটু পূজা ও ভজন কীর্ত্তন করো।"

মোটর চলিল। গাড়ীতে বসিয়া মা বলিতে লাগিলেন—"ত্যাখ্, কি আশ্চর্য্য! ঐ গাছ দু'টি যেন মানুষের মত এই শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল।

গাড়ীটা চলছিল কিন্তু দেখছিলাম যে উহারা এই শরীরের বুক পিঠ আটকাইয়া পিছনের দিকে টানছে। এরূপটা কিন্তু আর কখনও হয় নাই।"

আমরা মাকে অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম যে ঐ বৃক্ষ দুইটি কে ? কিন্তু মা কোনও স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। এই রহস্যের প্রকাশ আদৌ কখনও হইবে কিনা তাহাও বলা কঠিন। মায়ের প্রতিটি ছোটখাট কার্য্যকলাপের মধ্যেও যে কত নিগূঢ় রহস্য লুকান থাকে—কত অলৌকিক সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে তাহার কতটুকু আমরা জানিতে পারি ?

"বিদেশে থাকা হবে অথচ বিদেশের কষ্ট হবে না এ কি করে সম্ভব ? আপন সেই স্বদেশে—স্বভাবে আপনাকে পাওয়ার চেষ্টা করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। স্বদেশ মানে যেখানে শোক, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষের প্রশ্ন নাই।"

"মা"

"মা হারিয়ে মা পেয়েছি"

গোপাল

মাগো,

এই সব স্মৃতি বিস্মৃতির অতল গর্ভে সুপ্ত ছিল। অন্নচিন্তার কুয়াশা অন্য সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ক্ষ্যাপার এ সব ক্ষ্যাপামী সময় সময় একজনকে বলতাম। সে এ সব শুনে বলতো—

"এগুলো সব লেখনা কেন?"

দুটো কারণ। পণ্ডিতেরা বলেন, "তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।" দেখনা এইজন্যই তো গোমড়া মুখো হয়ে থাকি, পাছে ধরা পড়ে যাই। আমার বিদ্যার বহর তো আমি জানি! তা ছাড়া "শতং বদ মা লিখ।" মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করবার কথার ফাঁকে রাস্তা থাকে। আঁচড় কাটলে উপায় নাই।

"জানই তো বাংলা লিখতে আমি গবুরাম। আমার চিঠির বানান ভুলে তুমিই তো কত হেসেছ। হ্যাঁ, তবে পড়াও তো আমি খুব ভাল মনযোগী ছাত্র হব।" "থাক, তর্কবাগীশ মশায়, তোমায় আর লিখতে হবে না।"

তারপর মা, মাগো, তুমিই তো এ মূক মূর্খকে বাচাল করলে। লেখনী আঁচড় কেটেই যাচ্ছে তো কেটেই যাচ্ছে। কি যে লিখি জানি না। তোমায় মনের কথা জানাতে কথাগুলি যেন সব সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিশুর অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত মার কাছে লিখে যেন আর সাধ মিটছে না।

তাইতো মা এ ছেলের অন্যায় আব্দার ও জিদ। আমার লেখা তোমায় শুনতেই হবে। তোমার শোনা হয়ে গেলেই আমার তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে কানায় কানায়। তারপর—তারপর ও লেখার কোন মূল্য আমার কাছে নাই।

ছেলেকে আদর দিয়ে লাই দিয়েছ, এবার ভোগ। হাস, বিরক্ত হও বা রাগই কর, অর্থ থাক আর নাই থাক্, আমার লেখা তোমায় শুনতেই হবে। নইলে কেঁদে কেটে অনর্থ করব বলে দিচ্ছি! তখন কি করবে?

তুমি বললে হরি, হর, রাম। ধীরে ধীরে যেন মনের কুয়াশা কেটে লুপ্ত প্রায় স্মৃতি জেগে উঠল। তাই মা এ ক্ষুণ্ণ জীবনের তিনটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তোমায় লিখে জানাচ্ছি।

বৃন্দাবনে—হরি।
মহাকালে—হর।
পম্পা সরোবরে—রাম।

মাগো,

আমার লেখা পড়ে,
স্নেহ বিগলিত করুণা নয়নে
আমা পানে শুধু চাহিও।

তুমি নিশ্চয়ই জান না। শুনলে তোমার নিশ্চয়ই খুব হাসিও পাবে, কৌতুকও হবে। একবার আমিও বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, খালি দিন ভরই ছিলাম। কিন্তু মনের গোপনে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের গোপালের দেখা পাইনি।

মহারাজা কাশীনরেশের চিকিৎসক ছিলেম—সেই হিসাবে চাকরও ছিলেম। মহারাজা তীর্থযাত্রা

করতে বেরিয়েছেন। শরীর অসুস্থ। তাই ডাক্তারও সাথে। মোটর করে মথুরা থেকে বৃন্দাবন। আমিও সঙ্গে। এলাম বৃন্দাবনে। চাকরী বজায় রাখতে, বৃন্দাবনের কৃষ্ণের খোঁজে নয়; তবুও মনের গোপনে ভাবছিলাম বৈকি; মন্দ কি এক ঢিলে যদি দুই পাখী মরে, তবে কি মজাই হবে। চাকরিও বজায় রাখলাম আর ফাঁক তালে আমার চিরারাধ্য গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যদি হয়েই যায়, তবে তো সোনায় সোহাগা।

বৃন্দাবনে পৌঁছে মন্দিরের বিশালতা ও পাথরের কারাগার তুল্য ইমারৎ দেখে তো ঘাবড়েই গেলাম। আমার গোপালকে ওরা পাথর করে ঐ মন্দিরের কারাগারে বন্ধ করে রেখেছে। আমার ধ্যান ধারণার গোপাল, যে মাঠে ঘাটে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়, যে গোষ্ঠে যায় গরু চরাতে, পায়ের নূপুর ঝুনুর ঝুনুর বাজিয়ে যে যমুনার জলে ঝাপিয়ে স্নানার্থীদের ক্ষ্যাপায়; যে স্নানার্থীদের বস্ত্র হরণ করে, কদমগাছের ডালে বসে বাঁশী বাজায়; যে কুঞ্জকাননে নাচে গায়, আবীরে কুঙ্কুমে হোলির গীতি বাজায়; যে কদমের মালা গলে, ময়ুর পাখার ঝুটি মাথায় দোলনায় দুলে রাসের রস মাধুর্য্য প্রেম বিলায়। যাঁর বাঁশীতে কূলবধূ আত্মহারা, দিশাহারা, কুলকলঙ্কিনী; যে ক্ষীর, সর, ননী চুরি করে মাকে রাগায়; আবার মার শাসন, বন্ধনভয়ে মার কোলে ঝাপিয়ে পড়ে, চোখের জলে মার কোল ভাসিয়ে দেয়।

সেই চির চঞ্চল, লীলা সুন্দর, রসিকের চূড়ামণি, পাথর হ'য়ে বন্ধ হয়ে আছে পাথরের মন্দিরে!! থমকি থমকি চালে পায়ের নূপুর বাজে না? রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজে না? না, না, এ আমি মানি না। আমার মন এতে কিছুতেই সায় দেয় না।

রূপে, রসে, গন্ধে, গানে, বরণে,
পরশে, মধুর বাঁশরীর তানে,

আমি তাঁকে চাই। ও শুষ্ক পাথরের রূপ আমি দেখব না, দেখতে চাই না। ওতে ব্যথাই পাব। আমার গোপালের ও বন্ধনে কান্নাই আসবে যে।

মহারাজা সদল বলে, মন্দিরের পূজারী নির্দ্দেশিত পথে বৃন্দাবন-কৃষ্ণের খোঁজে গেলেন। সাথে কত উপঢৌকন, মালা, ভোগ, নৈবেদ্য। আরতি মন্ত্রে চারিদিক গমগম্ করতে লাগল।

আর আমি এই ফাঁকে যমুনার তটে বাঁধা ঘাটে গিয়ে বসলাম।

বৃন্দাবন প্রাণ,

খুঁজব কোথায় বল তোমায়
নয়ন অভিরাম?
বলবে কিগো, বলবে আমায়
কোথায় তব ধাম!

যশোমতি কোন আঙ্গিনায়
লয়ে মাখন ননী
ডাকতো "গোপাল" বেলা হ'ল আয়
আয়রে যাদুমণি?

যেতে কোথায় পায়ের নূপুর
বাজিয়ে রুনু ঝুনু!
লুটিয়ে কোথায় পড়ত বিধুর
যাচতো পদরেণু।

কোন গোঠেতে রাখাল রূপে,
বাজিয়ে যেতে বেণু?
কই সে বেণু যার সুরেতে
ভুলতো তৃণ ধেনু?

রাধারাণী কবে কোথায়
করল দরশন ?
বিনা দ্বিধায় এক লহমায়
সঁপল প্রাণ মন।

বৃন্দাবনের কোন কাননে
ঝুলতে ঝুলন ঝোলা ?
ব্রজগোপী কোন সে গানে
দুলিয়ে দিত দোলা ?

যমুনারি কোন তটেতে
করতে জলকেলি ?
কোন বীথিতে ফাগুন প্রাতে
খেলতে তুমি হোলি ?

কোন রূপেতে আসবে তুমি
বুঝতে মোরে দিও,
হারাই যদি সকল বাণী
সেবক ক'রে নিও।

বসেই রইলাম, বসেই রইলাম।

সজাগ কর্ণ, অপলক দৃষ্টি, পাছে কাছে এসে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

কতক্ষণ ছিলাম হুঁস নাই।

হঠাৎ ডাক শুনে চেতনা যেন ফিরে এল।

"ডাক্তারবাবু চলুন, মহারাজা ডাকছেন।"

বুঝলাম ডাকটা প্রাণের মহারাজার না, চাকরীর মহারাজার।

এও বুঝলাম চতুরের শিরোমণি এত সহজে কি ধরা দেয়।

মনে মনে যে অভিমান হয়নি, তা নয়। তোমার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে মা। আত্ম সচেতন পদমর্য্যাদায় না থাকলে হয়ত কেঁদেই ফেলতাম। কিন্তু মনে মনে নালিশ রয়েই গেল।

আচ্ছা বাপু ক্ষণিকের দেখাটা দিলে দোষ কি হ'ত? আমি ত কিছুই চাইতে আসিনি। শুধু একটু এক পলকের চোখের দেখা, এই তো? কি জানি, মনটায় যেন কি একটা আকুলতা উছলে পড়তে চাইছিল।

"ডাক্তার সাহেব, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? মন্দিরে তো আপনাকে দেখলাম না। পরিক্রমাতেও ত আপনি ছিলেন না? শেষটায় আপনাকে খুঁজতে লোক পাঠাতে হ'ল। নিন পূজার প্রসাদ খান।"

একটু ঝুঁকে মহারাজাকে নমস্কার করলাম। গলাটা আটকে যাচ্ছিল, মনটা বিভ্রান্ত, ঠিক উত্তর মুখে জোগালও না, বলতেও পারলাম না। অন্তরটা তখন বিদ্রোহী পুরো মাত্রায়। উত্তর নিষ্প্রয়োজন। মহারাজাও তখন কৃতার্থতার আনন্দে বিভোর আমার বেয়াদবিটা লক্ষ্য করলেন না।

মালিকের হুকুম তালিম করতেই হোল। দেখান নম্রতায় অঞ্জলি হাতে প্রসাদ নিলাম।

চারিদিকে তখন প্রসাদের জন্য হৈ হুল্লোড়। রাজা, সভাসদ, পূজারী, পাণ্ডা, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, গেরুয়াধারী ভিক্ষুক, সে এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। এই ফাঁকে প্রসাদের ঠোঙ্গাটা পকেটে পুরে চত্বরের বাইরে এলাম।

তুমি ত জান মা আমার কুকুরজন্মের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তাই সারমেয় জাতির প্রতি আমার একটা জ্ঞাতিসুলভ মমতা আছে। সারমেয়ের খাদ্যাখাদ্য বিচারের অভাব, সারমেয়ের লোলুপ দৃষ্টির কিছুটা এখনও গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। একটা ক্ষুধার্ত্ত কুকুর আমার ঠোঙ্গাটার

দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। পাথরের ঠাকুর প্রসাদ খান না। মনগড়া প্রসাদে আমার ভক্তি কোন কালেই ছিলো না। তার উপর মন তখন অভিমানে টাই টম্বুর। সব প্রসাদটাই কুকুরটাকে দিয়ে দিলাম। ও যা হাবুর হুবুর করে খেল, তাতে মনে যেন অগাধ তৃপ্তি পেলাম। কি জানি ও যদি বা আমার মত উদ্ধার হয়ে মানব জন্ম পেয়েই যায়।

সেই থেকেই তোমায় বলছি মা, আজ এত বছর হয়ে গেল, আর ও ঠাকুরের ধারে, পাশেও যাই নি।

সেদিন তোমার একটা কথায় যেন একটা নতুন আলো দেখতে পেলাম।

"বাবা জান না ভাবের ঠাকুর"

তাইতো, আমি ফাঁকি দিয়ে বাজীমাৎ করতে চাইছিলাম। "ভাবের ঠাকুর" সব জানতে পেরেছিলেন—দেখা—দেখা দেবেন কেন?

আমি ওঁকে দেখতে তো আর বৃন্দাবন যাইনি— ফাঁকতালে কাজ সারতে চেয়েছিলাম।

হঠাৎ ভুলটা যেন ভাঙ্গল। পুঞ্জীভূত অভিমানও জল হয়ে গেল। "ভাবের ঠাকুর" তো ঠিকই করেছিলেন। "ভাবের ঠাকুরের" বিচারে ভুল নাই। "ভাবের ঠাকুর" দেখলেন আমি শিশুকাল থেকেই, মন, প্রাণ দিয়ে কিসের ক্ষুধায় কেঁদেছি। আমাকে তাই দিলেন।

মাগো, তোমায় পেলাম। আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। মাগো তুমি তো জান,

মাতৃস্নেহ লাগি কত যে কেঁদেছি
করেছি মা হা হুতাশ।
মরমের ব্যথা গুমরি রেখেছি,
চাপিয়া দীরঘ শ্বাস।

শিশুমন চাহে মাতৃস্পর্শ সুখ
মার কোল ভালবাসে,
তৃপ্তি পায় মার বুকে রাখি মুখ,
মধুমাখা হাসি হাসে।

বাৎসল্য প্রেমের মধুর শুচিতা
শেখায় চিত্তশুদ্ধি,
মাতৃমুখবাণী অমৃত বারতা,
জাগ্রত করে বুদ্ধি।

অভাগা আমি যে জন্মমাতৃ-হারা,
মাগি মা তোমার চরণে,
বরষিয়া কৃপা করুণার ধারা
লও মা আমারে শরণে।

জন্মাষ্টমী উৎসবে শ্রীশ্রীমা *

ব্রহ্মচারিণী তারা

আশ্রমের প্রতি উৎসবেই মায়ের উপস্থিতি সকলের কাম্য। আগে প্রতি বছর ঝুলন জন্মাষ্টমীতে আমরা মাকে নিয়ে কতই না আনন্দ করতাম। সকলেই জানত এই উৎসবে মা বোধ হয় কাশী আসবেনই। কিন্তু বছর দুয়েক হ'ল মাকে আর তেমন পাওয়া যায় না। কখনও ঝুলনে থাকেন তো জন্মাষ্টমীতে থাকেন না। এবারও মা ঝুলনের দিন কয়েক আগেই চলে গেলেন দিল্লীতে। আমাদের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ঝুলনে তো পাবই না—জন্মাষ্টমীর আশাও ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু তবুও মনে আশার রেশ একটু থেকে যায় বৈকি ?

তিনি ত নাকি ভক্তের অধীন। এই সব ভেবে আশায় বুক বেঁধে সকলে মিলে মায়ের কাছে গেলাম। মা তখন শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীগোপালজীর মন্দিরও পাশেই। আমরা গোপালজীর সম্মুখেই মাকে একজন একজন ক'রে জন্মাষ্টমীতে আসার জন্যে প্রার্থনা জানালাম। মা মৃদু হেসে বললেন—"তোমরা আনালে নিশ্চয়ই আসব।"

এই রকম কথা মা ত অনেক সময়ই বলে থাকেন। আমাদের মন তাই ভরল না। দোমনা হ'য়ে রইলাম।

হঠাৎ গোপালজী করে বসলেন এক লীলা! তাঁর লীলার ত শেষ নেই। তিনি বায়না ধরলেন রূপার মুকুট পড়বেন না। চাই সোনার মুকুট! বেছে বেছে আমাদের অধ্যাপিকাদের মধ্যে একজনের কাছে তাঁর বায়না জানালেন। শুধু কি এতেই শেষ? না, বিশ্বাস জাগাবার জন্য বিছানায় গিয়ে একদিন পদধূলিও দিয়ে এলেন।

আমরা তো অবাক, হতবাক্! কোথাও যে ধূলার চিহ্নমাত্র নেই! অথচ বিছানায় একজোড়া ধূলাধূসরিত টেপা টেপা ছোট্ট পায়ের ছাপ। এত ছোট্ট মেয়ে আশ্রমে কেউই নেই। সকলে ভাবতে লাগল এ রহস্যের পশ্চাতে তবে কি? ধীরে ধীরে এই বার্ত্তা গেল মায়ের কাছে।

এরই মধ্যে মার অনুপস্থিতিতে কোনও ভাবে ঝুলন উৎসব শেষ করা হল। তখনও আমাদের মনে আশার প্রদীপ জ্বলে ওঠেনি। মাকে আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়ে পত্রও লিখেছি। মার মুখেও ত শুনেছি—"প্রাণের আবেদন নিবেদন সব তাঁর কাছেই জানান।" কিন্তু তবু কোন আশার বাণী তখনও আসেনি। ভাবছিলাম তবে কি নিবেদন পৌছল না?

অকস্মাৎ জন্মাষ্টমীর কয়েক দিন আগে সুসংবাদ এলো মা আসছেন কাশীতে। আনন্দে আমরা আত্মহারা হ'য়ে গেলাম। হাঁা, তাহলে তিনি সত্যই আমাদের প্রাণের আবেদন শুনেছেন। মায়ের আগমন বার্ত্তা শুনে আমরাও সাজাবার কাজে লেগে গেলাম পূর্ণোদ্যমে। জন্মাষ্টমীর মাত্র দু'দিন বাকী! রেণুদিকে মা আগের থেকেই এখানে থাকতে বলে

* কাশীধামস্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের একটি অল্প বয়স্কা ছাত্রী কর্তৃক লিখিত। —সম্পাদক।

গিয়েছিলেন। মনপ্রাণ দিয়ে উৎসবটিকে পূর্ণাঙ্গীন ভাবে সুন্দর করবার জন্য তাঁর কি উৎসাহ!

জন্মাষ্টমীর আগের দিন মা এলেন কাশীতে। মায়ের শুভাগমনের শঙ্খ বেজে উঠল। পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল উপর থেকে। আশ্রমপ্রাঙ্গণ ভক্তজনে পরিপূর্ণ। মায়ের আগমন বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরময়।

মা এসে ঢুকলেন কন্যাপীঠ ভবনে। হাসি হাসি মুখখানি। বেশ মিষ্টি করে সকলকে বলতে লাগলেন—"জন্মাষ্টমীতে ওরা আমাকে আনিয়েছে কিনা তাই আগের থেকেই সাজিয়ে রেখেছে।"

উঠানে ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। ফুলের গাছ এদিক ওদিকে সাজিয়ে দিলেন। তারপর ওপরে গিয়ে বেশ জোর গলায় বললেন (মৃদু মৃদু হাসি মুখে) —"কিচ্ছু সুন্দর হয়নি। একেবারে থার্ডক্লাস। থার্ডক্লাস।"

আমরা তো রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। কি করা উচিত বুঝতেই পারছি না। মন খারাপ করব, না, যাতে আরো ভালো হয় সেই চেষ্টাই করি।

প্রশংসা শুনতে সকলেই ত ভালবাসে। বিশেষ করে মায়ের মুখের প্রশংসা সে তো আরো কত মধুর।

রাত্রিতেই উঠে পড়ে লেগে গেলাম সকলে মিলে আলপনা দিতে। সব কিছু নিখুঁত করবার প্রচেষ্টা চলতে লাগল সেই থেকেই। মার উপস্থিতিতে কোথাও খুঁত রাখবার তো উপায়ই নেই। হঠাৎ একবার মা চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে ঢুকে অসমান একটি চৌকির দিকে তাকিয়ে বললেন—"এটাও বুঝি তোদের একটা আর্ট?" এই রকম কত রঙ্গ রস করে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে মা আমাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। অবশেষে সাজান পূর্ণাঙ্গীন হ'য়ে উঠল মায়ের অনুগ্রহে ও রেণুদি, বীথুদির অক্লান্ত প্রয়াসে।

জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথি·········

দিনের আলো নিভে গেল। সুসজ্জিত রং বেরং এর লাইট জ্বলে উঠল জ্বল্ জ্বল্ করে। জন্মাষ্টমীর সেই শুভ মুহূর্ত্ত এগিয়ে আসতে লাগল। মা তখন আমাদের ঠাকুর ঘরে বসে ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—"ঠিক ১২টা বাজতে ১০ মিনিট আগে যেন শঙ্খধ্বনি করা হয়। যিনি তোমাদের প্রিয়, ইষ্ট, আত্মা, প্রাণের প্রাণ আজ ঐ সময় তিনি প্রকট হয়েছেন। তার কথা শান্ত হ'য়ে বসে ভাবা।"

শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মা দোতলায় গোপালজীর মন্দিরে এসে দশ মিনিট নিথর, নিশ্চল, হ'য়ে বসে রইলেন গোপালজীর দিকে তাকিয়ে।

মনে মনে ভাবছিলাম গোপালজীর আবদার ও যিনি মুকুট বানিয়ে দিয়েছেন তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা, এই দুয়ের সমন্বয়েই তো মার এবার কাশী আগমন। তাই আজকের দিনে সেই সোনার মুকুটই যেন প্রধান হ'য়ে উঠেছে। মায়ের উপস্থিতিতে গোপালজীকে রকমারী সাজে সাজান হচ্ছে। সকলেই উৎসুক হ'য়ে তাকিয়ে রয়েছেন মা কখন নিজের হাতে মুকুটটি পড়িয়ে দেবেন। কুচকুচে কালো কপালে টুকটুকে সুন্দর সোনার মুকুটের শোভা সেও এক অপরূপ দৃশ্য! রকমারী ভাবে গোপালজীর ছবি তোলা হচ্ছে ক্যামেরার সাহায্যে। গোপালজীকে কোলে বসিয়ে মায়েরও কয়েকখানা তোলা হল। অতি সন্তর্পণে মা ধরে রেখেছেন গোপালকে।

গোপালজীর পূজা সুরু করিয়ে দিয়ে মা সমস্ত

আশ্রমটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব সাজান হয়েছে যমুনা, নৌকাবিলাস, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা আরো কত কি ! মা নিজে বলে দিলেন—নিধুবন, কুঞ্জবন সব লিখে টানিয়ে দিতে। স্থানও নির্ধারিত করে দিলেন। মা আবার চলে গেলেন গোপালজীর মন্দিরে। এমনি করে জন্মাষ্টমীর উৎসব-মুখর রাত কেটে গেল।

তরুণ রবি উদয় হলেন পূর্বাচলে গঙ্গার অপর পারে। আজ নন্দোৎসব। আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন। ছোট মেয়েরা সকলে মার সম্মুখে লীলা ও কীর্ত্তনাদি করল। মাও মধ্যে মধ্যে আনন্দে যোগ দিচ্ছিলেন। মেয়েরা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে দই-এর ভাঁড় ভাঙ্গল। মা দই ছিটিয়ে ছিটিয়ে মেয়েদের সাথে আনন্দ করতে লাগলেন।

তারপরেই গান ধরলেন নিজ হতে—

"শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।"

ঝম ঝমে কীর্ত্তনের সঙ্গে দই ছোড়াছুড়িও বেশ জমে উঠল। সে আনন্দ অনুভবের বস্তু, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। এরই মধ্যে এক ফাঁকে মা কখন একটি মালা বীথুদিকে পড়িয়ে দিলেন এবং 'কর্মকর্ত্তাকে দিও' বলে আর একটা মালা তাঁর হাতে দিলেন রেণুদিকে দেবার জন্যে। বলা বাহুল্য যে, রেণুদি এবং বীথুদির অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও উৎসাহে-ই আমাদের সাজানো গুছান এত সুন্দর হয়েছে। মার মুখেই শুনলাম—"সাজানো বেশ সুন্দর হয়েছে। ফাস্‌ক্লাস ! ফাস্‌ক্লাস ! ফাস্‌ক্লাস !"

"ধন জন যৌবন যেখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি দরিদ্রতাও সেখানে। এ সব ভোগ করতেই হবে। এই জায়গায় নিরাময়—আরামের স্থান নাই। ব্যারাম পদে পদে।"

"মা"

অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতি

আমাদের বহির্ম্মুখী জীবনধারাকে অন্তর্ম্মুখী করিতে হইলে লক্ষ্যবস্তুকে সর্ব্বদা দৃষ্টির সম্মুখে রক্ষা করিয়া যথাশক্তি উহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য কায়মনবাক্যে চেষ্টা করা আবশ্যক। এই চেষ্টা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত সাধনা।

ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মবিস্মৃত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে যথাসম্ভব আত্মস্মৃতির উদ্দীপনা। নিজ নিজ গুরু, উপদেষ্টা অথবা বিবেকের প্রদর্শিত মার্গে ক্রিয়া, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি যে কোন উপায়ের ভাবাত্মক অথবা ক্রিয়াত্মক অনুশীলনই এই সাধনার স্বরূপ। ইহাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহার অভ্যাস আবশ্যক। অভ্যাস অবিচ্ছিন্ন না হইলে অখণ্ডতার উদয় সম্ভবপর নহে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের জীবনেই এই অহোরাত্রব্যাপী ভগবৎস্মৃতিধারা সংরক্ষণের কার্য্য যে কোন ভাবেই হউক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সামূহিক প্রচেষ্টার প্রভাব ব্যক্তিগত সাধনার উপর পতিত হইলে ভগবৎ অনুগ্রহে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

এইজন্য আমাদের মনে হয় আমরা যদি প্রত্যেকে অহোরাত্রের (২৪ ঘণ্টার) মধ্যে ১৫ মিনিট সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভগবৎচিন্তা বা আত্মচিন্তাতে নিয়োগ করিবার ভার গ্রহণ করি এবং যদি এই প্রণালীতে দিবারাত্রির সমস্ত সময় সমষ্টিভাবে ভগবৎ স্মৃতির জন্য অর্পিত হওয়া সম্ভবপর হয় তাহা হইলে অভীপ্সিত অবিচ্ছিন্নতা লাভের আশা অমূলক নহে। যিনি নিজের জন্য যে সময়ের কর্ম্মগত দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে প্রতিদিন সেই সময়টি রক্ষা করিতে হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সময়ের পরিবর্ত্তন অথবা কোনদিন নিত্যকর্ম্মে অনুপস্থিতি চলিবে না। কারণ তাহা হইলে অহোরাত্রের অখণ্ডতা ভগ্ন হইবে।

এইভাবে ভগবৎ স্মৃতির অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে অন্ততঃ ৯৬ জন কর্ম্মী আবশ্যক, কিন্তু ইহা ন্যূনতম সংখ্যা এবং ইহার উপর নির্ভর করাও অনুচিত। কারণ দৈবদুর্ব্বিপাকে অথবা লৌকিক বাধাবিঘ্ন বশতঃ কেহ কোন দিন কার্য্যে নিরত হইতে না পারিলে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় শূন্য থাকিবে। এইজন্য আমাদের মনে হয় প্রতি ১৫ মিনিট সময়ের জন্য একজনের পরিবর্ত্তে অন্ততঃ ৫ জন কর্ম্মী নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ভাল হয়। এই হিসাবে সর্ব্বসাকুল্যে অন্ততঃ ৪৮০ জন কর্ম্মী আবশ্যক।

এই জাতীয় প্রস্তাব শ্রীশ্রীমায়ের নিকট করা হইলে তিনি ইহা আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন এবং বলেন, "আপনাতে অখণ্ড মহাদানে, অখণ্ড আহুতিতে অখণ্ডযজ্ঞ স্বয়ংপূর্ণ।" যাহাতে এই প্রচেষ্টায় সকলেই যোগদান করিতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে বলেন। এই সম্বন্ধে মা আরও বলিয়াছেন, "তোমরা সকলে যে পনর মিনিট সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া নাম করিতে চেষ্টা করিতেছ ইহা আনন্দের কথা। এই উপলক্ষ্যে সাময়িক বাধা বিঘ্ন যাহাতে অতিক্রম করা যায় তাহার জন্য উৎসাহ রাখা। দিনরাত্রির মধ্যে এক সঙ্গে পনর মিনিট সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভগবানের নামে চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করা। যে সময়টা নেওয়া

তাহা যেন আর বদল করা না হয়। সময়ের স্থিরতা রাখিয়া সে সময় কেবল তাঁহার চিন্তার জন্য রাখা। কর্ম্মঝঞ্ঝাটে যদি ঐ পনর মিনিট সময় একান্তে থাকা অসাধ্য হয় তবে ঐ সময় ঘরে বাহিরে, শোয়া বসায়, রোগে শোকে, সেবা শুশ্রূষায়, রান্না পরিবেশনে, শুচি অশুচিতে, যে কোন অবস্থায় তাঁহাকে অন্তরে চিন্তার ভিতর রাখিয়া ব্যবহারিক কর্ম্মাদি মৌন থাকিয়া যথা প্রয়োজন নির্ব্বাহ করা। সঙ্কল্প স্থির না হইলে কোন কাজই হয় না এবং সংস্কার মুক্ত হওয়া যায় না। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া উহা পালন করিবার চেষ্টা করা। আনন্দ উৎসবে কিংবা আকুলতা ব্যাকুলতায় এই পনর মিনিটের নাম যাহাতে অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিতে পারে তাহার জন্য প্রত্যহ অভ্যাস এবং নিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া দরকার। পাখীরা যেমন কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে বারমাস যথানিয়মে যথাসময়ে ডাকিয়া উঠে, অভ্যাস বলে তোমাদেরও যেন সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজেদের সঙ্কল্পিত ঐ পনর মিনিট সময়ের নাম হইয়া যায়। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। অনিত্য কোলাহলের মধ্যে নিত্যানন্দকে যথাসময়ে নিত্য ডাকিবার জন্য ঐ পনর মিনিট সময় ঠিক করিয়া রাখা। যত বেশী সময় এদিকে দেওয়া যায় ততই ভাল, কারণ লক্ষ্য হইল অখণ্ডভাবে তাঁহাকে স্মৃতির মধ্যে রাখা। এ দেহ ত তোমাদিগকে বাবা, মা বন্ধু ইত্যাদি বলে, তোমাদের নিকট এই পনর মিনিট সময়ের জন্য এ দেহের আবদার। আপন জনের আবদার ত সকলেই আনন্দের সহিত পূরণ করিয়া থাকে। আর যাহারা এ দেহকে পর মনে করে তাহাদের নিকট এই পনর মিনিট সময় এ দেহের ভিক্ষা।"

মায়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা সকলকে জানাইতেছি যে যাঁহারা যাঁহারা এই ১৫ মিনিটের নাম বা ধ্যান ইত্যাদিতে যোগদানেচ্ছু তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এবং জপধ্যানাদির সঙ্কল্পিত নির্দ্দিষ্ট সময়টা আমাদিগকে জানাইবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের নাম ঠিকানা ইত্যাদি আশ্রমের রেজিষ্টারীভুক্ত করা যাইবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতিরক্ষা কার্য্যে যোগ দিতে পারেন।

অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির কার্য্য সঠিকভাবে চলিতেছে কিনা তাহা নির্ণয়ার্থে আমরা প্রত্যেক ব্রতীকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রারব্ধ কার্য্য এবং সময় যথাযথভাবে রক্ষিত হইতেছে কিনা তাহা যেন তাঁহারা কাশীর আশ্রমে প্রতি বৎসর চারিবার করিয়া জানান। তাহা হইলে আমরা আবশ্যক স্থলে নূতন ব্রতী সংযোগ করিয়া অখণ্ড ভগবৎ স্মৃতির অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। বৎসরে যে যে তারিখে উক্ত সংবাদ দিতে হইবে তাহা হইল এই—

(১) ১৯শে বৈশাখ (শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম তারিখ)
(২) ঝুলন পূর্ণিমা
(৩) কার্ত্তিক পূর্ণিমা বা রাস পূর্ণিমা
(৪) পৌষ সংক্রান্তি
(অখণ্ড মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির তারিখ)

চিঠি লিখিবার ঠিকানা :—

শ্রীপানু ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তবৃন্দ।
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম,
ভাদাইনী, বারাণসী।

সংযম সপ্তাহ মহাব্রত

পরম আনন্দের সংবাদ এই যে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী ১৫ই এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত নবম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত আত্ম-বিজ্ঞান ভবন, রামনগর, হৃষিকেশে অনুষ্ঠিত হইবে।

সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের উদ্দেশ্য নিজকে জানা, আপনাকে পাওয়া—সর্ব্বতোভাবে সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ইত্যাদি পালন দ্বারা স্ব স্ব আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনের চেষ্টা এবং সঙ্ঘের সভ্য ও অন্যান্য সকলের আত্মোন্নতির অনুকূলতা সম্পাদনের জন্য সেবা।

সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের সময়ে মা হৃষিকেশে উপস্থিত থাকিবেন আশা করা যায়।

সংযম সপ্তাহে যোগদানেচ্ছু ব্রতিদিগকে উৎসবের ১৫ দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের আগমন সংবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিতে হইবে :—

স্বামী পরমানন্দ,
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভদৈনী, বারাণসী।

দৈনন্দিন সাধন-ধারা

সকাল—

৪-৪৫	শয্যাত্যাগের ঘণ্টা।
৫-৩০ হইতে ৬টা	ঊষা কীর্ত্তন।
৬টা হইতে ৭-৩০	নিজ নিজ নিত্যকৃত্য সাধন ধারা।
৭-৩০ হইতে ৭-৫০	বেদপাঠ।
৭-৫০ হইতে ৭-৫৫	কীর্ত্তন।
৮টা হইতে ৯টা	মায়ের উপস্থিতিতে ধ্যান জপ।
৯টা হইতে ৯-৫	কালোপযোগী কীর্ত্তন।
৯-৫ হইতে ১০টা	সমবেতভাবে গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদ পাঠ।
১০টা হইতে ১১-১৫	ঈশ ও অন্যান্য উপনিষদের ব্যাখ্যা।
১১-১৫ হইতে ১১-৩০	কীর্ত্তন।

বৈকাল—

২-৪৫ হইতে ২-৫৫	কীর্ত্তন।
৩টা হইতে ৪টা	মায়ের উপস্থিতিতে সমবেত ধ্যান জপ।
৪টা হইতে ৫টা	পদ্মপুরাণের ব্যাখ্যা।
৫টা হইতে ৬টা	মহাত্মাগণ কর্তৃক ভাষণ।

সন্ধ্যা—

৬টা হইতে ৭টা	নিজ নিজ নিত্যকৃত্য সাধন ধারা।

রাত্রি—

৭টা হইতে ৭-৩০	আশ্রমের নিত্য কীর্ত্তন।
৭-৩০ হইতে ৮-৪৫	হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন।
৮-৪৫ হইতে ৯টা	মৌন।
৯টা হইতে ৯-৩০	মাতৃসঙ্গ (স্থিতিকাল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।)
১১-৪৫ হইতে ১২-১৫	মহানিশায় ধ্যান।

আহারের নিয়ম

প্রথম শ্রেণী

প্রথম দিন ১৫ই এপ্রিল—গঙ্গা জল।
দ্বিতীয় দিন ১৬ই এপ্রিল—আনন্দময়ী ব্রহ্মখিচুড়ি (ভাতে ভাত)।
তৃতীয় দিন ১৭ই এপ্রিল—(১) তরকারী (২) পয়ফল।
চতুর্থ দিন ১৮ই এপ্রিল—খিচুড়ি।
পঞ্চম দিন ১৯শে এপ্রিল—(১) তরকারী (২) পয়ফল।
ষষ্ঠ দিন ২০শে এপ্রিল—আনন্দময়ী ব্রহ্মখিচুড়ি।
সপ্তম দিন ২১শে এপ্রিল—গঙ্গা জল।

দ্বিতীয় শ্রেণী

মধ্যাহ্নে—সপ্তম দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ
সপ্তম দিন—রুটি এবং তরকারী।
রাত্রে—প্রত্যহ দুধ দেড় পোয়া (প্রথম দিন ব্যতীত)।
২২শে এপ্রিল—গায়ত্রী-যজ্ঞে সহস্র আহুতি ও ভাণ্ডারা।

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path of Immortality,
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

(*Replies to letters from different people at different times.*)

134.

In all matters without fail depend wholly upon God. To Him you should submit your heart's yearnings and petitions. Your whole life will have to revolve round Him, you have no other resource, on your own you are utterly helpless, for are you not His creature ? Whatever He does is all for the highest good. You certainly are not in a position to choose what seems best to you. Why should He permit you, who are the offspring of the Immortal, to stray towards that which is death ?

You may deem yourself fortunate, for God has rescued you from the jaws of death and preserved you to this day. Place your reliance on Him alome The troubles and obstacles bred of desire which you encounter, even these should be welcomed as in very truth the doing of His merciful hands. To become agitated is of no avail. If you must be impatient, be impatient for God : cry : "To this day I have not received any response from Thee and invaluable time has been spent in vain." Do not let your mind and body be tormented with restlessness induced by worldly longings.

135.

To the enquiry whether *diksha* (initiation by *mantra*) is necessary, Mataji replied :

"When *diksha* is necessary it comes about at the appointed moment. One should try to keep one's mind on the thought of God and have firm faith that at the right time He will do all that is needful."

136.

Why make yourself so miserable by excessive worry over the fleeting things of this world ? Be brave and calm in the performance of your duty bearing in mind that it is God who causes everything to happen ; whatever He allows to take place is exactly the right thing. You must cease from worrying so much !

137.

Such is the law of worldly existence. You should dwell in fortitude. Surely, you have realized by now what is the true nature of the world ? Only by directing one's mind towards God can peace be found. The more time you devote to *japa* and meditation—whether so disposed or not—the greater is the likelihood of your obtaining deliverance from your grief.

138.

Placing your trust in your Guru, practise the *seed mantra* you received from him and contemplate the Beloved (*Ishta*). It is imperative to have unshakable faith in one's particular *Ishta*. What is the use of seeking inititation again and again ? Rather is it not of the utmost importance to strive strenuously after the full revelation of the form* under which He has manifested Himself to you ?

Whenever practicable seek *Satsang*—the company of sages, saints and seekers after Truth.

Silent *japa* should be engaged in at all times. One must not waste breath uselessly : whenever one has nothing special to do one should silently practise *japa* in rhythm with one's breathing—in fact this exercise ought to go on continually until doing *japa* has become as natural as breathing.

It is of great value to read sacred texts and books of wisdom. Speak the truth. Bear in mind that God's Name is He Himself in one form—let it be your

* The *mantra* and the *Ishta* are one, the *mantra* being the sound aspect and the *Ishta* the form aspect of one and the same thing.

inseparable companion. Try your utmost never to remain without Him. The more intense and continuous your efforts to dwell in His Presence, the greater is the likelihood of your growing joyful and serene. When your mind becomes quite vacant, at least try to fill it with the awareness of God or His contemplation.

140

A person who does not for the love of God and with a cheerful heart discharge himself of whatever responsibility that may fall to his lot at any time, will find life excessively burdensome and never be able to accomplish anything. Man should joyfully serve the world with the conviction that all service is His service. Work done in such a spirit helps to purify the mind and heart.

141.

The very service you are doing is helping towards the purification of your heart and mind—be convinced of this. To engage in service is a very powerful *sadhana*, do not become impatient. Rather serve your people with great calm and have a kind word for everyone. Whenever you do or say anything wrong, beg to be forgiven and try your best not to let a similar error occur in future. Even though others may be unjust to you, you yourself should neither do nor say anything unseemly.

142.

He who has given you a mouth will also provide you with food. Observe strict truthfulness and be ever mindful of Him alone.

143.

To feel drawn towards anything closely connected with religion means to be attracted towards God—provided the attraction be of a genuinely religious nature. It is important to try and concentrate on the One. Such an effort promises future development of firm faith and single-mindedness.

THE GOAL AND THE PATH

The Mysticism of Devotion

Madan Mohan Varma

To most of us, habituated to *activity*, a *goal* postulates also a *path* to the same. It seems so logical. It is true, too, for the man of action. Yet, paradoxical as it may appear, for the devotee the goal and the path are one. The goal itself is, in essence, the path.

Once a glimpse of the goal is had, the gaze of the devotee is thenceforth fixed on the goal and surely even if slowly, the world of phenomena fades away before him till he is united with the goal. Thenceforth, whatever transpires just happens—and while the aspirant of he path of devotion might go through all the travail and trial like any other, in fact he has hardly to *do* anything. His heart and mind abide more and more in the goal—his *Ishta*—till he becomes one with the same. Even like a magnet, the goal draws him to itself. Any outer *sadhana* necessary for him comes his way by itself. He has not to *do* anything to earn his wages. He is drawn by a spirit of kinship to his *Ishta*. His "path" is inherent in the *Kripa shakti* of his Guru, or The Mother, not his own *Kriya* shakti. It requires a good deal of patience and perseverance on the part of the devotee, which are provided by his "*shraddha*" (deep and unswerving faith) in God, Guru or The Mother: which are one and the same—his sole and unfailing refuge always and ever.

Ancient lore is full of examples where HE who remains impenetrable by all the learning of the Vedas and the Shrutis, inaccessible even to *Munis* and *Yatis* with their age-long *tapasya*, is moved by His Compassion and Grace to own as His very own the lowliest of His devotees who have just *yearned* for him, have set their hearts on 'simple union'.

Thus, for the devotee the *Ishta* is both the End and the Means. The End and the Means being one—what does it mean? It is a mystic experience which comes to the devotee; it cannot be explained in words. The very life of the God-intoxicated devotee offers a commentary on the riddle; it would be presumptuous for

me—a mere gatherer of the dust of the feet of devotees—to enlarge upon it.

The Lord Himself, after flood-lighting the paths of *karma*, *yoga*, and *jnuna* concluded His *upadesha* to Arjun, with His own masterly ring, in the finale of the Bhagawad Gita thus :—

सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥

Surrendering all duties to Me, seek refuge in Me alone. I shall absolve you of all sins ; grieve not.

No further case remains to be made out for the unity of the Goal and the Path, the End and the Means, for the devotee.

Jai Ma !

"To indulge in what seems pleasurable means to choose that which appears lovely on the surface and therefore attractive. To live up to the highest ideals seems irksome at first, but ultimately brings real well-being and peace."

"Ma"

SHREE SHREE MATA ANANDAMOYEE

Dr. M. H. Syed, Ph. D., D.Litt.

Those who have come in contact with our Mother Divine and had occasion to observe her day to day life and unostentatious activities, are amazed at the manner she silently works for uplifting, elevating and awakening her devotees' moral and spiritual nature. Mother rarely desires to meet people of her own accord. Those who have inner aspiration for self-improvement and guidance in spiritual life bear undeniable testimony to the manner in which she quietly helps and transforms people and kindles Divine love in their hearts.

Her magnetic personality draws round her feet deserving people of various types, temperament and inclinations. She is ever ready to help those people who stand in need of her guidance. She has all the qualities of a Divine Mother. Her Divine qualities keep her absolutely detached from external affairs and what is happening to the outside world. And yet, it may sound strange, but it is a fact that she takes motherly interest in those who look up to her for timely help. It is said that "the more a person is spiritual the more he is human." In all appearance she has no concern with anything or anybody, and yet she takes such interest in human affairs. She has equal regard, as a Divine Mother should have, for rich or poor, great or small, learned or unlettered, sinner or saint. It is very difficult to keep pace with her known and unknown activities on the mundane and spiritual planes.

It may be borne in mind that as a great spiritual force in this demented world she has a definite mission of her own. She is out here in our midst to ameliorate the moral and spiritual conditions of people round about her. She does not keep herself confined in one place, or to one Ashram. She goes to any place from where she has an inner call in response to peoples' recurring spiritual need. Wherever she goes she carries with her peace, poise, patience and her manifest Divinity. Her all—pervasive influence and inspiration are felt and cherished by people of various denominations. She is the true messenger of Divine Love and Harmony.

Even sceptical-minded people "who came to scoff remained to pray", because she is the highest proof of the reality of spiritual life. She has

completely conquered the four besetting temptations of humanity,—*Kama Krodha*, *Moha* and *Lobha*—human weaknesses which people take years, nay, many births to subdue and eradicate. Another proof of her immense spiritual power and potency is the fact that although she is an unlettered person and never turned the pages of any sacred book and scriptures such as the Upanishad or the Gita, Brahma Sutras and Vedanta Sutras, she freely, confidently and convincingly answers any question that is put to her in regard to any deep and abstract question relating to the moral and spiritual problems.

She commands *Para* and *Apara Vidya* with all their profundities and intricacies. She is *Jnani*, *Bhakta and Karma Yogin* rolled into one. It is a rare piece of good fortune to come in close contact with her. She has dispelled darkness from the hearts of men in this dark and materialistic age. Those who have implicit faith in her Divinity, must rest assured that sooner or later they would be lifted up from the mire of illusion.

"Accepting all conditions of life whatever they be—as His gift, abide in fortitude and do service."

"Ma"

MOTHER IN SOUTH INDIA

(OCTOBER '52—JANUARY '53).

(From the Diary of Sja. Guru Priya Devi).

(Continued from previous issue)

Tanjore 9th Nov. '52

We set out for Srirangam via Tanjore—visited the Samadhi of the famous saint Sri Tyaga Raja. At Tanjore we went to several temples including that of Shiva, with its huge images.

Srirangam 9th & 10th Nov., '52.

We then reached Srirangam where a disciple of Sri Ramana Maharshi and a trusted worker of the Ashram joined us and with great efficiency looked after Mother and the rest of the party. In the afternoon we went to see the temples. Information about Mother's visit had as usual reached the temple authorities and so we were shown round with great care. We crossed gate after gate till we reached the inner temples of Ganesh, Kartika, Parvati and other deities. We then came to the temple of Srirangam. Those who have not actually seen the temples of South India can have no idea of the huge size of the images, nor of the profusion of gold, silver and valuable jewellery used for their decoration, particularly of 'Bhoga Murtis' which are the moveable images taken out in processions and worshipped on other ceremonial occasions. It was decided to have the daily Satsang from 7 to 9 p. m. in the spacious compound of the temple. About a thousand persons had assembled. At the request of the people present Mother sang "He Bhagawan" for some time. The audience seemed to appreciate the gathering very much although they could not understand the language.

The next day we went to see the image of Ganesh on the top of a hill accessible by 300 steps. A *dandi* was brought for Mother, but She preferred to walk all the way up and down though it was a fairly arduous climb. In the afternoon we went to the temple of Jambukeshwar Shiva. As soon as Mother approached the temple, music

as usual began to play. An elephant slowly advanced to place a garland round Mother's neck, but as Mother stretched out Her hands, it put the garland into them instead. It also garlanded Sri Hari Babaji and Sri Avadhutaji in a similar manner. The elephant followed Mother as She moved about in the temple. We then saw the temples of Vishnu and Parvati. The four pillars in the temple were things of beauty with fine workmanship. They were said to have been built at a cost of lakhs of rupees and it took ten years to complete them.

As we were returning the elephant stepped forward rhythmically and saluted Mother lowering its head. Then it rolled its trunk upward and trumpeted loudly twice or thrice as if in joy. The manager of the temple, we learnt, had taken measures to have the temple and its surroundings cleaned and decorated in preparation for Mother's visit. We left for Rameshwaram the same night at 11–30 P. M. and reached there at about 7-30 A. M. on November 11th.

Rameshwaram 11th to 14th Nov., '52.

Arrangements for Mother's stay had been made in the fine Dharamshala built by the Raja of Ramnad, near the famous temple of Rameshwar (Shiva). At noon we all went to the temple and saw the Shiva Linga which is said to have been brought by Hanumana and also another one made by Sita. None but the priest of the temple was permitted to enter the sanctuary, so we had our Darshan from a distance. We had brought Ganges water sent by a Sadhu from Gomukhi to be offered to the deity. We handed it over to the priest who bathed the deity with it. The priest brought a gold plated Shiva Linga explaining that it was the original Linga of sand that had been made by Sita. Mother held it affectionately for a moment and we also touched it with our heads. The story runs that Sri Ram Chandra wanted to build a Shiva temple after his victory over Ravana. Hanumana was asked to bring a Shiva Linga to be installed in it but as he was late in returning Sita improvised a Linga out of sand which Sri Rama Chandra worshipped. Later when Hanumana brought the Shiva Linga, this was also installed and worshipped, lest Hanumana should feel hurt.

In the afternoon Mother went for a stroll by the sea-side. The next day, i. e. on the 12th, Sri Hari Babaji and Sri Avadhutaji went to Dhanuskodi to see the temple of Rama two miles away. According to the legend Rama bade farewell to his followers at that spot after his victory at Lanka and distributed gifts in order to purify Himself from the sin of killing Ravana who was a Brahmin. We were to have gone to see the evening ceremonies at

the temple which are reputed to be very impressive but owing to the indisposition of one of the mahatmas our visit was cancelled. At Dhanuskodi mahatmas and some others of our party went to the sea-side where the Arabian Sea and the Bay of Bengal are said to meet. They returned at noon after a bath there. The sea is very calm and smooth there. The railway line runs some distance into the sea, with the water on either side. It is said that Sri Rama Chandra built His bridge across the sea at that spot and this is why the sea is so tranquil.

The 13th of November was Ekadashi. We made arrangements for offering a lakh of *Bilwa* (Bæl) leaves and special Bhoga at the Shiva temple that day. Brahmins were also fed. We left for Madura on the 14th noon.

The Siddha-Baba episode.

During Mother's stay at Rameshwaram She happened to refer to a peculiar incident, but asked us not to disclose it at the time. Later She added a few more details when talking about it from time to time. Shortly after our arrival at Rameshwaram, Sri Hari Babaji had suggested that we should visit the famous temple there at noon, later he however decided to go there in the afternoon. But. Mother said that She would keep to the original plan and visit the temple at 12 O' clock as She had already given word to somebody to be there at that time and it was not possible to revoke that. It may be mentioned that ordinarily Mother is very particular in adhering to the programmes and changes suggested by the mahatmas. Sri Hari Babaji accompanied Mother to the temple. On Her returning Mother explained to Sri Hari Babaji why She could not fall in with his suggestion to change the hour of their visit. This is the substance of what we have been able to gather from Mother about this particular incident.

Shortly after Her arrival at Rameshwaram, Mother suddenly of her own accord climbed up the steps leading to the roof of the rest-house *(Dharamshala)* where we were staying. She said She would rest a while under a temporary structure there and asked us to leave her alone. Mother said that at that time someone appeared before Her and spoke to Her. While narrating this Mother observed "This body often makes enquiries, although aware of everything ; in this case also it put certain questions to the person." He then disclosed that he was one of the priests of Chidambaram who had been practising Sadhana at Rameshwaram for the last ten years, waiting for Mother's visit. He further said that

he would visit the temple in Mother's company, for then alone his '*darshan*' would be complete and fruitful ; he also said that he would accompany Mother to Dwarka.

It had been for his sake that Mother went to the temple at noon as originally decided. We also recalled seeing, on our way to the temple, a strange figure like that of a mad person, bare save for a piece of loin-cloth and besmeared with ashes, moving along-side and sometimes before us in an unconcerned manner and standing before the temple with folded hands. We had paid no particular attention to him at the time. Mother however observed the figure for a moment and then said to Herself, "A woman". On hearing this as I turned to look more closely, the person had vanished. We gathered from Mother that this was the priest but She did not care to state explicitly whether he had assumed this form or chosen the body of some actual person for his manifestation. Mother added a few more details subsequently. The priest had at first been engaged in the Sadhana of "*Sakti*", then of the "*Beeja*", (mystic formula) of "Sakti", and after that of the Word as "*Brahman*", till he had attained Truth and "*Siddhi*" i. e. the goal of his Sadhana. First it was '*Vishwa-Milan*' or unification with the universe i. e. realisation that He was the universe, then '*Maha-Milan*' or Supreme Unification, realisation of Oneness, complete identification and manifestation of the Self, the Absolute, till finally there was no question of the Absolute or the relative This is the goal, the final consummation.

The priest, or as Mother called him now '*Siddha Baba*', had declared his intention of accompanying Mother from Rameshwaram to Dwarka in the form of air. Once in the night, I heard Mother utter a word which sounded like one of the languages of that country. On my enquiry Mother said that She was having a few words with '*Siddha Baba*' who sometimes chose to indicate in this way that he was following Mother.

(Our readers, we hope, will forgive us if we anticipate the course of our story and relate a few more facts about Siddha Baba in order to round off the account about him—Ed.)

Mother said that when he had expressed his intention to accompany Mother to Dwarka, he had also happened to mention "Full moon, Thursday." Mother had not paid much attention to these words, nor enquired when it would be full moon nor even suggested to reach Dwarka by that time, since, as She put it, "So far as this body is concerned, it

is always the same happen what may."
In due course, after visiting many places, we reached Porbundar and from there were to leave for Dwarka in the afternoon of the 31st of December. Suddenly Hari Babaji changed his mind and decided to leave for Dwarka early next morning instead. On enquiry by Mother, we found it was full moon which would last till 10 A. M. the next day i. e. 31st December. We left Porbundar at 5 A. M. and reached Dwarka about 9 A. M. Unfortunately there our car missed the way but after some delay we managed to reach the temple of Sri Dwarkadhish at 9-30 A.M. We had our *darshan* while it was still full moon. When telling the story Mother commented on the strange coincidences and the manner in which everything happened spontaneously as required by the occasion.

The next day was a Thursday. A member of our party who had recently arrived from Calcutta desired to offer special '*Puja*' and '*Bhoga*' at the temple. We assembled early in the morning at the temple where *Gita Path* by the Brahmacharis and Kirtan had been organised. The deity was dressed in a set of new clothes and after the Puja, Brahmins, some Sadhus and the Brahmacharis were given a feast. In this way, again without anybody deliberately planning or realising it, everything came about as required to celebrate the '*Maha-Milan*' of *Siddha Baba*.

A day or two after, Mother suddenly sent for one of us late at night and began to enquire about a piece of land which had been recently acquired in Vrindaban by our Ashram. She also mentioned about 'Shiva-Linga'—which had been brought for installation at Hardwar at the temple founded by Raja Durga Singh of Solan. They had not been used and were now lying at the Banaras Ashram. Mother enquired if it would be possible to instal at an early date this 'Shiva-Linga' in a temple on the strip of land at Vrindaban. When we were at Dwarka, we visited some Shiva temples; its 'Linga', we were told, had appeared spontaneously, immediately after the passing away of Sri Krishna and Balaram. Mother declared that sometimes things that had not yet happened on the material plane took place on a subtle non-material plane. I understood from this that the installation of the *Shiva-Linga* on the occasion of the '*Maha-Milan*' of *Siddha Baba* had already taken place on the subtler, non-material plane immediately after the event; the physical ceremony would follow in due course. The 'Linga' thus installed would be known, Mother said, as *Siddheswar Shiva* after the *Siddha Baba* of Chidambaram.

Madura 14th & 15th Nov., '52.

We reached Madura at 6 P. M. on the 14th. Our arrival had been widely advertised, so a large number of people including prominent citizens were present at the Station. Excellent arrangements had been made at the Marwari Dharamshala for Mother's and the Mahatmas' stay. After a short rest, Mother went to the Minakshi temples where the usual Satsang took place from 7 to 9 P. M. As Mother reached the temple, music began to play as at other places and Brahmins came forward to receive Mother with garlands and sandal paste. Many prostrated themselves. A number of people with badges lined up linking their hands to allow a passage for Mother through the crowd. Brahmins walked in front with silver staff. Mother and the Sadhu Babas were escorted to a raised platform fitted with mikes. About 3 to 4 thousand people had assembled there. After Kirtan Mother sang "He Bhagawan" for a short while at the request of the people. After 15 minutes' *Mauna* (silence) Mother was escorted out in the same manner as She had been brought in by the temple officers and other prominent persons. In this manner Mother was taken to the temples of Shiva, Ganesh, etc.

Next morning i. e. on November 15th we went to see several other temples. In fact Madura is famous for its temples, and we visited a number of them during our stay. The temple authorities had arranged for the evening Satsang in a more spacious place within the temple premises to accommodate a larger crowd. When Mother arrived we found the temple authorities and their men waiting at the gate. Mother was escorted inside the same way as the preceding day. Although about 10 thousand people were present this time, it was very quiet and there was no confusion.

After a few songs and the usual Kirtan by Sri Hari Babaji and his followers, the gathering pressed Mother again & again to speak. But as Mother does not deliver speeches, She sang for sometime "Sita Ram, Sita Ram" which the crowd repeated after Her in chorus. The entire audience became absorbed in the Kirtan, but it could not continue for long as it was time for the usual 15 minutes' silence. Afterwards, Mother was again requested to speak a few words. Someone asked : "Mother, what is your message to your children all these men and women assembled here ?" Mother replied as so often : "He alone should be talked about ; all other talk is vanity and fruitless. Where Rama is, there is bliss ; where Rama is not, there is misery." Someone else asked "Mother, we are suffering

because of drought, the crops have been destroyed. So many important persons have visited this place. We are all praying for rain. What will happen to us ?" Mother—"Leave it to Him who has created this world and who protects it. You are parents in charge of small families. Do your children have to tell you what you should do for them ? Do they even understand their needs ? In the same way the Father of all knows and does whatever is necessary for His children. Try to leave everything to Him. His will be done." Everyone seemed pleased with this reply.

Then Mrs. Taleyar Khan spoke a few words, "Mother has blessed South India by Her gracious visit. She has of course no need to see places or to go on pilgrimages. She has come only to bless us all and to sanctify the holy places. She has come to see Herself only. Everyone should try to observe the 15 minutes' silence in whatever manner and where ever he or she may be. If we do this and remember Mother, She will certainly be with us. We shall then be under Her guidance."

On November 16th we went to Trichur, the birth place of Sri Ramana Maharshi. In this small village there is a very old temple of Shiva. The legends about its sanctity are numerous. We were shown the house in which the Maharshi was born ; pictures of his own and his parents are kept there and daily 'Puja' is offered before them.

At the evening Satsang there was a vast gathering of about 10 to 12 thousand people. At the request of many Mother sang "He Bhagawan" for some time. Several people sang songs about Mother. among others also a young lady, who is a relation and devotee of a well known Sadhu of Rishikesh. The crowd started to clamour for a better view of Mother, so She was requested to stand on the platform for a while.

After the Satsang many people came to see Mother in the *Dharam-Shala*. One of them, a disciple of Sri Maharshi, said "I feel a peculiar yearning for Mother's Darshan, so I come to see Her again and again." Mother replied "It is but natural that parents should long to see their little daughter." The gentleman said, "Though I have a great veneration for Mother as for my Guru, yet when I think of Mother's simple ways and frank laughter, I feel as if She were but a girl of 6 or 7." Everybody burst into laughter at this.

Next morning, i. e. on the 17th, Mother went to Palan, about 66 miles away, where a temple of Kartikeya is towering on the top of a hill. We

found a large crowd there. In the afternoon we again went to the big temple where daily Satsang was being held. No intimation of our visit had been sent and so there was no crowd. Since we had come unexpectedly we were told that we could not enter as special permission is necessary for this. Mother said that we all should have our 'Darshan' from outside. At that very moment the Executive Officer of the temple hastened to us and invited Mother to go inside the temple. He said that he had once told Mother that his wife could not come to see Her as his son was suffering from typhoid. Soon after, however, his son got well. He had now come with his wife and his son bringing flowers and offerings for Mother. He was very sad to hear that Mother was leaving shortly. However, his providential arrival at that moment enabled us to enter the temple and see the deity, Minakshi Devi, which some of us, particularly Sri Avadhutji, had not been able to do earlier, owing to the crowd.

We then went to the nearby temple of Shankara. During '*Arati*' the crown of flowers adorning the head of the deity slipped to the ground. After the 'Arati', Mother said, "Shiva has Himself taken down the crown, let us ask for it." The priest placed it in Mother's hands. She offered it for salutation to Sri Avadhutji and others as a gift of Shiva. Later, I was told to hold and carry it carefully.

We then went to the temple of Sri Ramana Maharshi situated within the same compound. His portraits are kept there in a room in which he stayed as a youth and practised Sadhana and where he first saw a vision of light. The evening Satsang passed off in the same manner as on other days, the gathering being equally large. Mother sang "Hari Bol, Hari Bol." This time ***Mauna*** was observed in an excellent manner. It is really a wonder, that such a vast assembly of strangers should be able to observe 15 minutes' silence in this manner. As Mother was leaving the Satsang, the crowd could hardly be stemmed, so great was the rush of people eager to come near Mother and do obeisance just for once on the last day of Her stay. Many people, including the chairman of the temple, and others came down to the Dharamshala and stayed till late talking to Mother. The Chairman placed his car at our disposal to take Mother to Kanya Kumari.

Kanya Kumari 18th & 19th Nov., '52.

We left Madura on the 18th morning and halted at Tiruchendu, 30 miles off, to see the temple of Kartikeya. It was situated at a very beautiful spot

with the sea surrounding it on three sides. The Manager of the temple had read about Mother in the papers and, therefore, took great interest to show us round. At 1-30 P. M. we reached Kanya Kumari, 150 miles from Madura. We put up at the Dharamshala attached to the temple of Kanya Kumari Devi, by the sea-side. The same evening we went to the temple at 7 P. M. and had our *Darshan.*

Next morning Mother again went to the temple. The deity was being bathed with milk, curd, honey, etc., (*Panchamrita*) followed by *Arati* and *Bhoga* each time. Then the deity was dressed and decorated with sandal-paste and flowers. Some of us felt something very special in the atmosphere of the place. The spot where Swami Akhandanandaji (my father) had a vision of Mother as he sat in meditation on the occasion of Mother's first visit to Kanya Kumari was pointed out to Sri Hari Babaji at his request.

In the evening as we went to the temple to see Arati, Mother walked along the road, saying, "Didi, let us go to that house", pointing to a cluster of houses before us. Mother walked very fast and halted before one of them. A middle-aged woman was standing at the door. Seeing her, Mother exclaimed, as if in great delight : "Didi, this is the woman. We went to this house. The Kumaris were fed here." The woman who did not know Hindi could not understand Mother's words. A local inhabitant who was accompanying us interpreted and she soon recalled all the facts. I also recollected that the Kumaris were fed here when Mother visited the South about 25 years ago. Mother said : "Mataji, we have come here to see you." We were told that the woman was the wife of the chief priest of the temple. She beseeched Mother to step inside the house but since Mother does not go inside the residences of Grihasthas, She asked the rest of us to go in instead.

Trivandrum 20th & 21st Nov.,' 25.

On the 20th morning we left Kanya Kumari for Trivandrum, 56 miles off. On the way we stopped to see the Suchidram temple and the old palace of the Maharaja of Travancore. We reached Trivandrum at 11 A. M. A thatched cottage tastefully decorated with flowers had been put up for Mother. At the Maharaja's urgent request Mother was taken to his palace in the afternoon. She was led into the garden and seated there. The Maharaja and the members of his family including the Maharani, his mother, brothers and others came to pay their respects to Mother. They offered thick

garlands skilfully made, home grown plantains and cocoanuts and also a beautiful *Asana* made of the bark of trees with silk lining and border. The Secretary came bare-bodied clad in a silk Dhoti and saluted Mother according to the custom of his country when visiting temples.

[To be continued.]

"You will most certainly have to undertake this pilgrimage to Immortality, trampling under foot hundreds and hundreds of obstacles and impediments. This is the kind of manliness that has to be awakened. Why should you remain helpless as if paralysed ? Why ? Why ? Why ?"

"Ma"

ONE ASPECT OF MATAJI'S TEACHING

Vijaiananda (Dr. A. Weintrob)

The way of imparting spiritual knowledge (*Paravidya*) is fundamentally different from that of teaching secular knowlege (*Apara vidya*). The latter does not go beyond the realm of words and forms and remains within the boundaries of discursive thinking. Talking, reading, hearing, reflecting, committing it to memory and assimilating it intellectually are the means to master it. But where spiritual knowledge is concerned things are quite different.

"*Yatō vācho nivartantē aprāpya manusā saha* " ("From where all speech turns back and also the mind, having been unable to reach it"...), says the Taittiria Upanishad. The purpose of spiritual instruction is to reverse the outgoing current of the mind and turn it inwards its source. On the path to self-knowledge the aspirant has to advance stage by stage, penetrating deeper and deeper, starting from the most superficial level until he reaches the firm ground of the Great Silence. The deeper levels are the bases and contain potentially the more superficial ones—just as for example several leaves grow on a twig of a tree, several twigs on a branch, and so forth. Consequently the deeper one penetrates the more concentrated and efficient will the mind become. Instructions received by mere verbal explanation will carry much less conviction than that which is transmitted on a deeper level. At the deeper levels things bear the evidence of direct perception and appear much clearer than the arguments of discursive thinking.

This is why almost all religions make extensive use of various kinds of symbols—idols with human or animal features, (*Murtis*), geometrical designs (*yantras*), sounds (*Bija Mrantra*) etc. in order to appeal to ever deeper layers of the mind. The greater the depths which the disciple reaches the simpler will be the symbols he needs.

Probably all great teachers have made use of that way of conveying Truth without the help of discursive thinking, or using it only in its elementary aspect. Mataji in Her daily contact with Her devotees, quite frequently seems to impart some of the precious teaching in a similar way.

But alas! often we fail to take full advantage of this divine dew: at times because of our lack of awareness, but also because it appears so simple to us that we do not make an effort to grasp its real meaning. Mataji's infinite kindness sometimes makes us forget who She really is: that Her sayings are like the teachings of the Holy Scriptures; the words uttered by Her lips like *mantras*; Her gestures *mudras* and Her facial expressions the images of the Divine with form.

Like most of us I have been able to catch only a few isolated drops of this divine dew. It is from my own limited angle of vision that I take the liberty to write about this very profound teaching of Mataji. The few examples that follow will give only a faint idea of it.

1

Let me begin with something that appears most insignificant. Mataji frequently asks people: "How are you?" "Are you well?" etc. When returning to Varanasi after a journey She usually would ask me and others this question. In the beginning, although I was glad to receive Mataji's attention, I did not attach much importance to this. Later, however, I came to observe that She put this question in many different ways and on definite occasions. Once I was in a state of despondency, feeling that I was not progressing at all with my *sadhana*, may be that I was even moving in a wrong direction, while as a matter of fact, as I understood later, exactly the reverse was true. During that period Mataji asked me on two occasions: "*Tum bahut achhe ho?*" meaning "You are very well?" She used a slightly questioning intonation and spoke with a loud voice as if She wanted to impress something on my mind.

At some other time I was thinking that I was progressing fast and—quite unconsciously—was getting a little puffed up with pride. But this attitude on the spiritual path is indeed the surest way to downfall. When Ma came to Varanasi, She asked me: "*Tum achhe ho, na?*" meaning: "You are all right, aren't you?" but word by word: "You are all right, no?" This question drew my attention to the weak point and I corrected my attitude of mind.

2

The following example—although not concerned with any teaching—is an interesting illustration of how an apparent defect in Mataji's voice can have a very good reason.

Once after the rainy season I got a pain in my tonsils which lasted for one and a half months without my being

able to get rid of it. Mataji had just arrived from Hardwar, I believe. She sat down on the veranda in front of the Annapurna Temple; we were about twenty people sitting around Her. She looked in my direction and said : "*Tum Kaise ho ?*" ("How are you ?") I was not sure whether Her question had been addressed to me and kept quiet, wondering. Mataji repeated the question looking straight at me. This time Her voice seemed hoarse, as if She had a sore throat, although actually Mataji's health was quite all right that day. At that moment I had forgotten all about my aching tonsils and answered : "I am all right." The next day my throat was completely cured.

3

An Apparent Mistake.

Once I went to see Mataji at Vindhyachal and it was decided that I should remain there for some time after Her departure. Mataji said : "You may stay in the cave at the "*Bhajanalay*",* you are *Bhajannanda*."† When pronouncing the last word Her voice choked as if She had wanted to utter my real name, which is 'Vijainanda', but a wrong word had come out by mistake. My first reaction was a slight displeasure to hear Mataji call me by a wrong name; but immediately after and much more so later I grasped the deep meaning of Her apparent mistake and the blessing it contained.

4.

Changes in Mataji's countenance,

Our facial expressions are of great importance in our relationship with one another. Everybody can to a varying degree interpret the meaning expressed through the mimicry of the face, although with most people it is half unconscious and obscured by a great deal of discursive thinking. Our facial muscles are almost constantly moving and expressing various ideas. But this movement revolves round a central image which will be prominent for some hours, or sometimes even days, and which represents the temporary personality with whom we are identified at the moment. This central image has its origin in the movement of the vital force. Most of the time, however, we are fully identified with this central image and therefore completely unaware of it. If we could watch it as a spectator a great deal would be achieved as regards the control of our mind. Mataji has many ways of helping us to this awareness.

* The *Bhajanalaya* is a house adjoining the Ashram grounds at Vindhyachal and mostly at the disposal of the Ashram. "*Bhajnalaya*" means place for doing *sadhana*.

† *Bhajan* means religious music, but also daily spiritual practices.

Sometimes She acts as a mirror, reflecting for a short while through Her countenance our state of mind, or its opposite or its complement If we could keenly observe the changes in Mataji's countenance with an attitude of love and reverence, we should greatly benefit spiritually. All the modifications in the facial expressions happen with full consciousness and have a definite meaning. The pure *Sattwa* that shines through Mataji's body is in itself a potent *Upadesha* (spiritual teaching).

5.

Sometimes Mataji brings about circumstances that strike our mind just at the psychological moment and impress it much more than a long discourse could possibly do. One evening at Varanasi Mataji was walking on the terrace facing the Ganges. I was leaning against the small shrine of Shiva situated at the back of the terrace. That day I felt greatly depressed thinking that I was not progressing enough. I looked sadly at Mataji and told Her mentally "Ma! Vijayananda has not yet got '*Vijaya*' (victory)!" While thinking these words I had quite mechanically picked one of the flowers of the *Akand* tree that grows in the courtyard of the Ashram near the Shiva shrine. It was only a bud and still completely closed. I took it in my left hand and touched its top slightly with one finger of the right hand. As soon as I touched it the bud opened slowly and spread its petals up to full blossoming. I had not exercised any pressure, but just touched it lightly. Neither was this due to any *pranic* force flowing through my body; I afterwards tried several times to reproduce this feat again, but never succeeded. It was no doubt Mataji's response to my complaint and in this original way it was impressed on my mind at that very instant. The answer was clear enough what Mataji usually replies to a complaint or query of that sort. "It may happen even now—at this very moment!'—namely self-realization.

6

Once in Dehradun Mataji was sitting in the Kirtan hall of the Kishenpur Ashram after the silence that is observed daily from 8-45 p. m.—9 p. m. Some devotees had brought a few mangoes, but there were not enough for a general distribution and so Mataji gave them only to the children present. Those mangoes were slightly yellowish. Among the lot there was one green-one, apparently unripe. Mataji threw it to me saying; "Kachha hai, bahut kachha" ("Unripe—very unripe!") Mataji's *Prasad* given with Her own hands is a rare and precious thing, whatever it

may be. *Satsang* being over, I thought, ripe or unripe I should partake of it immediately; no harm can come through Mataji's *Prasad.* The mango seemed quite soft to the touch and might not be so very unripe after all, I reflected. But when I tasted it I was amazed to find that it was most delicious and just exactly ripe. Why then had Mataji said that it was unripe? This thought puzzled me. As a part of Her all-knowingness Mataji has a very keen sense of observation—not the smallest detail escapes Her attention. Consequently She must have surely noticed that the mango was soft and of a type that remains green even after ripening. On the other hand Mataji never utters an untruth, not even the shadow of one.

But soon after I remembered what had happened that day. At about six O' clock in the evening Mataji was taking a stroll on the veranda of the Ashram. The same day I had succeeded in my meditation and was foolishly thinking that realization was now near at hand. I looked at Mataji and told Her mentally: Ma, now the fruit is in my hand, the *Amalaka* is on my palm!" The green mango had been the medium of conveying Her answer. She had not said that the mango was unripe, obviously, She had meant the rare fruit of Self-realization of which I had been proudly thinking that I was to gather it very soon: yet it was still very unripe.

7

It often occurs that Mataji transmits some teaching, advice or even a reprimand through the medium of another person. Mataji is all-pervading; She is the Antaryamin seated in the hearts of all. On several occasions I have noticed that when I entered the hall with a problem or query in my mind, the Mahatma engaged in a discourse on some spiritual topic in Mataji's presence was talking exactly about the subject that was occupying my mind. In this way I have received much valuable advice, some answers to my queries and even the solution to one or the other difficult problem. On those occasions I felt clearly that the teaching was coming from Mataji Herself—I mean Mataji as She appears to us. For if we consider Her in Her aspect of the omnipresent Guru, Her teaching may come through any person or object and under any condition or circumstance.

But to conclude: Mataji's mere presence is in itself the highest spiritual teaching. A living example is far more convincing and effective than any amount of talk, however brilliant and well put. Mataji shows us how supreme intelligence can be coupled

with infinite love and compassion; how one can at the same time be utterly simple and natural and yet display the manners of the highest culture; that it is possible to live constantly in *Sahaja Samadhi* and be also aware of the minutest details of one's every day surroundings. All Her actions, Her words, Her ways of dealing with people show us that spiritual perfection goes hand in hand with human perfection.

"It is the pure, undefiled flower that finds a place at the feet of the Lord and nowhere else. Speak about Him, meditate on Him, try to see Him in everyone, Him who is the Self, the breath of life, the heart of hearts."

"Ma"

IMPERMANENCE AND IMMORTALITY

Lama Anagarika Govinda
Āchārya, Ārya Maitreya Mandala

Why is there such a difference between the knowledge that has been acquired through life and the knowledge that has been transmitted to us through others? Why is it that those who have been educated in the thoughts of great thinkers, are very often still far from being wise?

It is because experience means participation of our whole being, and this is more than a merely objective and unconcerned observation. The contemplation of food does not still our hunger,—only the incorporation of food. Similarly, every real experience means an incorporation, an assimilation of something essential.

The indifferent one, the unfeeling, untouched one, who does not allow either things or living beings to enter his heart, is as little capable of real experience as he who allows everything to take possession of him and who is merely the slave of the outer world.

The first one excludes himself, the second one loses himself. The first one is comparable to a person who dies of thirst at the bank of a river, because he refuses to drink from it; the second one is like a man who throws himself into the river and is drowned.

Life means giving and taking:—exchange, transformation. It is breathing in and breathing out. It is not the taking possession of anything, but a taking part in everything that comes in touch with us,—which is neither a state of possession nor of being possessed, neither a clinging to the objects of our experience nor a state of indifference, but the middle way between both, the way of transformation.

We are transformed by what we accept. We transform what we have accepted by assimilating it. We are transformed by the act of giving, and we contribute to the transformation of others by what we are giving.

He who opposes this process of transformation will die the slow death of rigidity; he will be expelled and rejected from all that lives, like dead matter from a living organism. Death

is a deficiency of the faculty of transformation.

This faculty is fundamentally different from decay or mere transiency. i.e., unqualified change. Decay is the dissolution of that which has ceased to be an organic unity, a system of harmonious relations within its own limits or with regard to a greater unit or the world as a whole.

Transformation, however, is not arbitrary change, or change governed by chance, but change governed by law, according to the inherent nature of the object in question. There are many categories of law: from the most universal to the most individual, from the general laws of inorganic matter to the particular (and more intricate) laws of organic life and individual self-expression; from the realm of necessity to the realm of liberty;—because liberty is not lawlessness, but the possibility of self-expression or self-realisation within the framework of universal laws. Self-realisation, however, can never consist in egocentricity, exclusivity or individual limitation, but only in a higher degree of responsiveness and creative activity, in a dynamic exchange of vital and spiritual forces.

"Our self to live must go through a continual change and growth of form, which may be termed a continual death and a continual life going on at the same time. It is really courting death when we refuse to accept death; when we wish to give the form of the self some fixed changelessness; when the self feels no impulse which urges it to grow out of itself; when it treats its limits as final and acts accordingly." (Rabindranath Tagore, "Sadhana").

Thus, transformation contains both: change and stability, plurality and unity, movement and constancy. It has the characteristic of life, namely, to connect organically the polar opposites, the stumbling-blocks of logic, and to unite them in an all-embracing rhythm.

Rhythm and direction represent the stability of movement,—a movement which never follows a straight line (which exists only in mathematics, i.e., in abstract thought, but not in life). Therefore the logic of the brain is different from the logic of life.

If we want to have stability, we can only find it within ourselves, namely, as the stability of our inner direction (towards the centre, towards Enlightenment). This is not the stability of inertia, but the stability of a dynamic movement (therefore the Buddhist symbol of the "stream" which one enters as soon as one has found that inner direction, and the designation of "stream-winner" or "Sotapan" for one who has entered the path of

liberation). Whether this movement comes to a standstill when the centre is reached, or whether it is transformed into another, higher kind of movement, is of no importance, because the individual limitations, the cause of all our problems, would have ceased to exist. At any rate, the inner stability and integrity of one who has found his inner centre, is infinitely greater than that of a world experienced by unenlightened and mentally undirected individuals.

It is for this reason that Hinduism and Buddhism look upon this world as something which has to be overcome, or as certain schools put it, as illusion. This is not a negation of nature or of any thought of objective reality, but the negation of distortion and of wrong values derived from or applied to a distorted reality. Values can only be produced by the determination, or attitude of a conscious mind. There are no self-existent values, but only values in relationship to other things and to somebody who discerns or makes use of them. It is, therefore, impossible to ascribe values to nature or to the world 'as such'. The world as such is neither good nor bad ; it produces criminals as well as saints, ignorance as well as wisdom, fools as well as Enlightened Ones. One may say that the number of the former is out of proportion with regard to the latter ones, but this would mean that one mistakes quantity for quality. The human body is built up by millions and millions of living cells and is inhabited by further millions of minute living organisms ; and yet, there is only *one* human mind to justify this immense organisation. Likewise the existence of one enlightened consciousness cannot be outweighed by millions of unenlightened individuals. One wise man means more than a thousand fools.

So it all depends what we make out of the material which we call the world or our surroundings. Out of the same clay beautiful and ugly, useful and useless things can be made. It depends on the potter and not on the clay. And similarly it is not because there is something wrong with the world that we suffer, but there is something with *us*. We do not suffer, for instance, because everything is impermanent, but because we cling to the things. If we would not cling to them, we would not mind their impermanence. We enjoy a waterfall or a cloud-formation inspite of their impermanence. On the contrary, their changing forms heighten our delight. We admire the fleeting and fragile beauty of a flower, and we appreciate it all the more because of its uniqueness, its momentariness, its unrepeatable individuality. It is

precious, because it is a unique expression of life, based on all that has been, and thus incorporating in its individual form the immensity of the universe. That is why the Buddha's last gesture in holding up a flower, when asked by Subhuti to reveal the quintessence of his teaching, was the most profound sermon he ever preached—without uttering one word.

It needs a high degree of culture and insight to experience the eternal in transient forms, to see the timeless harmony in the momentariness of phenomena, to feel the infinite rhythm that pervades even the most insignificant expression of life.

It is the deadly sameness of machine—made things and of a life governed by machines that perverts the mind and kills the spirit. Infinite variety is the hall-mark of the creative genius, sameness, the hall-mark of mediocrity and decadence. The symbol of the machine is the wheel. The machine-wheel is the symbol of Sansāra, of ever-recurring birth and death, of the inescapable law of existence. (No wheel was known in Tibet, and the people were happy, even in the face of hardships. Now the wheel has come to Tibet, and with it slavery for those who have fallen under its sway.)

But there is another wheel, an invisible one, which does not revolve but radiates and pervades every form of life. It is the Dharma-Chakra, and he who realizes his universality and the infinite relationship of all things and forms of appearance, without denying their relative existence and value.

We live in a world of impermanence and instability, because we are blinded by tiny fragments, to which we cling under the influence of unreasonable desires; and thus blinded we lose the great connections and inner relations which give meaning and harmony to the flux of life. If we could see the whole picture, the totality and completeness of relations, we would be able to see things and beings in their proper perspective, and the change or movement, which until then could only be conceived as "impermanence" (under its negative aspect of destruction) would reveal a consistency of rhythm, a stability of direction, and a continuity of organic development, which could restore to our world and life a higher order of permanence or value than ever conceived by means of intellectual abstractions and speculations.

We accept the unity of a thing in space, though it extends in various dimensions with various aspects and properties. But we doubt a similar unity, if it is extended in time which

is merely another dimension), where it likewise shows various aspects and properties, developing according to its inherent nature. "Our intellect grasps this ultimate truth about things slowly, laboriously and piecemeal. It sees but one thing (and one aspect of it) at a time, and so always brings a feeling of incompleteness and limitation. But we have occasional moments of insight when something presented to our sense or imagination will from its own character or from some exalted mood of our own, seem like a perfect and perfectly comprehended universe in miniature." (Carrit)

This is what the great mystics of all times and the greatest of artists have experienced. But while the latter could only achieve it in their most creative moments, the former ones, due to their complete inner detachment and their fundamentally changed spiritual outlook, were able to dwell more or less permanently in this state. For them the impermanent world of ordinary mortals has disappeared, though they may live with them and extend to them their loving kindness, because they have found the central harmony and never can lose the conception of totality in that of the individual. They are the Siddhas who have achieved the magic power that transforms *samsāra* into *nirvāna*, the saints and sages who attained Enlightenment.

"To live in the joy that springs from the mind's constant occupation with things divine is man's duty."

"Ma"

REMINISCENCES

Atmananda

It was in Almora, where I spent my summer holidays in May-June 1943, that I had my first *darshan* of Mataji. I had heard about Her from various people and all of them had spoken highly of Her, but for some reason or other I had not been to see Her until then. I was in fact searching for spiritual guidance ; however the thought that She could be the one I was longing to find, did not enter my mind. I was therefore not in a hurry to meet Her.

One morning I went to Kalimat near Almora for a walk. The Danish Sadhu who lives there, said to me : "The holy Mother is at Patal Devi ; why don't you go and see Her on your way back ? Her surroundings are noisy, but She is real." I did not quite know what he meant by 'real,' but I did go to Patal Devi.

At that time the Ashram had not yet been built, or perhaps only a small portion of it, in any case it looked very different then from what it is now. Mataji was sitting on a string cot in the open, with a few people squatting round Her on the grass. She seemed all joy and beauty, with Her long black hair falling loosely over Her shoulders and back, and Her radiant face smiling. She addressed a few words to me and I noticed that She did not treat me as a stranger, but as if I were well known to Her. "She does certainly look very lovely," I thought, "but that alone will not help me." I could not see any way of getting to know more about Her. I knew no Bengali and only some colloquial Hindi, not nearly enough for a serious conversation. There were no books in English about Sri Anandamayi Ma, except a small one "*Sad Vani*" and even that was not available. Moreover Mataji travelled about a good deal and did not remain anywhere for long. All my life I had been taught to look at things critically, not to accept anything on authority, to watch and weigh, to think and find out for myself. Besides I had heard much about false Gurus and fake Mahatmas and how difficult it was to distinguish between genuine holiness and first hand knowledge or a mere semblance of these.

There was another factor which

was against me: I was wearing a European dress, a solar topi, shoes and socks and carried a hand-bag in one hand and a mountaineering-stick in the other. My appearance seemed to clash painfully with Mataji's surroundings and I was sensitive to the curious glances of the people who were grouped around Her. Nevertheless I remember distinctly being struck by the inward beauty and purity that shone in the faces of two or three of those people. After about fifteen minutes I got up to go. Mataji remarked about my leaving so quickly, but I said it was getting late as I had to walk about 3 miles to the cantonment.

* * *

Only several months later I had Mataji's *darshan* again, at Varanasi, where I was a teacher at Rajghat School. On a Sunday I went to see some friends at Assi Ghat and intended to visit also *Sri Hariharbaba*, who had a tremendous reputation as a great Mahatma and lived in a houseboat on the Ganges near Assighat. The famous Veena player, Mr. Basu happened to be at the house of my friends. He said they would all go to see Sri Anandamayi Ma, who was somewhere quite near at the moment, would I care to accompany them. I readily agreed.

Mataji was sitting amongst a huge crowd of people under a pandal on the banks of the Ganges. As I came to know later, this was the site of the Sri Anandamayi Ashram. The land had already been acquired, but the construction of the buildings had not begun as yet. There was Kirtan going on and some of the singers and players were moving round a central altar, dancing as they sang. I was then not used to this kind of spectacular worship and felt rather out of place. Mataji was sitting far away from the entrance and the whole of the available space being packed, it seemed well nigh impossible to approach Her. We stood at a distance for a few minutes, when suddenly the mother of one of my pupils, who was a devotee of Mataji, emerged out of the throng, took me firmly by the hand and without any further ado led me straight to Mataji, where she somehow managed to make space for me to sit down right next to Her. I felt the looks of several hundreds of men and women piercing through me like arrows and would have given anything, if by some magic I could have vanished from their sight. But there I was right near Mataji and She smiled at me encouragingly and even remembered my short visit to Her at Almora the summer before. In spite of the dense crowd and the loud singing and dancing which disturbed me, I distinctly felt that there was something very special about Mataji, which I could neither gauge nor define,

but which had a fascination and was undeniable and worth pursuing.

* * *

In winter 1944 an English *sadhaka*, L. Thompson, who had lived in South India for a number of years, came to stay at Rajghat School. Being the only other European, I was requested to receive him and see that he was comfortable. It did not take me long to find out that he was a quite unusually earnest seeker after Truth, in fact ruthlessly single-minded. He had come to Ceylon at the age of 23 and one year later proceeded to South India in quest of spiritual guidance which he had sought in vain in England and France. He had stayed in Sri Ramana Maharshi's Ashram for seven years with intervals and had received initiation from a well-known Guru, a *Jnani* of the South. He had made it a point to meet and study closely everyone who was believed to be highly advanced spiritually. He had been to the Sri Aurobindo Ashram twice for some length of time, had met Swami Ramdas and Mother Krishnabai, J. Krishnamurti, Sri Jogeswami of Ceylon and a number of others who are difficult to approach and known only to a very few. He had obviously developed an intuition as to what was real knowledge and attainment rather than book-learning or imperfect knowledge. To my question why he had come to North-India when he had found so much in the South, he gave as one of his reasons that he had seen a photo of a holy mother who travelled in the North for whom he immediately had felt a strong attraction. He consulted his Guru who had said: "Yes, go and meet her." He showed me the picture. "Oh", I exclaimed, "this is Sri Anandamayi Ma, I have had Her *darshan*." He confirmed: "Yes, this was the name by which she was known." "I believe She is in Varanasi at present", I said, "one of the teachers of this school goes to see Her often." The next morning Thompson set out to meet Sri Sri Ma and was not seen again at Rajghat that day. It must be made clear that T. had a very sharp and critical intellect and was extremely difficult to please. Only the very best, the highest interested him and he coldly used to dismiss everything else.

To my amazement I found him all but in raptures when I asked him about his impression of Sri Anandamayi Ma. "As soon as I saw Her," he said "I knew that my intuition had been correct—except that I found far more than I had expected. I simply could not tear myself away. When She retired for Her meal and rest I spent the time somewhere near about and went back to see Her again in the evening and remained till late at night. I have

never seen anyone like Her. There is not the slightest trace of an ego to be detected in Her. Her eyes look right through you into the far unknown distance; Her voice is absolutely impersonal and so is Her walk." "How can you possibly judge, in a single day?" I questioned, "you have not even talked to Her." (Thompson did not know either Bengali or Hindi.) "I am quite certain," he declared with emphasis, "I have spent many years studying the great men of India and have developed some insight in this respect. There is no need to talk. I watched Her very carefully: I have never before come face to face with such perfection; there is no flaw in Her, none whatever."

It naturally made a deep impression on me to hear some one talk in this strain whom I had found utterly unemotional, detached and one-pointed. I could hardly help wanting to know Mataji for myself and at closer quarters. But opportunity did not offer so quickly.

That summer I arrived at Almora only in June. Mataji was just on the point of leaving for Dehradun with Her whole party. I found Her engaged in an animated conversation in Hindi with some visitors. but alas, I only understood fragments of it which I could hardly piece together. After a short while Mataji left. I deemed myself lucky to have caught at least a glimpse of Her that day.

* * *

Mataji can sometimes be heard to say: "There is a time for everything. No one can come to me until the time is ripe." Almost two years after I had had my first *darshan* of Mataji my lucky stars allowed me at long last to make closer contact with Her.

In the second half of March 1945, Thompson received a letter from a Buddhist *Bikkhu* an old Ceylonese friend of his who had come to Sarnath, asking him to see him there. By road Sarnath was then about 10 miles from Rajghat, but by footpaths across the fields only 4-5 miles. T. walked to Sarnath that evening, announcing that he intended returning the next morning. He did not take anything with him. But he stayed away the whole of the next two days. When he did not come back even in the afternoon of the third day, the Principal of the school and myself decided that he must have fallen ill. He had not even taken a change of clothes with him. There had been a case of cholera in the servant's quarter opposite to where he stayed at Rajghat. There was then no phone at Sarnath. The only thing was to go there and see what had happened. Equipped with some medicines from the school dispensary I went there by cycle rickshaw.

I found T. sitting very happily in the room of one of the *Bhikkhus*. To my astonished inquiries, he replied: "Sri Anandamayi Ma is here. My friend and I went for Her *darshan* the evening I arrived. I had no intention of talking to Her. But She Herself started by asking me about myself. There is an excellent translator here, such as I have rarely come across. He has known Mataji closely for 18 years and I can feel that he really understands what She says and is able to render it into good English." (It was Sri J.C. Mukerji, Sri Gurupriya Devi's cousin.) "At first I was hesitant, but once the ice was broken I had more and more questions to ask. It is amazing how subtle Her replies are. Though She is almost illiterate all our learning is put to shame by Her great wisdom. Every morning Mataji, J. C. Mukerji and myself have been discussing in private for two or three hours. She Herself offered me this unique opportunity. How could I possibly leave before I had put before Her every point that was puzzling my mind. However now there is not much left to be talked over and I shall probably return to Rajghat to-morrow."

I spent that evening in Mataji's presence on the roof of the Birla Dharmasala. At Sarnath no crowd thronged round Mataji—only a few of Her companions, another dozen or so who managed to come from Varanasi and some of the *Bhikkhus*. It was an informal and quiet gathering, no loud singing or dancing. This time I did not feel out of place; everything seemed friendly and congenial. Sarnath had been my favourite place of pilgrimage and rest ever since I had come to Rajghat nearly ten years before. On many Sundays I used to walk there early morning and spend the day reading Buddhist scriptures, sitting either in the library or in the open near the stupa, enjoying the peace, solitude and the natural beauty of the setting, wondering how it was that even after millenia the presence of the Lord Buddha could still be felt so strongly. Ever since my adolescence I had felt drawn towards the Lord Buddha, in fact I had read his talks first in German translation when I was 15 or 16 years old. But little did I dream that Sarnath, where the Lord Buddha had delivered His first sermon after he attained Illumination, would be the setting for a most decisive and important turning-point in my life ....

Sri Mukerji asked me whether I wished to make use of his services as an interpreter, but I just wanted to sit quietly near Mataji and imbibe the atmosphere. I returned to Sarnath the next evening on foot, stayed for the night and walked back at early

dawn to be in time for school. This I repeated almost daily. Occasionally however I found that Mataji had gone to Varanasi and was not returning to Sarnath until the next day. Sri Mukerji threatened every day to leave for Allahabad, but I always found him still at Sarnath. The 24th of March was a Saturday and I came prepared to remain for the week-end. I asked a question during the evening gathering and late at night had a long private talk with Mataji. What She said was so simple and so completely convincing, there was no room for doubt. "How strange that I had not been able to find this out for myself," I thought. In fact it was not, another talking to me, but my Self conversing with myself. This cannot be explained, it must be felt. It was an experience beyond words, but all the more real for that. What Mataji said was evidently only the outer expression of something that took place simultaneously on a much deeper level or perhaps on all levels. The next morning I had another talk with Mataji to clarify some details and then Sri Mukerji actually left for Allahabad.

During my conversation with Mataji She asked me whether I had to support anyone of my family. Several weeks later I received a letter to announce the death of my aged father, the only near relative I still possessed : he had died a refugee in America just three days after Mataji talked to me on the roof of the Birla Dharmasala at Sarnath. The time to make close contact with Mataji had come for me the moment all my worldy ties had been dissolved.

(To be continued)

"By sorrow does the Lord dispel sorrow and by adversity does He destroy adversity. When this is done He sends no more suffering."

"Ma"

The Uninterrupted Remembrance of God

(*Akhanda Bhagavat Smriti*)

If the current of our life is to be diverted from the surface of things and directed towards the depths within, we must keep the Goal ever before us and exert ourselves with our whole being, body, mind and heart, to advance steadily towards it. This effort constitutes everyone's individual *sadhana*.

Its main purpose is to awaken from self-forgetfulness, ignorance and confusion to full self-realization. The nature of each person's *sadhana* varies according to the instructions given by his Guru or spiritual guide, or he may proceed by the light of his own discrimination. Our approach may thus be along the paths of action, yoga, devotion or inquiry (knowledge). If our endeavour is to bear fruit, it will have to be continued with great patience and unswerving confidence over a prolonged period of time. Unless our practice is constant and uninterrupted we cannot hope to attain to perfection. It is of the utmost importance that everyone of us should individually endeavour to sustain the constant remembrance of God, throughout the day and night, by any means or device within his reach. If the combined effort of a whole group of aspirants lends its additional power to each individual *sadhana*, then by the Grace of God, success ought to be assured.

We therefore feel that if each one of us sets apart 15 minutes out of every 24 hours to be dedicated to the contemplation of God or to meditation on the Supreme Self and if by this method the perpetual remembrance of God throughout the day and night can thus collectively be achieved, the hope does not seem unfounded that each participant may reap the benefit of this uninterrupted stream of Divine thought. Everyone of us will have to take special care to adhere regularly and punctually every single day of his life to the 15 minutes he has chosen for himself. To change the time at one's own discretion or to be irregular in one's practice and miss it off and on is not permissible, since the current of meditation would thereby be broken.

In order to keep up uninterrupted meditation by this method, at least 96 persons will have to co-operate ; however it does not seem wise to depend

on this number either, for due to some accident, misfortune or other serious reason people may occasionally be prevented from carrying out the duty they have undertaken and their particular time would then remain unprovided for. We therefore propose that each 15 minutes should be chosen by not less than 5 persons ; consequently at least 480 individuals will have to co-operate in order to ensure perpetuity. When we put this proposal before Sri Sri Ma, She seemed to welcome it with great joy and enthusiasm, saying : "By your constant dedication, by your continual offering of oblations a perfect sacrifice (*yajna*) will be performed uninterruptedly." Everyone without exception may take part in this combined effort and Mataji encouraged us to get busy in this respect. She further said : "It is a matter of great joy that all of you have decided to set apart 15 minutes each at a particular hour every day for the concentration on God's Name. In order to overcome occasional obstacles and difficulties in abiding by this decision one has to be adamant and persevering. The particular 15 minutes of every day that have been fixed should be dedicated to the thought of God for the whole of one's life. Once the time has been chosen it must never be altered again, but remain for ever reserved for the remembrance (contemplation) of Him. When a seedling has taken root it grows and spreads far and wide. By keeping regularly and punctually to a particular time one's *sadhana* will, as it were, take root and there is hope that it may gradually extend over the whole of one's days and nights. Each participant is free to meditate in his own way : it may be *japa* of a *mantra* or of any of the names of God with the help of a rosary or in rhythm with the breath ; it may be the contemplation of his *Ishta* or of the Void ; it may be Self-inquiry, and so on. One is not bound in any way except to meditate at a particular time.

As a rule one should sit still in a meditative pose during those 15 minutes, but if this be impossible on occasions, one must at all events strictly refrain from speaking and concentrate the mind on God's Name : whether at home or in the street ; sitting, standing, lying or walking, riding in a train, bus or æroplane ; in sickness and bereavement, in anger and distress, while nursing a patient, cooking or serving food ; whether one be clean or dirty—under all circumstances whatsoever–those particular 15 minutes must be used for the remembrance of God. Without firm determination nothing can be accomplished, much less can one become free from conditioning *(Samskaras)*. One has to make an unshakable resolve and try one's utmost to abide by it tenaciously. It

is imperative to keep up the practice of those 15 minutes with regularity and devotion, so that it may ever continue without missing a single day—in the midst of extreme rejoicing as well as in times of severe perplexity and restlessness. Just as birds call regularly at fixed times throughout the year according to the laws of nature, prompted by some invisible power, so by virtue of prolonged practice the remembrance of God will come to you automatically during the chosen 15 minutes. By sustained effort anything may be achieved. Amidst the tumult, the hustle and bustle of fleeting things, those few minutes should be kept apart for the invocation of Him who is Eternal Joy. The more time one can give to Divine contemplation the better, the aim being the unbroken absorption in the thought of God. This body addresses you as father, mother, or friend, it may therefore well request from you those 15 minutes once daily—surely, everyone gladly fulfils the desire of a near and dear-one! But from those who look upon this body as a stranger, it begs those 15 minutes as a gift given in charity."

Fired by Mataji's enthusiasm we request all who wish to co-operate in our scheme and dedicate 15 fixed minutes out of every 24 hours to meditation or to *japa* of God's Name, to communicate their name, address and the time they have chosen to the address given below. This will then be recorded in the register of the Ashram. Every man and woman without distinction of religion, sect, nationality, caste, profession, age, etc. etc. is invited to contribute his or her share in this attempt at an uninterrupted remembrance of God.

In order to ensure the continuity of this meditation we politely request every participant to kindly inform the Varanasi Ashram 4 times a year whether he or she is attending to the chosen time punctually and regularly. This will give us the chance to enrol new participants wherever neccessary and thus to avoid breaks in the meditation.

Dates on which the information should be sent :

(1) Mataji's birthday in the first week of May.

(2) August fullmoon (*Jhulan Purnima.*)

(3) November full moon (*Kartik Purnima.*)

(4) January 14th (*Paush Sankranti*)

All letters should be addressed to :
Sri Panu Brahmachari,
c/o Sri Sri Ma Anandamayi Ashram,
Bhadaini, *Varanasi*, U. P.

MATRI LILA

(*15th October—15th January, 1959*)

Mataji left Delhi on the morning of October 13th and reached Varanasi the same night. Dr. Gopal Das Gupta had made all preparations for the annual *Gopal Utsava* which took place on the 14th morning on the premises of the Ashram at Bhadaini. On this occasion warm clothes and sweets are distributed to the infants of the poor. Since early dawn mothers with their babies in their arms had begun to flock to the Ashram. Dr. Das Gupta had arranged for a small brass image of *Gopal* (the child *Krishna*) to be given to each one of the tiny children. It was a charming sight to watch Mataji hand to every baby one of the images along with a woollen sweater and some sweets.

The same afternoon Mataji left for Allahabad and went straight to the Ashram of the late Sri Gopal Thakur. Perhaps it is not out of place to say a few words about this great soul. Bengali by birth he had studied law and was earning his living as an employee of an Insurance company at Patna, when his Guru, Sri Satya Deva Thakur, founder of the Sadhan Samar Ashram, gave him the order to resign his post and devote his life to the dissemination of the teachings of the Gita. Although he had his wife and several children to provide for, he obeyed instantly. This great faith and devotion helped him to face all difficulties and hardships. After some time he and his family moved to Allahabad at the request and with the assistance of one of his disciples. This sincerity and his brilliant discourses on the *Bhagavad Gita* attracted more and more admirers and disciples to him. He was deeply devoted to Mataji and brought all his followers to Her. Once a year he used to celebrate the *Gita Jayanti* in one of our Ashrams in Mataji's presence, even after his health had deteriorated towards the end of his life.

At his Ashram at Allahabad Durga Puja is observed every autumn and for the last few years Mataji has blessed the function by Her visit. Even after Sri Gopal Thakur passed away She has continued to do so. This time, in response to the earnest requests of the Ashramites, She spent 3 days there, after which She moved to the residence of Sri N. N. Mukerji, Retired District Judge, at George Town. In the midst of the beautiful garden a small bungalow had been newly constructed

for Mataji. The entire planning gave evidence of the artistic skill of the owners. A Swiss cottage had also been pitched up for Mataji near the bungalow and She used to spend the nights there.

Just as in October 1952, Durga Puja was celebrated at the residence of Sri Baleshwari Prasad, Advocate of the High Court. He and his whole family are deeply devoted to Mataji. For months a number of young girls, all bhaktas and admirers of Mataji worked at pieces of decoration for the pandal and its main entrance, with the result that the decorations, were said to be the most artistic ones that Allahabad has ever known. Altogether the Puja celebrations proved a great success. There was nothing left to be desired concerning the arrangements that had been made.

However since nothing can be claimed as perfect in this world, rains poured down in torrents on the evening of October 19th, *Ashtami* day and the pandal was almost flooded. Fortunately the images remained quite unaffected by the bad weather. *Puja* and *Arati* could be continued smoothly as if nothing had happened.

Mataji's Swiss cottage was also very wet and Mataji gave way to the entreaties of others to shift to the house of Sri Gopal Swarup Pathak. Mataji had stayed there on two or three previous occasions in a room reserved for Her use, with an independent entrance from the garden. The master of the house, Sri Pathak, was away at the U. S. A., but the rest of the family were ever-ready to serve Mataji as well as Her devotees and guests.

In the morning of the 23rd of October Mataji returned to Sri Mukerji's house, from where She motored to Varanasi the same evening. Quite a large number of bhaktas who had come for the Durga Puja followed Her to Varanasi in the hope that Mataji would soon return to Vindhyachal. However She remained in Varanasi for *Lakshmi* Puja at the special request of the teachers and students of the Kanyapeeth and proceeded to Vindhyachal only on the 28th of October afternoon. Not less than 32 persons, amongst them Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, accompanied Mataji to this beautiful, quiet and secluded spot. Dr. Panna Lall joined later. Apart from the Ashram itself, accommodation had been reserved beforehand at the Bhajanalaya as well as at the P. W. D. bungalow in the close vicinity on Ashtabhuja Hill.

After about 9 days of rest Mataji returned to Varanasi on the 7th of November morning. Everyone was

eagerly looking forward to Kali Puja to be performed on the 9th night in Mataji's presence. But immediately after returning to Varanasi Mataji developed a very bad pain in the back which made it difficult for Her to move about. In spite of this She came downstairs and sat in the *Puja Mandap* for some time during the ceremony. Nobody could have guessed from Her ever radiant countenance that She was attacked by severe pain.

Two days after Kali Puja falls the *Annakut* festival. On this occasion thousands of people gather at Varanasi to witness the ceremony at the *Annapurna* temple. near the famous *Vishwanath* temple, which is known throughout the length and breadth of India. Special *bhoga* is offered to the goddess of plenty, *Annapurna*, on that day, consisting of not less than 108 different preparations, sometimes even more than that. The *Annapurna* temple at our Varanasi Ashram has also grown quite famous lately. *Annakut* is an attractive festival which is celebrated there yearly with due solemnity and grandeur. More often than not Mataji has Herself been present on that day at Varanasi. Hundreds of people come every year and partake of the *prasad*.

This year, according to astronomical calculations. *Annakut* was to be held one day later, namely on November 12th, The *Samyam Mahavrata* had already long before been fixed for the week from the 13th—19th November and Mataji was therefore to leave for Kanpur on the 11th at midnight. Everyone was naturally disappointed that Mataji should be absent on that joyful festival, but the programme seemed unalterable. At the last moment however, Mataji's back-ache increased to such a degree that it was considered most inopportune for Her to travel at midnight. The Railway reservations were cancelled and Mataji left only on the 12th November at midday after the *Annakut* ceremony had been completed. Mataji was unable to move about all over the Ashram as She does as a rule on similar occasions, but, notwithstanding Her poor state of health, She sat in the *Annapurna* temple for sometime during the *Bhoga* and *Arati*.

Accompanied by about 38 devotees Mataji reached Kanpur the same evening and was received at the station by a large number of persons, headed by by Sri Sitaram Jaipuria. At Kanpur Mataji's back-ache soon vanished. Altogether Her health was excellent throughout the *Samyam Mahavrata*, in spite of the tremendous crowd that clamoured for Her darshan in and out of time and in spite of the long hours of satsang. We have had occasion to

observe that Mataji's health seems at its best during a gathering of this sort, where people are concentrated continually on spiritual things so that there is very little chance for worldly thoughts and activities to creep in, notwithstanding the fact that Mataji then gets hardly any rest during the day and little enough during the night.

The eighth *Samyam Mahavrata* was held at Swadeshi House, Kanpur at the invitation of Sri Sitaram Jaipuria. All the arrangements were carried out with so much forethought, meticulous care and lavish generosity—they could not have been better in any respect. Everything was managed in a most exemplary manner, quietly and efficiently, in fact there was no occasion to ask for anything, as it was provided before one had the chance to utter a wish. This was largely due to the fact that the members of the Jaipuria family themselves, with Sri Sitaramji and Sri Kashi Prasadji as guiding stars, supervised and took part in every branch of the work, giving their personal service unstintingly day and night, assisted by a whole battalion of well-trained staff and servants.

Swadeshi House is situated in a quiet area of the city, a few minutes' walk from the Ganges. The compound contains several houses and extensive well-kept gardens with huge lawns. A spacious pandal, decorated with extreme simplicity and dignity, seating about 2000 had been erected and fitted with lights and excellent loudspeakers; indeed it was a joy to listen to the various speeches and *bhajans*, whether one happened to be inside the pandal or anywhere else in the compound. A thatched straw-hut had been put up specially for Mataji's use at a fair distance from the pandal so as to ensure privacy. It looked pastoral from outside, but Mataji's set of rooms lacked no modern comfort. There was a veranda and a small pandal just below it, so that people could enjoy Mataji's company in smaller, more intimate groups in between the general functions. There was also a new trailor for Mataji's use placed just outside the main pandal. The *vratis* were accommodated in guest houses and also in comfortably furnished and electrified tents within the compound. Besides, a whole dharamsala in the close vicinity, just near the bathing ghats on the Ganges, had been reserved for our sole use.

We have on several former occasions given full details* about the

*See Ananda Varta, Vol. I, No. 2, p. 50-53; Vol. I, No. 5, pp. 251, 286, 307-314, Vol. II, No. 4, p. 389-391; Vol. III, No. 4, p. 318; Vol. IV, No. 4, p. 347-48; Vol. V, No. 4. p. 293—98; Vol. VI, No. 3 p. 255.

origin, purpose and programme of the Samyam Saptaha, which, to put it in a nutshell is a collective attempt at concentrated and uninterrupted *sadhana* and *satsang* for one week which may serve as a model and give taste of a dedicated life, to be continued to whatever degree possible by each one individually throughout the year. As usual a number of Mahatmas and other distinguished and learned men took part in the function and delivered enlightening and instructive discourses; amongst them Sri Krishnanandaji Avadhuta, Sri Krishnanandaji of Bombay, Sri Chakrapaniji of Vrindaban Sri Jogesh Brahmachariji of Calcutta, Dr. Nalini Kanta Brahma, a well-known Philosopher and Acharya Divakar Datta Sharma, Principal of the Sanskrit College, Simla. The Chief Minister of the U. P., Dr. Sampurnanand, also came to pay his respects to Mataji and at Her request delighted the audience by a short talk on Yoga.

The visitors from Kanpur city were scarce for the first two or three days, but increased to such an extent, specially in the evenings when Mataji replied to questions or sang Kirtan after 9 p.m., that the walls of the pandal had to be moved far away. It was not just a crowd coming out of curiosity and for sensation, many were highly educated and serious persons eager to hear Mataji's words. The numbers that attended could be compared only to those storming the pandal during Mataji's 60th Jubilee celebrations at Varanasi in 1956. But the standard of organization and order achieved at Kanpur was incomparable. It has been generally felt that the eighth Samyam vrata was the most successful function held under the auspices of the Sangha so far.

On November 20th morning *Homa* was performed followed by a feast given to all, including workers and servants. In the afternoon Mataji left by car for Lucknow, where She stayed for 2 days at the Forest Rest House, as the guest of Sri Rameshwar Sahai, Chief Conservator of Forests, U. P. He and his wife (Dr. Panna Lall's daughter) had requested Mataji repeatedly io spend a few days at their residence. Everyone was amazed at the excellent arrangements made for Mataji and Her party although the hosts had attended the Samyam Saptaha. Here also a beautiful small pandal had been put up and here also it failed to accommodate the large numbers of people who rushed for Mataji's *darshan*.

At Lucknow Mataji followed calls to the houses of several devotees. Mataji was also shown round the plot on the banks of the river Gomati that has been selected as the site for a new Ashram to be founded at Lucknow.

On November 23rd morning Mataji reached Delhi, leaving for Hardwar on the 24th night. The Raja Saheb of Baghat State (Solan) received Her at Hardwar station and took Her to Baghat House. Kharkhari, which contains a block with an upper story, consisting of several rooms and a central kirtan hall specially built for Mataji and Her party. There is a beautiful Shiva temple in the centre of the compound that was consecrated a few years ago in the presence of Mataji and many distinguished Mahatmas, including the late Sri Triveni Puriji of Khanna.

On Nov. 26th Mataji motored to Dehradun where She visited both the Ashrams at Raipur and Kishenpur, returning to Hardwar the same evening. At the Kishenpur Ashram two temples are being constructed which are to be consecrated in the beginning of March during the *Shiva ratri* festival. There is every hope that Mataji will be present there. A small Shiva shrine is also nearing completion at '*Kalyanvan*', the large garden at Kishenpur, belonging to the Sangha.

Mataji left Hardwar for Ananda Kashi on November 27th. Last January Mataji had also spent a few quiet days at that beauty spot, situated on the banks of the Ganges surrounded by forests and mountains. H. H. The Rajmata of Tehri-Garwal has laid on an oasis of gardens with flowers and fruit trees and fountains amidst the surrounding wilderness (14 miles off Rishikesh on the road to Deva Prayag) and called it *Ananda Kashi*. She has a house and a guest-house there and a cottage specially built for Mataji, not to forget the Shiva temple in the centre. Last January she had requested Mataji to remain there for 3 weeks, but due to Didima's ill-health Mataji had broken off Her visit prematurely and hurried to Varanasi. This time, we are happy to say, Didima's health is as good as it can be at Her age and She was able to join Mátaji at Ananda Kashi for twenty-two undisturbed days of quiet, solitude and beauty. Throughout Mataji's sojourn, the *Ramayana* was sung for two hours daily and completed before She left for Dehradun on December 19th. She stayed at *Kalyanvan* for two nights and proceeded to Hardwar on the 21st morning. On the 23rd She motored to New Delhi, where She was expected to stay for a couple of days or so. But to the joy of the numerous bhaktas Mataji remained quietly at the Chandraloka Ashram for more than twelve days. Actually She did not leave until January 5th, 1959, when She started for Jhalawar in Rajasthan State.

Jhalawar was a Ruling State until the Government of India took it over.

Recently an ardent young devotee, Sri Mohanlal, I. A. S., has been posted there as the Collector and Magistrate. Ever since he has been trying to persuade Mataji to spend a few days at Jhalawar, promising to provide the most congenial surroundings for Mataji and Her companions. We hear that he has indeed made very fine arrangements. While Delhi is in the grips of a cold wave, Jhalawar is enjoying spring weather. A thatched cottage very much after the model of the one at Kanpur has been specially put up for Mataji in a large and beautiful compound. She was received at Kotah Junction (52 miles from Jhalawar) by the state car and as soon as She reached Her destination guns were fired in Her honour and the state band began to play. The Rajmata and the Raja and Rani as well as other Government officials came for Mataji's darshan. But She is not harassed by crowds. Visitors are admitted only between 7 and 9 p. m. during the evening Satsang. There is no certainty as to her future movements. Although she is expected to spend sometime in Calcutta in February before going to Dehradun during the *Shiva ratri* celebration.

"Search in every home and see how many people can be found who have never known bereavement. That is why the one and only way out of the misery is the path towards Self-realization."

"Ma"

NOTES AND COMMENTS

We offer our sinceremost thanks to the Editors of the following journals for favouring us with complimentary copies in exchange of "Ananda Varta" :

Himādri ; Devayān ; Sudarshan ; Mandir ; Srinnantu ; Pāthshālā ; The Self Realization Magazine ; The Vision ; The Peace ; The Divine Life.

Publishers of all other religious and philosophical magazines, both Indian and foreign, are requested to send us copies of their magazines on exchange basis.

* * * *

We regret to say that we are unable to supply the numerous orders for the bound volumes of back issues of "Ananda Varta", as most of the volumes have been exhausted immediately after our announcement. At present we can supply the bound volumes of English edition only, which will be sent by V. P. P. against orders received.

* * * *

So many enquiries pour in daily about Mataji's future programme. All who had the privilege of coming in close contact with Mataji know very well how difficult it is to give any previous information about Her programme. Still we venture to note that Mataji is likely to be present in Calcutta during the second and third weeks of February, at Dehradun during the Shiva-ratri celebration, at Vrindaban during the Holi, at Rishikesh during the next Samyam Saptaha in April and is expected to be at Jamnagar (Saurashtra) during the Birthday Celebration in May next.

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi, at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

ANANDA VARTA

YEARLY INDEX

Vol. VI. May 1958—February 1959 No. 1, 2, 3, 4.